ওয়েস্টার্ন

ছন্নছাড়া

শওকত হোসেন

বাংলাবুক.অর্গ

ওয়েস্টার্ন

ছন্নছাড়া

শওকত হোসেন

ছন্নছাড়া: বোকা ভেবে জেফ পারকারকে জব্দ করতে গিয়ে উল্টে নিজেই বোকা বনে গেল স্যালুন মালিক হারম্যান।

অন্তরাল: ডব্লু, এইচ, বনি নামে হোটেল রেজিস্টারে নাম লেখাল সে, পালিয়ে বেড়াচ্ছে লোকটা।

সন্ধি: লোন-ট্রিতে বসতি করতে এসে প্রভাবশালী র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল বাটক্রো।

ইঙ্গিত: পনেরো হাজার ডলার ছিনতাই হয়ে গেছে। কোন চিহ্ন নেই কোথাও। হ্যাণ্ডি তা খুঁজে বের করার প্রতিশ্রুতি দিল।

কারসাজি: ভাইয়ের ডাকে সাড়া দিতে এসে তার কঙ্কাল খুঁজে পেল মাইক করবেট। কে বা কারা হত্যা করল তাকে?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ছন্নছাড়া

শওকত হোসেন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রজাপতি প্রকাশন

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব: লেখকের
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫
প্রচ্ছদ
হাসান খুরশীদ রুমী
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ISBN-984-462-042-2
CHHANNACHHADA
By: Saokot Hossain
মূল্য ॥ পঁয়তাল্লিশ টাকা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

শারমিন ও তুহিনকে—

সূচি

ছন্নছাড়া— ৫

অন্তরাল— ২০

সন্ধি— ৩৬

ইঙ্গিত— ৫৪

কারসাজি— ৭৪

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

ছন্নছাড়া

এলিট স্যালুনের সামনে বোর্ডওঅকে দাঁড়িয়ে খালি একটা বিয়ার-ব্যারেল সরাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে দেখে ঝাড়ুদারের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছিল জন হারম্যান, এমন সময় ছেলেটাকে দেখতে পেল সে, ফীড স্ট্যাবলের দিকে যাচ্ছে। একটা চমৎকার ঘোড়ার পিঠে বসে আছে ছোকরা। অনেক পথ চলে ঘোড়াটা ক্লান্ত, দেখেই বুঝতে পারল স্যালুন মালিক। অক্টোবরের এই সকালে পাহাড়ী ঢাল বেয়ে নেমে আসছে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া—শীতের হামলা ঠেকাতে স্যাডলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে ঘোড়সওয়ার, লক্ষ করল হারম্যান। অনেক যত্নে প্রচুর মেদের মজুদ করেছে স্যালুন মালিক, কিন্তু শুধু শার্ট গায়ে থাকায় শিরশির করে উঠল তার শরীর, সহসা। চট করে স্যালুনের ভেতরে চলে এল সে, আপনমনে ভাবল: *রাউণ্ড আপের পর বেকার বনে যাওয়া চালচুলোহীন কোন কাউহ্যাণ্ড হবে আরকি!*

খানিকক্ষণ পর। সারাদিনের চাহিদা মেটাতে ক্যাশ-বক্স থেকে টাকা বের করল স্যালুন মালিক, তারপর টাটকা সিগার সাজাল নির্দিষ্ট জায়গায়। এই সময় সেই ছোকরাকে আবার প্রাইড-ক্যাফের দিকে যেতে দেখল সে। নাশতা খেতে যাচ্ছে। অল্প পরেই বেরিয়ে এল, দাঁতের ফাঁকে একটা খেলাল নাচাচ্ছে। ওয়্যাগন মাউণ্ড শহরের রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরঘুর করতে লাগল ছেলেটা, সকৌতূহলে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

এরপর যখন দরজা খোলার আওয়াজে মুখ তুলে তাকিয়ে সেই ছেলেটাকেই বারের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল অবাক হলো না জন হারম্যান। পরিষ্কার তবে রঙজ্বলা একটা শার্ট তার গায়ে, দেখেই বোঝা যায় দীর্ঘ সময় উষ্ণতার পরশ থেকে বঞ্চিত। তাকে গুড মর্নিং জানাল জন হারম্যান। স্যালুনের সেরা হুইস্কির একটা বোতল আর গ্লাস নামিয়ে রাখল আগন্তুকের সামনে।

'রোজ সকালে প্রথম খদ্দেরকে বিনা পয়সায় ড্রিংক দিই আমি,' জানাল হারম্যান।

'এবার বুঝতে পারছি সারা রাত ঘোড়া হাঁকিয়ে এতদূর আসার কষ্ট স্বীকার করেছি কেন,' বলল ছেলেটা, হারম্যানের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। ছোকরার চেহারায় এক ধরনের সারল্যের ছাপ লক্ষ করল স্যালুন মালিক, চোখজোড়া ফ্যাকাসে; কুতকুতে বা বড় নয়; রাগের কোন ছাপই নেই তার দৃষ্টিতে। একারণেই সম্ভবত ছেলেটাকে সরাসরি কোন কাতারে ফেলতে পারল না জন

BanglaBook.org

হারম্যান—যে কোন লোককে বিচার করার নিজস্ব কয়েকটা হিসাব আছে তার। অল্প বয়সী বাড়ি-ছাড়া ছেলে অনেক দেখেছে হারম্যান, তাদের সবাই ছিল কঠিন স্বভাবের; আর হারম্যান, যার মাঝে নির্মমতার নিশানাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, ওদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর ব্যাপারটা তার জন্যে, বলা চলে, বুনো কোন বাঘকে পোষ মানানোর চেষ্টার মত কঠিন ছিল।

ব্যাকবারে হেলান দিয়ে দাঁড়াল হারম্যান। হুইস্কি শেষ করে তরুণকে শার্টের হাতায় মুখ মুছতে দেখল, এবার কৌতূহলী হয়ে উঠল সে। জীবনের অর্ধেক সময় ব্যয় করে প্রশ্ন করার এমন এক কায়দা রপ্ত করেছে সে, প্রশ্নকে মামুলি বাতচিত বলে মনে হয় প্রতিপক্ষের কাছে। কৌতূহল মেটাতে কৌশলটা কাজে লাগাল এবার স্যালুন মালিক।

'আরও দূরে যদি যাবার ইচ্ছা থাকে তো একটা কোট কিনে নিয়ো, কাজে লাগবে। এই পাহাড়ী এলাকায় জবর শীত পড়েছে এবার।' বলল সে।

'নাহ, আর কোথাও যাব না বলেই ভাবছি,' জানাল তরুণ।

'অ। অবশ্য কেউ যদি খবর দিয়ে তোমাকে আনিয়ে থাকে সেটা আলাদা বিষয়,' অলস ভঙ্গিতে একটা সিগার নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে আবার বলল হারম্যান।

পকেটে হাত গলিয়ে একটা সিলভার ডলার বের করল আগন্তুক, রাখল বারের ওপর, তারপর আবার হুইস্কি ঢালল গ্লাসে। পরিষ্কার বুঝতে পারল হারম্যান, দ্বিতীয় দফা মদ খাওয়ার কোন দরকার নেই ছোকরার, স্রেফ ভদ্রতার খাতিরে কিনতে হচ্ছে তাকে। 'কেউ খবর দেয়নি আমাকে,' আবার জানাল তরুণ। 'আর এই মুহূর্তে আমার কাছে টাকা পয়সা বলতে কিছু নেই—কাজ খুঁজছি!'

ডলারটা তুলে নিল হারম্যান, ক্যাশড্রয়ার থেকে ভাঙতি পয়সা বের করে তরুণের সামনে রাখল। সিগার ধরাতে গেল তারপর, এই সময় শুনতে পেল চমকপ্রদ কথাটা।

'এক জন টপহ্যাণ্ড আমি,' শান্ত কণ্ঠে বলল তরুণ, সোজা হারম্যানের দিকে তাকিয়ে আছে, 'কারও প্রয়োজন আছে বলে জানো নাকি?'

সিগার ধরাচ্ছিল বলে নিজের ওপর সন্তুষ্ট বোধ করল হারম্যান, নইলে হয়তো হেসেই ফেলত! স্যালুনে আর কেউ নেই, থাকলে এখন তার উদ্দেশে চোখ টিপে বসত সে নির্ঘাত! কিন্তু কেউ নেই যখন চেহারা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল হারম্যান। সিগারে টান দিল কয়েকবার, যেন ভাবছে, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'টপহ্যাণ্ড হবার বয়স এখনও তোমার হয়নি বলেই আমার মনে হচ্ছে!'

'আমার দেখা সেরা কাউপনির বয়স ছিল মাত্র চার বছর,' অকাট্য যুক্তি দেখাল তরুণ।

হাসল হারম্যান, মাথা নেড়ে বলল, 'ভুল সময়ে এসেছ তুমি। রাউণ্ড-আপ তো

BanglaBook.org

শেষ হয়ে গেছে!'

মাথা দোলাল তরুণ, দ্রুত দ্বিতীয় দফায় গ্লাসে ঢালা হুইস্কিটুকু গলায় চালান দিল; খানিক অপেক্ষা করে দম ফিরে পাবার প্রয়াস পেল, তারপর বলল, 'অনেক উপকার করলে তুমি। আবার দেখা হবে। চলি!' দরজার দিকে পা বাড়াল সে।

মৃদু ফাজলামোর ইচ্ছা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল হারম্যানের মাথায়। ছোকরাকে জব্দ করা যায়! মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় ভুগল সে, তারপর অনেকটা গোঁয়ারের মতই পিছু ডাকল আগন্তুককে। 'একটু দাঁড়াও!'

দাঁড়াল তরুণ, ঘুরে বারের সামনে এসে দাঁড়াল আবার। সহজ সাবলীল চালচলন, বোঝা যাচ্ছে ক্ষিপ্রতা আছে তার মাঝে; কঠোর পরিশ্রমে শরীরের প্রত্যেকটা পেশী ইস্পাত কঠিন হয়ে গেছে। হারম্যান সাবধানী লোক, মুহূর্তের জন্যে আবার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল সে। কিন্তু ছোকরার চেহারা এত কোমল আর সরল, দ্রুত আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল হারম্যান। মোটা হাত দুটো ভাঁজ করে বারের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তিত চেহারায় লম্বা করে দম নিল। 'তুমি বোধ হয় এবার একে একে সবগুলো আউটফিটেই ঢুঁ মারবে?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল যুবক। ভুরু কোঁচকাল হারম্যান, চুপ করে থাকল এক মুহূর্ত, তারপর যেন আপনমনে কথা বলছে এমনি সুরে বলল, 'একটা কথা ভাবছিলাম আমি—না, থাকগে!'

'বলেই দেখো,' জোর করল আগন্তুক, হাসি দেখা দিল তার ঠোঁটে, 'সব কিছুই একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই, ক্ষতি কি!'

'শোনো তাহলে,' বলল হারম্যান, যেন এতক্ষণে মনস্থির করতে পেরেছে। 'আমাদের এখানে একটা পত্রিকা বেরোয়—নাম : **দ্য উইকফোর্ড কাউন্টি ফ্রী প্রেস**। প্রতি বিষ্যুৎবার, মানে আজ বিকেলেই বেরুবে,' গম্ভীর চেহারায় আগন্তুকের দিকে তাকাল স্যালুনকীপার, ওই কাগজেই একটা বিজ্ঞাপন ছেপে দাও! শিরোনাম হবে: *চাকরি খুঁজছে একজন টপহ্যাণ্ড: মাসে চল্লিশ ডলার বেতন,* কি কি কাজ জানো লিখে দেবে তারপর, কারও লোকের দরকার থাকলে সে যেন তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে—একথাটাও জুড়ে দিতে পারো; সব মিলিয়ে এতে দিন দুই সময় লাগবে হয়তো, কিন্তু একশো মাইল রাস্তা ঢুঁড়ে বেড়ানোর খাটুনি থেকে নিস্তার পাবে তুমি। খুব বেশি খরচও হবে না।'

একটু ভাবল তরুণ, তারপর জানতে চাইল, 'পত্রিকা অফিসটা কোথায়?' হাসল না এবার। জানাল হারম্যান। স্যালুন থেকে বেরিয়ে গেল ছেলেটা। বোতল তাকে তুলে রাখল হারম্যান, পানির পাত্রে ডোবানো গ্লাসটা। আপনমনে নিজের বদমায়েশি বুদ্ধির ধার দেখে মুচকে মুচকে হাসছে। ফ্রী প্রেসে জিনিসটা আগে দেখুক সবাই, ছোকরাকে নিয়ে কয়েকটা দিন বেশ মজা হবে, ভাবল সে

BanglaBook.org

*

নির্জীব রোদ, বাইরের ঠাণ্ডা পরিবেশে পা রাখল জেফ পার্কার। প্যান্টের পকেটে রাখা শেষ সিলভার ডলার উরুর সঙ্গে লেপ্টে নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপাতে গিয়ে এটাও খরচ করে ফেলতে হবে। ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবল সে, তারপর সিদ্ধান্তে পৌঁছুল: *ক্ষতি কি, এভাবে একটা চাকরি মিলেও যেতে পারে, বলা যায় না!*

সামনেই একটা টাইরেইলের কাছে যার যার ঘোড়ার পিঠ থেকে নামছে চারজন রাইডার, আনমনে একবার ওদের দেখল জেফ। মুহূর্তের জন্যে থেমে নিজেদের মধ্যে কি যেন আলাপ করল লোকগুলো। একটু জরিপ করেই সর্দারকে আলাদা করে ফেলল জেফ পার্কার। বিশালদেহী স্বাস্থ্যবান লোকটা সারাক্ষণ রেগে যেন কাঁই হয়ে আছে পঁয়ত্রিশ-টয়ত্রিশের মত হবে তার বয়স। একটা বুকখোলা ম্যাকিনঅ তার পরনে।

ওদের সামনে থামল একবার জেফ, তারপর বলল: 'আচ্ছা, টপহ্যাণ্ড দরকার এমন কোন আউটফিটের কথা জানো নাকি তোমরা?' মসৃণ হাসল বিশাল দেহীর দিকে তাকিয়ে।

পলকের জন্যে জেফের মনে হলো লোকটা বুঝি হেসে উঠবে। অবশ্য এ লোকের হাসি ওর পছন্দ না হবারই কথা। কিন্তু পলকে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সর্দারের চেহারা। 'আজতক নাবালক টপহ্যাণ্ড আমার নজরে আসেনি! ভোট দেয়ার বয়সই তো হয়নি তোমার!' বলল সে।

সাবধানে দলনেতার দিকে তাকাল জেফ পার্কার, হাসছে না ও, বলল, 'এবার দেখে রাখো তবে আমাকে!' বলেই হাঁটা দিল আবার। দু'কদম যাবার আগেই একটা কথা খেলে গেল ওর মনে: *ভোট দেয়ার বয়স, হাহ্! এখানকার লোকজন দেখছি লায়েক হতে অনেক সময় নেয়!*

রাস্তা পেরিয়ে বোর্ডওঅকে উঠে একটা কাঁচের জানালার মুখোমুখি হলো পার্কার। জানালার কাঁচে লেখা: **উইকফোর্ড কাউন্টি ফ্রী প্রেস. জব প্রিন্টিং. ডি. জ্যাকসন, এডিটর অ্যাণ্ড প্রপ্রাইটর**। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল সে। গোছাল ডেস্কে একটা মেয়ে বসে আছে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে আপনমনে পেন্সিল ঠুকছে দাঁতে। দ্রুত তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল জেফ। অফিস-স্পেসটাকে রেইলিং তুলে প্রেস থেকে আলাদা করা হয়েছে, লক্ষ করল ও, ওপাশে একটা ল্যাম্পের নিচে দু'জন লোককে দেখা যাচ্ছে, তাদের একজন খুদে এক্টা প্রেসে কান ফাটানো আওয়াজ তুলে কাজ করে যাচ্ছে আপনমনে।

'হ্যালো,' বলল জেফ।

বিষণ্ন চেহারায় ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মেয়েটা, বলল, 'হ্যালো, *বাব!*'

মেয়েটার পরনে শাদামাঠা নীল পোশাক, উঁচু গলার বডিস, সরু লেসের

BanglaBook.org

কলার লাগানো। দেখতে চমৎকার, তবে ক্লান্ত—বুঝতে পারল জেফ। লম্বা হলদে চুল ঝুঁটি বেঁধে প্রায় চাঁদির ওপর তুলে রেখেছে। জেফের কাছে মেয়েটাকে একেবারে বাচ্চা বাচ্চা লাগল। স্যাটারডে নাইট বাথ-এর জন্যে যেন চুল বেঁধে তৈরি হয়েছে সে। কথাটা ভাবতে ভাবতে সহসা মেয়েটার সম্ভাষণের ভাষাটা মনে পড়ে গেল ওর, তবে বিরূপ কিছু না ভেবেই মনে মনে বলল, *'ওফ্, দু'বার হলো এই নিয়ে!'* মুখে বলল: 'একটা বিজ্ঞাপন ছাপাতে চাই আমি, *সিস*।'

'খবরদার, আমাকে *সিস* ডাকবে না!' বলল মেয়েটা, 'অপরিচিত লোকদের আমি সব সময় *বার* ডাকি! অপমান করার জন্যে নয়। বাবার কাছ থেকে পেয়েছি এ-স্বভাব!'

হতে পারে, ভাবল জেফ পার্কার, তারপর আন্তরিক কণ্ঠে বলল, 'আমি নাম না জানা মেয়েদের *সিস* ডাকি। মায়ের কাছে শেখা।'

ওর পাল্টা রসিকতায় চোখজোড়া বড় বড় হয়ে গেল মেয়েটার। হাত বাড়িয়ে গম্ভীর সুরে বলল, 'আমাকে দাও তোমার বিজ্ঞাপন। আগামী সংখ্যায় ছাপানোর ব্যবস্থা করব।'

'দেরি হয়ে যাবে তাহলে,' বলল জেফ, 'আজকের সংখ্যাতেই ছাপাতে হবে!'

'কেন?'

'কারণ আরও একটা সপ্তাহ বেকার ঘুরে বেড়ানোর মত টাকা নেই আমার পকেটে!'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা। 'বিজ্ঞাপনটা কিসের?'

'নিজের সম্পর্কে কয়েকটা কথা ছাপাতে চাইছি। আমি একজন টপহ্যাণ্ড, চাকরি খুঁজছি। স্যালুনের লোকটা বলল চাকরি খোঁজার একটা বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিলেই আমাকে আর দুনিয়া ঘুরে বেড়াতে হবে না, ওর কথা আমার মনে ধরেছে!'

ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড চুপ মেরে থাকল মেয়েটা, তারপর বলল, 'দেখে তো এত বোকা মনে হয় না! জন আসলে রসিকতা করেছে তোমার সঙ্গে!'

'জানি,' সায় দিল জেফ, 'তবু, কাজ হতেও পারে। বেগতিক দেখলে লোকে কত কিছুই তো চেষ্টা করে দেখে, ক্ষতি কি!'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'কিন্তু এখন তো অনেক দেরি করে ফেলেছ, আমাদের ম্যাটার রেডি হয়ে গেছে,' চূড়ান্ত ঘোষণার সুরে বলল সে। সকৌতূহলে ওকে জরিপ করল জেফ, আমুদে ভাব ফুটে উঠল চেহারায়।

'তুমিই ডি. জ্যাকসন?'

'না, আমি তার মেয়ে।'

'সে কোথায়?'

'ওদিকে। ব্যস্ত।'

BanglaBook.org

অফিস আর প্রেসের সীমানা নির্দেশকারী রেইলের গেটটা দেখতে পেল জেফ, পা বাড়াল সেদিকে। চেয়ার সরানোর কর্কশ শব্দ এল কানে, উঠে পড়েছে মেয়েটা, কণ্ঠে জরুরীত্ব ফুটিয়ে বাদ সাধল সে। 'ওদিকে যাবে না! নিষেধ আছে!'

কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাল জেফ পার্কার, হেসে বলল, 'চেষ্টা করে দেখতে চাই, ক্ষতি কি!' ঢুকে পড়ল ও গেটের ভেতর। পেছনে মেয়েটার দ্রুত পদশব্দ শুনতে পেল। চৌকো গড়ন, শক্ত সমর্থ এক লোকের পাশে এসে দাঁড়াল জেফ। লোকটার মাথার খাড়া খাড়া চুলের বেশির ভাগই পেকে শাদা হয়ে গেছে। তাকে ও জিজ্ঞেস করল, 'তুমিই ডি. জ্যাকসন?'

'হ্যাঁ, ড্যান জ্যাকসন, *বাব।* তা কি করতে পারি তোমার জন্যে?'

এই নিয়ে তিনবার হলো, ভাবল জেফ। চেহারা স্বাভাবিক রেখে জ্যাকসনের চৌকো চেহারা জরিপ করল ও। ভাল লাগল লোকটাকে। ঘরোয়া চেহারা, তবে বুদ্ধি আর জেদের ছাপ রয়েছে। তীক্ষ্ণ অথচ মায়াময় তার দু'চোখ। মেয়েটা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, টের পেয়ে জেফ আবার বলল, 'পত্রিকায় ছাপার জন্যে একটা বিজ্ঞাপন এনেছিলাম।'

তাড়াতাড়ি কথা বলে উঠল মেয়েটা, 'বাবা, ওকে আমি বলেছি দেরি হয়ে গেছে, শুনল না! তুমি বলে দাও এবার, তাহলে হয়তো বিদায় হবে!'

'আহ্, লোমা!' মেয়েকে শাসন করল পত্রিকা মালিক।

'আমি তোয়াক্কা করি না। ভবঘুরে এক পাঞ্চার এসে বলল আর অমনি আমরা আমাদের পুরো ফর্মস আন্‌লক করে ফেললাম, তা হতে পারে না! তাছাড়া আমার মনে হচ্ছে ও আসলে আলেক বেইলির চ্যালা!' পরিষ্কার বিদ্বেষ ফুটে উঠল মেয়েটার কণ্ঠে, ক্ষিপ্ত। বর্ধিষ্ণু কৌতূহলে মেয়েটার কথাগুলো শুনল জেফ পার্কার।

'আলেক কে?' জানতে চাইল ও।

'ওর সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে দেখেছি আমি,' বলল লোমা, 'তারপরই সোজা এখানে এসেছ তুমি!' তপ্ত কণ্ঠে অভিযোগ করল সে।

'ওকে চাকরির কথা জিজ্ঞেস করছিলাম আমি।'

'বিশ্বাস করি না!'

'লোমা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল এবার জ্যাকসন, 'একটু এসো তো আমার সঙ্গে!' মেয়ের বাহু ধরে দোকানের পেছনে নিয়ে গেল তাকে। ওখানে নিচু গলায় কি যেন আলোচনা করল দু'জন।

বিস্ময়ে মাথা নাড়ল জেফ পার্কার। চারপাশে নজর বোলাল। সবচেয়ে বড় প্রেসটা অচল পড়ে আছে, লক্ষ করল ও। জ্যাকসন যেখানে কাজ করছিল সেখানে একটা স্টোন-টপড্ টেবিলের ওপর প্রায় ভরে ওঠা একটা মেটাল ফর্ম দেখতে পেল। টাইপের লাইন আর ধূসর ধাতব টুকরোগুলো বসানো হয়েছে

BanglaBook.org

চমৎকারভাবে। আর দশজন সাধারণ মানুষের মত প্রেসের কাজকারবার সম্পর্কে জেফ পার্কারও অজ্ঞ, তবে সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে পারল বিজ্ঞাপন নেয়ার সময় নেই বলে আসলে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে ওকে লোমা। ওই ফর্মে আরও কয়েকটা লাইন অনায়াসে বসানো যাবে। ব্যাপারটা মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখে লোমার প্রত্যাখ্যানের কারণ বুঝতে চাইল ও। কেন মিথ্যা বলতে গেল মেয়েটা?

একটু পরেই শেষ হলো বাপ-বেটির আলোচনা। ফিরে এল ওরা। জেফ লক্ষ করল ওপরে ওপরে মোটামুটি শান্ত হলেও তলে তলে এখনও ক্ষুব্ধ লোমা।

'ঠিক আছে, কি ছাপাতে চাইছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল জ্যাকসন

জানাল জেফ পার্কার। ওর বক্তব্য শেষ হলে মাথা দুলিয়ে জ্যাকসন আবার বলল, 'ওর কাছে টাকা দিয়ে যাও।' তারপর টাইপ কেসের কাছে ফিরে গেল সে।

ডেস্কে ফিরে এল লোমা, জেফ তাকে অনুসরণ করল। মেয়েটা বসলে ও বলল, 'কত লাগবে।'

গম্ভীর চেহারায় ওর দিকে তাকাল লোমা, রাগে লাল হয়ে আছে তার চেহারা। 'কত আছে তোমার কাছে?'

'এক ডলারের একটু বেশি।'

'দু'ডলার লাগবে,' বলল লোমা।

সবেধন নীলমণি ডলারটা পকেট থেকে বের করে টেবিলের ওপর রাখল জেফ পার্কার। 'এতেই আপাতত বিজ্ঞাপনটা ছাপার ব্যবস্থা করো, বাকি টাকা পরে মিটিয়ে দেব।'

পরিষ্কার বিদ্বেষের সুরে লোমা বলে উঠল, 'সকাল দশটার আগেই মদ গেলা শুরু না করলে টাকাটা এখন তোমার পকেটেই থাকত, *বাব!*'

এক মুহূর্ত চুপ থাকল জেফ পার্কার, তারপর হাত দুটো টেবিলের ওপর রেখে ঝুঁকে পড়ল লোমার দিকে। 'তোমার বয়স কত হলো?' জানতে চাইল শান্ত কণ্ঠে।

'সতেরো।'

'আমার চেয়ে অনেক ছোট তুমি,' বিড়বিড় করল জেফ, 'তোর যদি আমাকে *বাব* বলে ডাকো ওই ঝুঁটি ধরে অ্যায়সা টান লাগাব যে আজীবন মনে থাকবে। চেষ্টা তো করব, ক্ষতি কি!'

বাইরে এসে আবার এলিটের দিকে এগোল জেফ। অনেকটা সন্তুষ্ট বোধ করছে। মুচকি হাসল ও—কিছুটা নিজেকে নিয়ে, শেষে মূলত লোমার কথা ভেবে। মেয়েটা আসলেই ভয়ঙ্কর। দেখতে কিন্তু বেশ কমনীয় চেহারা। তাকে এমন কি বলল জ্যাকসন যে খেপে একেবারে আগুন হয়ে গেল সে? জানতে ইচ্ছা হলো

BanglaBook.org

জেফের। অযথা রাগতে যাবে কেন?

একটা নতুন হুইস্কির কেস খুলে বোতল সাজিয়ে রাখছিল হারম্যান। ভেতরে ঢুকে বারের দিকে এগিয়ে গেল জেফ পার্কার। স্যালুন মালিকের হাতের কাজ শেষ হওয়ার আগে দু'জনের কেউ কোন কথা বলল না। পোকার খেলা চলছে একটা টেবিলে। সেদিকে তাকিয়ে রইল জেফ অন্যমনস্কভাবে। এক সময় তন্দ্রালু চেহারায় হাই তুলতে শুরু করল।

অবশেষে হারম্যান জিজ্ঞেস করল, 'কাজ হলো তোমার?'

চিন্তিত চেহারায় মাথা দুলিয়ে জেফ বলল, 'ওই মেয়েটা সবার সঙ্গেই এমন করে নাকি?'

'কে? লোমা?'

'প্রথমে তো বিজ্ঞাপন নিতেই রাজি হচ্ছিল না, পরে ওর বাবা অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করাল। তারপর আমার পকেটে যা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা চেয়ে বসল বিজ্ঞাপনের জন্যে। এমনভাবে ধমক দিল আমাকে যেন সারা সকাল মদ গিলে বেহেড মাতাল হয়ে গেছি আমি, সেই জন্যেই আমার এই হাল হয়েছে। বারবার *বাব* বলে ডাকছিল আমাকে।'

'অচেনা সবাইকেই ও *বাব* ডাকে।'

'আমাকে আর ডাকবে না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল জেফ, হাই তুলল আবার।

হাসল হারম্যান। ক্যাশ বক্সের দিকে এগিয়ে গেল। ফিরে এসে দশটা সিলভার ডলার কয়েন রাখল বারের ওপর, বলল, 'কাজ জোটার পর শোধ কোরো। আর ঘুমাতে চাইলে ওপরে কামরা আছে আমার এখানে।'

হাসল জেফ পার্কার। 'ঘুম, অ্যাঁ? চেষ্টা করে দেখি, ক্ষতি কি!' টাকাগুলো পকেটে রেখে ফের বলল, 'অনেক ধন্যবাদ,' বার থেকে সরে এল, থমকে দাঁড়াল পরক্ষণে। 'আচ্ছা, আলেক বেইলি কে?'

চট করে একবার পোকার টেবিলের দিকে তাকাল হারম্যান, লক্ষ করল জেফ, আবার ওর ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। আর কিছু বলল না হারম্যান।

'ঠিক আছে,' বলল জেফ, 'পরে দেখা হবে।'

চিনতে পেরেছে আলেক বেইলিকে।

বারের শেষ মাথায় সিঁড়ি, ধাপ বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল জেফ। আলেক বেইলির কথায় এমন চুপসে গেল কেন বারম্যান, ভাবল

রাস্তার দিক থেকে ভেসে আসা একটা গুলির শব্দে জেফের ঘুম টুটে গেল ঘরের ভেতর এখন রোদ নেই, তারমানে বিকেল হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, ভাবল ও। দ্রুত পায়ে জুতো গলাল ও। ওঅশ বাউলে খানিকটা পানি নিয়ে মুখ ধুলো। হাত দিয়ে গাল ঘষে ভাবল শেভ করা দরকার ছিল। নিচে নেমে এল ও। কেউ নেই স্যালুনে। বারের পেছনে হারম্যানকেও দেখা যাচ্ছে না। তবে টেবিল আর বারের

BanglaBook.org

ওপর বেশ কয়েকটা কাগজ পড়ে আছে, সদ্য প্রকাশিত। মুহূর্তে *উইকফোর্ড কাউন্টি ফ্রী প্রেসের* কাছে এক ডলার দেনা আছে ওর, মনে পড়ে গেল কথাটা। পত্রিকার একটা কপি কাছে টেনে নিল ও, বিজ্ঞাপনের পাতা ওল্টাল চট করে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সবগুলো বিজ্ঞাপনে চোখ বোলানোর পর বুঝতে পারল ওর কাঙ্ক্ষিত বিজ্ঞাপনটা ছাপা হয়নি। বাপ-বেটি জালিয়াতি করে ওর টাকা মেরে দিয়েছে, কথাটা ভেবে রেগে আগুন হয়ে গেল জেফ পার্কার। এক ছুটে এলিট থেকে বেরিয়ে সোজা পত্রিকা অফিসের দিকে পা বাড়াল ও। খেয়াল করে না তাকালেও দেখতে পেল পত্রিকা অফিসের উল্টোদিকে স্টোরের সামনে জটলা পাকাচ্ছে কয়েকজন লোক। হিচরেইলের তলা দিয়ে বেরিয়ে এসে রাস্তা পেরিয়ে পত্রিকা অফিস লাগোয়া বোর্ডওঅকে পা রাখল জেফ। এখানে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। পাঙ্কার। জেফকে বোর্ডওঅক ধরে এগোতে দেখে বলল, 'ওদিকে যেয়ো না!'

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল জেফ, 'বাধা দিয়েই দেখো।' আবার চলতে শুরু করল ও, পাঙ্কারকে বলতে শুনল, 'ঠিক আছে, মাথাটা খোয়াও ওখানে গিয়ে!'

অফিসের সামনে আসতেই পায়ের নিচে কাঁচের গুঁড়োর মচমচ শব্দ উঠল। হতচকিত হয়ে থমকে দাঁড়াল ও। চোখ নামিয়ে নিচে তাকাল, তারপর জানালার দিকে। জানালার কাঁচের একটা বিরাট অংশ উধাও, উইকফোর্ড শব্দের *ডব্লিউ* ছাড়া আর কিছু নেই এখন। সারা কাঁচ জুড়ে মাকড়সার জালের মত আঁকাবাঁকা অসংখ্য রেখার সৃষ্টি হয়েছে। বিস্ময়ে পলকের জন্যে *থ* হয়ে গেল ও, তারপর একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। রাস্তার উল্টোদিক থেকে কে যেন বলল, 'সরে যাও ওখান থেকে, সান!'

এই নিয়ে চারবার! হতাশার সঙ্গে ভাবল জেফ পার্কার। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকিয়ে আলেক বেইলিকে দেখতে পেল। কয়েকজন লোক ঘিরে রেখেছে তাকে। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে সবাই।

আবার সামনে পা বাড়াল জেফ, ঢুকে পড়ল পত্রিকা অফিসে, অন্ধকার কোন গুহায় ঢুকেছে বলে মনে হলো। ল্যাম্প নিভিয়ে ফেলা হয়েছে।

এবার লোমা জ্যাকসন আর ওর বাবার আবছা অবয়ব দেখতে পেল জেফ পার্কার। জব প্রেসের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সঙ্গে সঙ্গে যে কাজে আসা সেটার কথা মনে পড়ে গেল। সোজা গেট বরাবর এগিয়ে গেল ও, জোর গলায় কথা শুরু করতে গেল: 'তোমাদের কাছে একটা ডলার পাওনা—' চট করে থেমে গেল ও, থমকে দাঁড়াল আচমকা। জ্যাকসনের হাতে একটা শিক্সগুটার দেখা যাচ্ছে। শরীরের একপাশে ঝুলছে ওটা। অস্ত্রটার দিকে তাকাল জেফ পার্কার, তারপর মুখ তুলে জ্যাকসনের চেহারা দেখল। তিক্ত কিন্তু আমুদে চেহারায় ওকেই জরিপ করছে লোকটা, বুঝতে পারল। দ্রুত লোমার দিকে ফিরল জেফ। এমনভাবে ওর

BanglaBook.org

দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, যেন ওকে দেখতে পাচ্ছে না। অন্ধকারেও কেমন যেন ফ্যাকাসে লাগছে তার চেহারা। পিস্তলের দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল, 'ওটা কেন আবার?'

'সামান্য ঝামেলা হয়েছে, *বাব*,' মৃদু কণ্ঠে বলল জ্যাকসন। 'টাকা ফেরত চাইতে এসেছ তুমি?'

'হ্যাঁ,' আস্তে করে বলল জেফ।

হঠাৎ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে, চট করে ঘুরে ভাঙা জানালা পথে বাইরে তাকাল। দেখল আরও তিনজন লোকের সঙ্গে আলাপ করছে আলেক বেইলি। নিশ্চয়ই তার কাউহ্যাণ্ড। গুলির শব্দে ঘুম ভাঙার কারণটা বোঝা গেল এবার। *সামান্য ঝামেলা।*

আবার জ্যাকসনের দিকে তাকাল জেফ। লোমাকে লোকটা বলল, 'ওর টাকা ফিরিয়ে দাও।'

জেফকে পাশ কাটিয়ে ডেস্কের কাছে চলে এল লোমা। ড্রয়ারে রাখা ক্যাশবাক্স খুলল। এই অবসরে গম্ভীর চেহারায় ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল জেফ। ওকে ডলারটা ফিরিয়ে দিল লোমা। ওটা নিল জেফ। চোখাচোখি হলো দু'জনের। মেয়েটা কাঁদছিল, ভাবল জেফ, এরা বেশ বিপদের মধ্যে আছে।

'একথাই তখন বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম তোমাকে,' বলল লোমা, 'তোমার টাকা নিতে চাইনি আমরা, তুমিই জোর করে রেখে গেছ। তোমার সঙ্গে ইচ্ছা করেই দুর্ব্যবহার করেছি!'

'আসল ব্যাপারটা কি?' গম্ভীর চেহারায় জানতে চাইল জেফ।

'পত্রিকা পড়োনি?'

না-সূচক মাথা নাড়ল জেফ। বিরস কণ্ঠে লোমা জানাল, 'একেবারে প্রথম পাতাতেই আছে খবরটা। আর্টিলারি ক্রিকের ধারে বিরাট এলাকার সরকারী খাস জমি বিক্রি হবে। আলেক বেইলি পুরো জমি হাতাতে চাইছে, আর কেউ যাতে তার বিরুদ্ধে বিড করতে না পারে সেই চেষ্টা চালিয়ে আসছিল সে। লোকটা জানত জমি বিক্রির আগে বাবাকে পত্রিকায় একটা নোটিস ছাপাতে হবে। অনেক চেষ্টা করেছে সে বাবাকে রাজি করাতে নোটিসটা যাতে এমন সময় ছাপে যে আর কারও পক্ষে তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার সুযোগই না থাকে। এই উপকারের বিনিময়ে বাবাকে সে জমি বা টাকা দেয়ারও প্রস্তাব দেয়। দুটো জিনিসেরই দরকার ছিল বটে আমাদের, কিন্তু বাবা ওকে পরিষ্কার না করে দেয়।'

জ্যাকসনের দিকে তাকাল জেফ, রেইলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল প্রেস মালিক। এবার সে বলল, 'আমি জানতাম বেইলি তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে শহরে হাজির থাকবে আজ, পত্রিকা ছাপার কাজ শুরু হবার আগে পুলশীটেও নজর বোলাতে চাইবে। নোটিসটা ছাপা হচ্ছে না, নিশ্চিত হবার জন্যে আরকি! তাই

BanglaBook.org

লোমা আর ড্যাড হপার কাল সারা রাত আসল পত্রিকা বের করার জন্যে কাজ করেছে, বিক্রির নোটিস আর আমাকে দেয়া বেইলির প্রস্তাব সম্পর্কে একটা সম্পাদকীয়সহ তৈরি করা হয়েছে ওটা।

'কাগজ ছাপা শেষ করে আজ ভোরের দিকেই সব কপি সেডে নিয়ে লুকিয়ে রাখি আমরা,' ব্যাখ্যা করল লোমা।

লোমার দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল জ্যাকসন, হাসির ভঙ্গিতে বোঝা গেল কাজটা করায় মেয়ের ওপর সন্তুষ্ট সে। এবার জেফকে বলল, 'আজ সকালে তুমি ভুয়া ফর্মস দেখেছিলে। লোমা একারণেই তোমার টাকা নিতে চাইছিল না। কাগজ তো আগেই ছাপা হয়ে গেছে!' আবার হাসল সে, গর্বের হাসি। 'তুমি চলে যাবার পরপরই এসেছিল বেইলি। পুলশীট দেখতে চেয়েছে। ওটাই তাকে দেখিয়েছি আমরা। সারা সকাল আমাদের অফিসের সামনে এক লোককে পাহারায় রেখেছিল সে নজর রাখার জন্যে। পরে অবশ্য তাকে সরিয়ে নেয় সুযোগ বুঝে শেড থেকে আসল পত্রিকা বের করে উইলো ভ্যালি স্টেজে তুলে দিই আমরা, বেইলি দেখার আগেই সারা শহরে বিলি বন্টনের কাজটাও সারা হয়ে যায়।'

এক মুহূর্ত চুপ থাকল জেফ, একটু ভাবল, তারপর জানালার দিকে মাথা হেলিয়ে ইশারা করে জানতে চাইল, 'বেইলির কাজ?'

'না, আমার,' শান্ত কণ্ঠে জানাল জ্যাকসন। 'শহরবাসীরা ওকে তাড়িয়ে দেয়ার মত সাহস সঞ্চয় করা পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পারব বলে মনে করেছিলাম আমি!'

হাতের ডলারটার দিকে তাকাল জেফ, কিছুক্ষণ পর পকেটে ঢোকাল ওটা, তারপর লোমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বুঝতে পারল, মেয়েটা ওকে জরিপ করছে, বিস্মিত হলো। মৃদু হাসল লোমা, যেন ক্ষমা চাইছে।

'আমি কোন সাহায্য করতে পারি?' জানতে চাইল জেফ প্রেস মালিকের কাছে।

চিন্তিত চেহারায় ওর দিকে তাকাল জ্যাকসন, মাথা দুলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, লোমাকে যদি একটু বাড়ি পৌঁছে দাও তাহলে খুব খুশি হব আমি।'

'ওফ্, না!' বলে উঠল লোমা। ডেস্ক থেকে সরে গেল সে, দেয়ালে হেলান দিয়ে পালা করে ওদের দু'জনকে দেখতে লাগল। 'আমি যাচ্ছি না। আমি যতক্ষণ এখানে থাকব ততক্ষণ দূরে থাকবে বেইলি।'

'আগে হোক পরে হোক আসবেই সে,' গম্ভীর চেহারায় বলল জ্যাকসন, 'তোমার কোন ক্ষতি হোক চাই না আমি।'

'আসতে দাও ওকে,' গোঁয়ারের মত বলল লোমা, 'ওর ক্রুদের চেয়ে ঢের ভাল রেঞ্চ হাঁকাতে পারি আমি!'

BanglaBook.org

'প্লীজ, ওর সঙ্গে চলে যাও তুমি!'

মাথা নাড়ল লোমা। 'না, বাবা। শহরে সাহসী মানুষ নিশ্চয়ই আছে! ওরা ঠিক আসবে!'

'ঘন্টা!' সক্ষোভে বলল জ্যাকসন, আবার শপ-এ ফিরে গেল সে।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল জেফ আর লোমা। মেয়েটার দৃষ্টিতে আতঙ্কের ছাপ দেখতে পেল জেফ। আড়াল করার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু পারছে না, সেজন্যে অবশ্য মেয়েটাকে দোষ দেয়া যায় না। 'আমার সঙ্গে পিস্তল থাকলে বোধ হয় ওরা এখানে আসতে দিত না আমাকে, তাই না?' জানতে চাইল ও।

'আবার আসতে যেয়ো না,' বলল লোমা, 'এমনকি পেছন দরজা দিয়েও না। ওদিকেও লোক আছে!'

'আমার সঙ্গে যাচ্ছ না তাহলে, ঠিক?' জিজ্ঞেস করল জেফ।

'ঠিক।'

'বেশ,' শান্ত কণ্ঠে বলল জেফ। পত্রিকা অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তা বরাবর এগোল ও। ঘাড় ফিরিয়ে বেইলি আর তার সঙ্গীদের দিকে তাকাল। নীরবে ওকে জরিপ করছে লোকগুলো। এপাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো লোকটা সোজা হয়ে জানতে চাইল, 'মেয়েটা বেরোচ্ছে কখন?'

'সেটাই ভাবছে,' বলল জেফ।

গলা চড়িয়ে রাস্তার উল্টোদিকে অপেক্ষমাণ বেইলির উদ্দেশে লোকটা বলল, 'মেয়েটা ভাবছে!'

কোনাকুনিভাবে রাস্তা পেরিয়ে এলিটের দিকে এগোল জেফ পার্কার। *'এ কেমন শহর!'* ভাবছে, *'এমন জঘন্য একটা ব্যাপার ঘটছে বাধা দেয়ার গরজ বোধ করছে না কেউ!'* রাগ হলো তার। পর মুহূর্তে এলিটের সামনে অনিংয়ের নিচে দাঁড়ানো জন হারম্যানকে দেখতে পেল। সে-ও দেখছে তামাশা, বাকি সবার মত! জেফের পেছন থেকে কে যেন চিৎকার করে বলল, 'মেয়েটাকে বের করে দাও, জ্যাকসন!' লাফিয়ে সাইডওঅকে উঠে এল জেফ, হারম্যানের সামনে থামল।

'কি করার কথা ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল।

'তোমার মতই নিজের চরকায় তেল দেয়ার কথা!' গজগজ করে জবাব দিল হারম্যান। কিন্তু জেফের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না সে। চেহারায় গ্লানির ছাপ লোকটার। এবার মনস্থির করে ফেলল জেফ। হারম্যানকে ঠেলে ঢুকে পড়ল এলিটে। খাঁ খাঁ করছে স্যালুন। বারের পেছনে চলে এল ও, উবু হয়ে নজর চালাল ভেতর দিকে। বিয়ার ট্যাপের পাশেই পেয়ে গেল কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা। একটা কাটা শটগান। অস্ত্রটা চট করে হাতে তুলে নিল ও, ভাঁজ খুলে নিশ্চিত হলো লোডেড—দুটো ব্যারেলই। নিশ্চল দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপার আবার ভাবল জেফ,

BanglaBook.org

তারপর দ্রুত পায়ে পেছন দিকে এগিয়ে গেল, দরজা গলে বেরিয়ে এল বাইরে, একটা গলিপথে খুলেছে দরজাটা। বাম দিকে বাঁক নিয়ে সোজা এগোল জেফ। *দালানটা ইটের,* বলল মনে মনে, *ওটার পাশের দালানটা বাদামী রংয়ের, অন্তত ওটার সামনের দিকটার রঙ তাই।* অচিরেই দালানটা দেখতে পেল ও। ইটের তৈরি নিচু একটা স্টোর. পেছন দিকে টানা লোডিং প্ল্যাটফর্ম রয়েছে।

দালানটার দিকে এগিয়ে গেল জেফ পার্কার, দুটো দালানের মাঝখানের সংকীর্ণ প্যাসেজ বরাবর নজর চালাল ও। একটা এরিয়াওয়ে রয়েছে এখানে। এদিকটায় আগাছা, মদের খালি বোতল আর টিনক্যান স্তূপ হয়ে আছে। গলির ওমাথায় একজন লোকের কনুই আর পায়ের খানিকটা দেখতে পেল জেফ, বোর্ডওঅকে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। আবর্জনার ওপর দিয়ে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে সামনে বাড়ল জেফ। বোর্ডওঅকের দিকে এগোল।

এরিয়াওয়ের শেষ মাথায় এসে থামল জেফ পার্কার। সামনে তাকাতেই ডানদিকে ফুট দশেক দূরে আলেক বেইলিকে দেখতে পেল, পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার দু'পাশে আরও তিনজন, নিচু গলায় আলোচনা করছে তারা। নিজেকে একেবারে মেলে ধরেছে বেইলি, যেন সে নিশ্চিত তাকে গুলি করার সাহস পাবে না জ্যাকসন, যদি করেও লাগাতে পারবে না! শটগান কোমরের কাছে ধরে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল জেফ পার্কার, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলল, 'হাত থেকে এবার পিস্তলটা ফেলে দাও দেখি! নিজের ঘোড়ার পিঠে চেপে জলদি করে রাস্তা মাপো, নইলে হাওয়ায় মিশিয়ে দেয়া হবে! কোনটা চাও?'

আস্তে আস্তে ওর দিকে তাকাল চারজনই, মাথা ছাড়া শরীরের একটা পশমও নড়ল না কারও। বেইলির ওপর কড়া নজর রাখল জেফ। বুঝতে পারছে হিসাবী দৃষ্টিতে নিজের অবস্থা খতিয়ে দেখছে লোকটা। অবশেষে ঝুঁকি না নেয়ারই সিদ্ধান্ত নিল সে। হাসল জেফ। অপর তিনজন বেইলির দিকে তাকিয়ে আছে, ইঙ্গিত আশা করছে তারা।

'এবার,' আবার বলল জেফ, কিন্তু পরক্ষণে পেছনে একটা টিনক্যানের সঙ্গে বুটের সংঘর্ষের শব্দ কানে আসতেই থেমে গেল, এরিয়াওয়ের দিক থেকে এসেছে আওয়াজটা; পলকে লাফ দিয়ে গলিমুখ থেকে সরে গেল ও, পরমুহূর্তে হিংস্র শব্দে গর্জে উঠল একটা পিস্তল, দুই দালানের মাঝখানে প্রতিধ্বনি উঠল।

নিমেষে আধপাক ঘুরল আলেক বেইলি, একই সঙ্গে ক্ষিপ্র গতিতে তুলে ধরল পিস্তল। জেফের নজর ছিল তারই ওপর। তাড়াহুড়ো করল না ও, শটগানটা উঁচু করল না পর্যন্ত, কোমরের কাছ থেকেই টান দিল ট্রিগারে। উঁচু বোর্ডওঅক থেকে ছিটকে টাইরেইলের ওপর উল্টে পড়ল আলেক বেইলি, মচমচিয়ে উঠল কাঠ, বিশাল লোকটার ভার সইতে না পেরে ভেঙে গেল মড়মড় শব্দে। রাস্তার ধূলি স্পর্শ করল বেইলি, দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল।

BanglaBook.org

বাকি তিনজন এখন ছড়িয়ে পড়েছে, অন্ধের মত রাস্তার উল্টোদিকের বোর্ডওঅকে পৌঁছুতে চাইছে, প্রাণের দায়ে। এতক্ষণ যারা মুখ বুজে তামাশা দেখছিল বেইলির দিকে দৌড়ে আসতে শুরু করল এবার তারা। সবার সামনে জন হারম্যান। এরিয়াওয়ের দিকে শটগান বাড়িয়ে দিল জেফ পার্কার, না দেখেই ট্রিগার টানল। গুলির প্রচণ্ড শব্দ আর গলিপথের দিকে বাক শট তেড়ে যাবার শোঁ-শোঁ আওয়াজ এল কানে। এবার রাস্তার দিকে ফিরল ও। হারম্যান সহ সবাইকে পেছনে ফেলে ফিরে এল এলিটে।

স্যালুন এখনও খালি। শটগানটা বারের ওপর নামিয়ে রাখল জেফ পার্কার। একটা গ্লাসে পানি ঢালল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুমুক দিতে লাগল। ভাবছে: *একটু অন্যরকম লাগছে, অবশ্য এমন মারাত্মক কিছু হয়নি!*

পরে, হারম্যান যখন স্যালুনে ফিরে এল তখন পানি খাচ্ছে জেফ পার্কার। দীর্ঘ সময় ওর দিকে তাকিয়ে থাকল স্যালুন মালিক, গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে ঢক-ঢক করে খেলো, তারপর বলল, 'কোন লাভ হবে না, এজন্যে কেউ পুরস্কার দেবে না তোমাকে—যদিও দেয়া উচিত!'

কিছু বলল না জেফ, গ্লাসটা নামিয়ে রাখল।

'জ্যাকসন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে,' এবার জানাল হারম্যান।

'ঠিক আছে,' হারম্যানকে পাশ কাটিয়ে এগোল জেফ। ওকে ফুট দশেক সামনে বাড়ার সময় দিল স্যালুন মালিক, তারপর আবার বলল, 'একটু দাঁড়াও, কিড!'

থামল জেফ পার্কার, ঘুরে হারম্যানের দিকে তাকাল। লজ্জিত চেহারার স্যালুনকীপার বলল, 'পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার কথাটা আসলে ঠাট্টা করার জন্যে বলেছিলাম। তোমাকে জব্দ করার ভূত চেপেছিল মাথায়! এখন দেখা যাচ্ছে উল্টে নিজেই জব্দ হয়ে গেছি!'

অপেক্ষা করল জেফ।

আবার কথা বলল হারম্যান। 'বেইলির এপাশে একটা লোক দাঁড়িয়েছিল না, আমার কাউহ্যাণ্ড। সেই আমার গরু—মানে, দেখত আরকি। আজ সারা বিকেল জ্যাকসনের বিপক্ষে বেইলির হয়ে গুলি চালানোর জন্যে তৈরি হয়েছিল সে। ওর চাকরিটা নেবে তুমি? মাসে চল্লিশ ডলার, টপহ্যাণ্ড!'

'নিশ্চয়ই,' চট করে সায় জানাল জেফ।

বিরাট হাসল হারম্যান। 'তাহলে এ উপলক্ষ্যে একটা ড্রিংক নেয়া যাক?' আমন্ত্রণ জানাল।

'কাল,' বলল জেফ, 'দিনভর মদ গেলার দুর্নাম কুড়োতে চাই না আমি!'

বিভ্রান্ত দেখাল হারম্যানকে, তারপর হেসে উঠল। 'দুর্নাম? কে তোমার দুর্নাম করতে যাচ্ছে! কে জানছে—'

BanglaBook.org

হঠাৎ চুপ করে গেল সে, তারপর শান্ত কণ্ঠে আবার বলল, 'অ, বুঝেছি!'

দীর্ঘক্ষণ হারম্যানের হাসি দেখার অপেক্ষা করল জেফ। কিন্তু স্যালুন মালিক হাসছে না দেখে শেষে বেরিয়ে গেল ও। জেফ পার্কার বিদায় নেয়ার অনেকক্ষণ পরেও হাসল না জন হারম্যান।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অন্তরাল

ডিক হাওয়ার্ডের এ কাহিনী আমার দাদার মুখে শোনা। গল্পের খুঁটিনাটি সবই জানত দাদা, তার সঙ্গত কারণ আছে, যদিও তার জন্মের বহু আগে ড্রাগন স্প্রিংসে আগমন ঘটেছিল ডিকের।

একা পায়ে হেঁটে এসেছিল ডিক হাওয়ার্ড, ওর মাথায় হ্যাট আর গায়ে শার্ট ছিল, ব্রিচেস বা বুট বলে কিছুই ছিল না পরনে। চিরিকাহুয়া ইণ্ডিয়ানদের তীরের একটা ভাঙা ফলা গেঁথেছিল ওর বুকের মাংসে। ঝড়ের মৌসুম ছিল সেটা, কর্কশ হলেও সূর্যের আলোয় কোন তাপ ছিল না, আকাশের মেঘগুলো নেমে এসেছিল একেবারে মাথার কাছে, হাওয়ায় ছিল তুফানের আলামত। সৃষ্টির প্রথম দিনের মতই জনমানবহীন ছিল তখন ড্রাগন স্প্রিংসের সদর রাস্তাটা, আহত ডিক হাওয়ার্ড হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেকেনদিনো গার্সিয়ার দরজার ওপর। ডিকের সারা গায়ে কাদার আস্তরণ, বিনা শ্রমেই জোগান; গায়েব লম্বা ঝুলের শার্টটা ল্যাগব্যাগিয়ে ঝুলছিল, একেবারে গেছো ভূতের মতই লাগছিল বোধ হয় তাকে। ভক্‌ভক্ করে দুর্গন্ধ আসছিল তার গা থেকে।

ড্রাগন স্প্রিংসের লিভারি আস্তাবলটার মালিক ছিল সেকেনদিনো গার্সিয়া, যতক্ষণ দিনের আলো আছে ততক্ষণ ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করত না সে। সন্ধ্যার পরের ব্যাপার অবশ্য ভিন্ন। ডিক যখন হাজির হয় ভোরের মতই হিমশীতল গোধূলি তখন। ছোট্ট একটা দৈব ঘটনার জন্যে প্রার্থনায় ব্যস্ত ছিল বেঁটে মেক্সিকান: তার আস্তাবলের ব্যবসাটা যেন আরেকটু বেড়ে ওঠে। ঘোড়াবিহীন এক ভবঘুরের আবির্ভাবকে কিছুতেই তার প্রার্থনার জবাব হিসাবে আখ্যা দেয়া যাবে না। আগন্তুকের শার্টে বুকের কাছে রক্তের গাঢ় ছোপ দেখে বেশ কয়েকটা সম্ভাবনার কথা খেলে যায় তার মাথায়, তার একটা হলো: ডিকের কোন পূর্বপুরুষ মানুষের রূপ ধরে হাজির হয়েছে হয়তো! এক মুহূর্ত পরেই আহত আগন্তুক জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়তে গেল, তাকে ধরে ফেলল সে তাড়াতাড়ি।

শ্যাম লফটিসের ফার্স্ট অ্যাণ্ড লাস্ট চ্যান্স স্যালুনের দিকে মুখ করে হাঁক দিল এবার গার্সিয়া। হাঁটাচলার মত সুস্থ আছে এমন জনাতিনেক কাউম্যান বেরিয়ে এল স্যালুন থেকে, একজন শিপম্যানকেও আসতে দেখল সে। সবার শেষে বেরিয়ে আসা লোকটাকে ডক বিল ফরেস্টকে ডেকে আনার জন্যে পাঠিয়ে বাকি তিনজন আহত আগন্তুককে জর্জ লকলিনের এমারেল্ড হোটেলে আনতে সাহায্য করল গার্সিয়াকে। লকলিনের বিছানাতেই শুইয়ে দিল ওরা ডিককে, ছেঁড়া এক টুকরো

BanglaBook.org

কাপড়ে কোনমতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত বন্ধের ব্যবস্থা নিল। তারপর ডাক্তার আসার অপেক্ষা করতে করতে জোর করে এক গ্লাসের মত হুইস্কি গেলাল ওকে।

দাদার কাছে শুনেছি অনেকক্ষণ নাকি অপেক্ষা করতে হয়েছিল ওদের। ডক বিলি ফরেস্ট মানুষ হিসাবে খারাপ ছিল না, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় হুইস্কি গিলে নিজেই টাল হয়ে ছিল সে। ড্রাগন স্প্রিংস সেমিটারির পাশে ছিল ডাক্তারের শ্যাক, তাকে ওখান থেকে বের করে আনতে শিপম্যানকে নাকি মহা ধকল পোহাতে হয়েছিল। চমৎকার নিরিবিলি জায়গায় ছিল ডাক্তারের কেবিন, জন বারলিকর্নের বিরুদ্ধে একান্ত ব্যক্তিগত লড়াইতে ওখানে পুরো সময় পার করে দিত সে। ডাক্তার ডিকের কাছে পৌঁছার পর প্রচুর পরিমাণে কড়া কালো কফি খাওয়াতে হয়েছিল ডাক্তারের নজর স্থির করার জন্যে, আর হাত জোড়াকে বাগে আনতে গেলানো হয় আরও কয়েক দফা হুইস্কি। ডিক হাওয়ার্ডের বুকে গাঁথা তীরের ফলাটা বের করতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছিল তার।

সারাটা সময় নীরবে বিছানায় পড়ে ছিল ডিক হাওয়ার্ড, তার নীল চোখ নিবদ্ধ ছিল সিলিংয়ের দিকে। চুলের গোড়া থেকে নাকের ডগা পর্যন্ত সারা চেহারা ধুলোর মুখোশে ঢাকা ছিল তার, উপরের ঠোঁট আর চিবুক লুকিয়েছিল কোঁকড়ানো ঘন লাল দাড়ির নিচে, কেবল চোখজোড়াই দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার। ডিকের নীল চোখে আতঙ্কের কোন চিহ্ন দেখা যায়নি। ডক ফরেস্ট তীরের ফলাটা বের করার সময় পর্যন্ত এতটুকু কাঁপেনি তার দৃষ্টি, ক্ষতস্থান সেলাইয়ের যন্ত্রণাও মুখ বুজে হজম করেছে সে!

ডাক্তারের কাছে ইথার ছিল না, কারণ চিরিকাহুয়া অ্যাপাচিরা অ্যাম্বুশ করে তার রসদবাহী স্টেজটা পুড়িয়ে দিয়েছিল। ছুরি আর সুঁইয়ের উপর্যুপরি হামলার পুরো সময়টা ডিককে প্রচুর পরিমাণে হুইস্কি খাওয়ানো হয়, ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা দেয়ার জন্যে। পরদিন একেবারে নেতিয়ে পড়ল ডিক হাওয়ার্ড—শুধু শার্ট গায়ে চিরিকাহুয়া বাকদের ফাঁকি দিয়ে একটানা ষোলোঘণ্টা দৌড়ে তীরের আঘাত উপেক্ষা করে জনপদে পৌঁছতে হয়েছে তাকে, এমন এক ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে যে কিনা নিজের জন্যে তো বটেই রোগীদেরও হুইস্কি খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকে—অসুস্থ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনাবলী পরিষ্কার স্মরণ করতে পারবে না ডিক। কেবল একটা মেয়ের চেহারা আবছাভাবে মনে করতে পারছিল। ওর মুখ ধুইয়ে দিয়েছিল সে, চামচে কোরে স্যুপ খাইয়েছে। ঘোরের মধ্যে বারবার ছুটে বেরিয়ে যেতে চেয়েছে ডিক, সব ক'টা অ্যাপাচিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে খেপে উঠেছিল বারবার। মেয়েটা ওকে আটকে রেখেছে। ড্রাগন স্প্রিংসে পরের রাতে

BanglaBook.org

মোটামুটি সুনিদ্রা হলো ডিক হাওয়ার্ডের এবং পরদিন সকালে তরতাজা মন নিয়ে জেগে উঠল ঘুম থেকে। মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে এসেছে মাথা, তবু বিছানার পাশে মারিয়া লকলিনকে বসে থাকতে দেখে মুহূর্তের জন্যে স্বপ্ন দেখছে বলে ভ্রম হলো তার।

মারিয়া জর্জ লকলিনের ভাইঝি, আঠারো বছর বয়সের তরুণী; ডোনেগ্যানে ওদের বাস, বছর খানেক আগে ড্রাগন স্প্রিংসে.চাচার কাছে এসেছিল সে। ওর মত সুন্দরী মেয়ে এর আগে আর কখনও দেখেনি ডিক, পরেও আর দেখা হয়নি; কারণ মারিয়ার সঙ্গে পরিচয়ের পর ডিক হাওয়ার্ড সত্যিকার অর্থেই আর কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি।

মারিয়াকে দেখেই ঝট করে সোজা হয়ে বসল ডিক। নির্নিমেষ চেয়ে রইল গ্রীসিয় ভাস্কর্যের মত তীক্ষ্ণ ফিগার, কালচে ধূসর চোখ আর রাত তিনটেয় হ্যারিম্যানের রেলরোড টানেল যেমন কালো অন্ধকার থাকে তেমনি ঘন কালো চুলের দিকে! মেয়েটার চেহারা একেবারে নিখুঁত, অবশ্য নাকের অতি খাড়া ভাবটা যদি বাদ দেয়া যায়! পীচ, মাখন আর গোলাপ পাপড়ির রঙ মিশিয়ে তৈরি হয়েছে যেন ওর ত্বকের রঙ। মারিয়ার দিকে তাকানো মাত্র ডিকের অন্তর থেকে কেউ যেন বলে উঠল: *ব্রীচেস আর বুটের মত অনিচ্ছাসত্ত্বেও হৃদয়টাও হারিয়েছ তুমি, ডিক!*

'আরে, কি করছ!' বলে উঠল মারিয়া। জোর করে ওকে ফের শুইয়ে দিল বিছানায়। এমন সুরেলা কণ্ঠে কথা বলতে লাগল, ডিকের মনে হলো হাজার পাখি গান গাইছে বুঝি! ওর কানে মধু ঢালছে কেউ! 'এখনও উঠে বসার মত সুস্থ হওনি তুমি। শুয়ে থাকো চুপ করে। বিশ্রাম নাও। আমি তোমাকে স্যুপ খাইয়ে দিচ্ছি!'

'স্যুপ লাগবে না,' বলল ডিক, নিজের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে অবাক হলো নিজেই, আবার সন্তুষ্টও বোধ করল। 'স্যুপ বা বিশ্রাম নয়, আমি পিয়ানোর বাজনা শুনতে চাই—আমাদের বিয়ে উপলক্ষ্যে বাজবে। হ্যাঁ, আমাদের দু'জনের বিয়ে! দারুণ একটা অনুষ্ঠান হবে—গির্জায়—সব আনুষ্ঠানিকতা মানব আমরা। নতুন আর পুরনো জিনিসে সাজাব আমাদের সংসার। প্রয়োজনে আমি ধার করব। অবশ্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে আমাদের, টাকা পয়সা জমাতে হবে তো! আমার টাকার ব্যাগটা জিনসের পকেটে ছিল, ওটা খোয়া গেছে। তবে আপাতত একটা সম্ভাব্য দিন ঠিক করে রাখা যায়, আর কিছু না হোক।'

'সোজাসাপ্টা যারা কথা বলে তাদের আমি পছন্দ করি,' গম্ভীর চেহারায় বলল মারিয়া, 'কিন্তু অপেক্ষা করার কথা বলেই আবার তাড়াহুড়ো শুরু করলে তাকে পছন্দ করব কিভাবে! পুরনো জিনিসের কথা বলছ, কিন্তু তুমি যদি বুনো ইণ্ডিয়ানে ভরা জঙ্গলে ছুটোছুটি শুরু করো তাহলে বেশিদিন দুনিয়ায় থাকতে পারবে না

BanglaBook.org

নিজেই। আংকল জর্জ বলেছে স্রেফ বরাত জোরে নাকি মাথার চুল খোয়াওনি তুমি!' মৃদু হাসি ফুটে উঠল মেয়েটার ঠোঁটের কোণে, মিলিয়ে গেল পরক্ষণে, 'ব্রীচেস-এর সঙ্গে ওটাও যেতে পারত!'

'চুলের কথা যদি বলো,' বলল ডিক হাওয়ার্ড, 'তোমার চুলের মত সুন্দর চুল কোনদিন দেখিনি আমি।'

'আর তোমার চুল,' জবাব দিল মারিয়া, 'খুব সুন্দর না হলেও প্রচুর, এটা মানতেই হবে। জানোয়ারের দল তোমাকে ঘায়েল করতে পারলে তোমার চুল কেটে নিয়ে কমসেকম তিনটা ম্যাট্রেস বানাতে পারত! ইয়ে, বিব্রতকর একটা প্রশ্ন করি?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারো,' বলল ডিক হাওয়ার্ড, 'তোমার কথা শুনতে আমার ভাল লাগছে!'

'বেশ,' আবার হাসি ফুটল মারিয়ার ঠোঁটে, 'প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় এখানে কিভাবে এলে তুমি? গোসল বা কাপড় ধোয়ার সময় তোমার ওপর অ্যাপাচিরা চড়াও হয়েছিল এটা ভাবতে পারছি না, কারণ তোমার গা থেকে তখন এমন গন্ধ বেরোচ্ছিল, স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি গা-গোসলের তেমন একটা অভ্যাস তোমার নেই!'

মারিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল ডিক হাওয়ার্ড। 'একটানা তিন সপ্তাহ ঘোড়ার পিঠে ছিলাম আমি,' বলল ও, 'এটা তো জানা কথা ঘোড়া মানুষকে সুবাস বিলোয় না। তাছাড়া আমি যেখানে ছিলাম ওখানে খাওয়ার পানির খোঁজ পেতেই জান বেরিয়ে যেত—গোসল তো পরের কথা! ওঅর পার্টিটা একেবারে ভোর বেলা হামলে পড়েছিল আমার ওপর, জিনস পরব, সে সুযোগই পাইনি! তোমার বিব্রতকর প্রশ্নের জবাব তো পেলে, গার্ল! এবার তুমি বলো দেখি কবে আমাদের বিয়ে হতে যাচ্ছে? শুভস্য শীঘ্রম! মনের মত সংসার করব আমরা!'

উঠে দাঁড়াল মারিয়া, মসৃণ কমনীয় চেহারা লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। 'বলেছি তো তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে,' বলল সে, 'কিন্তু তোমার ভাবে মনে হচ্ছে সব সময়ই তাড়াহুড়ো করতে পছন্দ করো তুমি—বিপদে পড়ে যাও এক্ষুণেই!' ডিকের হাত থেকে স্যুপের বাউলটা নিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখল মারিয়া। 'সাবান দিয়ে ঘষে গা পরিষ্কার করে নাও, বাক! যে লোক এমন সব কথা ভাবতে পারে তাকে আর চামচে তুলে খাওয়ানো সাজে না!'

'আবার আসছ তো?' মারিয়া দরজার দিকে পা বাড়াতেই প্রায় চেঁচিয়ে জানতে চাইল ডিক।

'না!' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল মারিয়া লকলিন, 'অনেক কাজ পড়ে আছে আমার, তিনজন লোক দিলেও কুলিয়ে উঠতে পারব না। ডাইনিং রুমে টেবিল সাজাব, রান্নাঘরে বাবুর্চিকে সাহায্য করতে হবে। এখানকার চেয়ে নিচের কাজটা অনেক

BanglaBook.org

জরুরী। আমার পক্ষে তো আর একসঙ্গে দু'জায়গায় থাকা সম্ভব নয়!'

কিন্তু ডিকের চেহারা এত বিষণ্ন হয়ে গেল যে দরজার কাছ থেকে ওর দিকে চেয়ে মৃদু হাসতে বাধ্য হলো মারিয়া। আবার যখন কথা বলল সে, কোমল শোনাল কণ্ঠস্বর, 'আগে সেরে ওঠো তুমি, ম্যান! শক্তি ফিরে পাও। তারপরেও যদি আজগুবী ভাবনাটা তোমার মাথায় রয়ে যায়, তখন বিয়ে প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাবে; যদিও এই আইনবিহীন বুনো দেশে, যেখানে মেয়েদের কনে সাজার আগেই বিধবা হবার আশঙ্কা অনেক বেশি সেখানে আইবুড়ো থেকে যাব বলেই ভাবছিলাম আমি!'

'তুমি,' বলল ডিক হাওয়ার্ড, 'মনের দিক থেকে আসলে পুরোপুরি আইরিশ, কথার কোন মাথামুণ্ড নেই! তবে যাই বলো, তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। অচিরেই অ্যারিজোনার সবচেয়ে সুস্থ মানুষ হয়ে উঠব!'

বিশ্বনিন্দুক ডক বিলি ফরেস্ট প্রেম বা অলৌকিক ঘটনায় তিলমাত্র বিশ্বাস করে না, তাই ডিকের দ্রুত সেরে ওঠার পেছনে নিজের পেশাগত দক্ষতারই অবদান রয়েছে বলে ধরে নিল সে; কিন্তু মারিয়া লকলিন ঠিকই বুঝল ওর আহত পাণিপ্রার্থী কেন সাধারণ লোকের তুলনায় এত তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়তে সক্ষম হয়েছে।

ডিক যেদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল সেদিনই বীফ স্টেকে নাশতা সারল, জর্জ লকলিনের টিন-টাবে গরম পানি ভরে গোসল করল সে নিজের হাতে দাড়ি কামাল। তারপর ডক ফরেস্টের কাছ থেকে কাপড় ধার করে গায়ে চাপাল। সাবলীল পদক্ষেপেই চলাফেরা করতে লাগল ও। নিচতলায় হোটেলের লবিতে নেমে এল সে সিঁড়ি বেয়ে।

চাচার সঙ্গে নিচে ছিল মারিয়া। দু'জনেই লক্ষ করল ডিক আসলে সুদর্শন এক তরুণ, চোয়ালের গঠন চৌকো, চেহারায় প্রফুল্ল একটা ভাব। খুব লম্বা বা খাটো বলা যাবে না তাকে। কঠিন দেহাবয়ব; কাঁধজোড়া ভারি, কিন্তু কোমর একেবারে সরু; উরুজোড়া রাইডারদের মতই সুগঠিত। ওকে দেখে ভাল লাগল মারিয়ার। অবশ্য ডিক চাকওয়ালার চেয়ে বদখত হলেও ওকে তার ভাল লাগত, কারণ জর্জ লকলিনের ভাইঝিটি আগেই ডিকের নীল চোখে তার মন হারিয়েছে।

একটা কাজ না মেলা পর্যন্ত ডিককে টাকা ধার দেয়ার প্রস্তাব দিল জর্জ লকলিন। তারপর নাম লেখানোর জন্যে ওর সামনে রেজিস্টার মেলল হোটেল কীপার। লজ্জিত চেহারায় নাম লিখল ডিক, তবে আসল নাম নয়। গোটা গোটা অক্ষরে *ডব্লিউ. এইচ. বনি* নামটা লিখে দিল ও রেজিস্টারে। সেদিকে খানিক তাকিয়ে থাকল লকলিন গম্ভীর চেহারায়, তারপর আপাদমস্তক জরিপ করল ডিককে। বিশাল আইরিশ যখন কথা বলল, নিরাসক্ত গম্ভীর শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

BanglaBook.org

'ড্রাগন স্প্রিংসে স্বাগত জানাচ্ছি তোমাকে, মিস্টার বনি!' বলল সে, 'তবে চাকরির ব্যাপারে এটুকু বলতে পারি—এই মুহূর্তে কাজ পাওয়া একটু কঠিনই হবে। র‍্যাঞ্চিংয়ে ভাটা পড়ছে ইদানীং—অ্যাপাচিদের যন্ত্রণায় সবাই অস্থির। বেশির ভাগ মাইনই বন্ধ এখন। তবে টাউন মার্শালের চাকরিটা খালি আছে আপাতত, পিস-অফিসার হতে চাইলে কাজটা নিতে পারো।'

'তেমন কোন ইচ্ছা নেই আমার, থ্যাংক ইউ, স্যার,' কোমল কণ্ঠে জবাব দিল ডিক, 'জীবিতদের কাতারে থাকাই আমার পছন্দ!'

লম্বা করে দম ফেলল লকলিন, ঝুঁকে পড়ে রেজিস্টারের দিকে তাকাল আবার। ডিকের লেখা নামটার ওপর তর্জনী রাখল। 'যার হাতের লেখা এত সুন্দর সে অবশ্যই শিক্ষিত মানুষ,' বলল জর্জ, 'এ মুহূর্তে আমাদের স্কুলের কোন মাস্টার নেই; তো থাকা-খাওয়ার খরচটা বোধ হয় বাচ্চাদের পড়িয়েই জোগাড় করতে পারবে তুমি!'

'আংকল জর্জ, মিস্টার বনিকে কথাটা আগেই বলে রাখলে ভাল করবে,' বলল মারিয়া, 'আমাদের আগের মাস্টার সাহেব কিন্তু ওদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে শেষে কড়িকাঠে গলায় দড়ি দিয়েছিল!'

'চুপ থাকো তো, মেয়ে!' গর্জে উঠল জর্জ লকলিন, 'যাদের ব্যক্তিত্ব আছে তাদের জন্যে বাচ্চা সামলানো কোন ব্যাপার না। স্কুলে শৃঙ্খলা বজায় রাখা মিস্টার বনির জন্যে পানির মত সহজ, এই বলে রাখছি আমি!'

ডিক বলতে যাচ্ছিল আবার চিরিকাহুয়াদের সঙ্গে যুদ্ধে নামতেই বরং পছন্দ করবে ও, কিন্তু আগেই ওর বাহু ধরে কথা বলে উঠল মারিয়া, শ্বাশত নারীর অতুলনীয় ছন্দোময় সুরেলা কণ্ঠস্বর কানে বাজল ওর।

'বাচ্চারা একটু বাড়াবাড়ি করলেও,' বলল সে, 'এই বিরান বুনো এলাকায় জ্ঞানের আলো ছড়ানোর মত মহৎ কাজ আর কিছু হতে পারে না!' আড়চোখে ওর দিকে তাকাল মারিয়া, তারপর দীর্ঘ পাপড়ির নিচে হারিয়ে গেল ওর চোখজোড়া। 'এটা তো মানবে যে শিক্ষার সুযোগ নেই, এমন একটা জায়গায় ছেলেমেয়ে নিয়ে কোন ভদ্র পরিবার আসতে রাজি হবে না!'

'আমি,' বলল ডিক হাওয়ার্ড, 'স্কুল মাস্টারের চাকরিটাই নেব, যদিও বলা যায় না আমার চেয়ে জ্ঞানী ছাত্রও হয়তো আছে এখানে! সেক্ষেত্রে ওদের কাছ থেকে *কিংস ইংলিশ* শিখতে পারব!'

'এখানে *কিংস ইংলিশের* কথা উচ্চারণও করো না,' বলল জর্জ লকলিন, 'আর স্কুলের লক্ষ্মীছাড়া ছেলেদের মগজের বহর আমার জানা, তোমার ওপর টেক্কা দিতে পারবে না কেউ! তুমি কাজটা নিতে রাজি হয়েছ, এটাই খুশির কথা! ইয়ে খুব তেষ্টা পেয়েছে আমার, মনে হচ্ছে প্রথম দফা ড্রিংকের সময় হয়ে গেছে। চলো, এবার স্যালুনে গিয়ে কাজটা সেরে আসি!'

BanglaBook.org

মারিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাশের ফার্স্ট অ্যাণ্ড লাস্ট চ্যান্স স্যালুনে চলে এল ওরা। স্যাম লফটিস নিজেই বারটেণ্ডারের দায়িত্ব পালন করছিল। ছোটখাট অগোছাল স্বভাবের মানুষ স্যাম, তার সামনের দিকের কোঁকড়ানো চুলের প্রতিবিম্ব পড়েছে বারের চকচকে মেহগনিতে আর পেছনের টাকের ছায়া দেখা যাচ্ছে গিল্ট ফ্রেমড আয়নায়। এমনিতেই বিষণ্ন থাকে লোকটা, জর্জ আর ডিককে ঢুকতে দেখে আরও গম্ভীর হয়ে গেল সে, জর্জকে অপছন্দ করে যে খদ্দের হিসাবে ওরা খারাপ, সেজন্যে নয়; আসলে চ্যান্স ফ্যারো নামে এক লোকের কারণেই উদ্বিগ্ন বোধ করছে সে। বারে একাকী ড্রিংক করছিল লোকটা।

ফ্যারো দীর্ঘদেহী দাড়িঅলা এক ঠগ, তার শরীরের উর্ধ্বাংশ একেবারে পিপের মত গোল, গরিলার মত দু'হাত, আর কাঁধটা ষাঁড়ের মত। গৃহযুদ্ধের সময় সীমান্ত অঞ্চলে মাস্তানি করে বেড়াত লোকটা। সবার সন্দেহ ইদানীং শহরের উপকণ্ঠে তার নিজস্ব শ্যাকটাকে মেক্সিকো থেকে আগত হানাদার আউট-লদের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে দিচ্ছে সে।

লফটিসের স্যালুনে হ্যাঙওভার কাটানোর চেষ্টা করছিল ফ্যারো, গতকাল প্রায় দুই কনেস্তোগা ওয়্যাগন ভরা যাবে—এত মদ গলায় ঢেলেছে সে; কুঁতকুতে চোখজোড়া লাল হয়ে আছে তার। বিশালদেহী লোকটার কোমরে নিচু করে বাঁধা হোলস্টারে পয়েন্ট ফোর-ফোর ঝুলছে।

স্যাম লফটিসের উদ্বিগ্ন হবার কারণ আছে; সে জানে মারিয়ার ওপর কু-নজর পড়েছে ফ্যারোর এবং জর্জের ভাইঝিটি আহত আগন্তুকের সেবাযত্ন করছে জানতে পেরে ওদের ওপর রেগে আগুন হয়ে আছে আউট-ল। বিপদের আশঙ্কা করছিল স্যালুন মালিক, পরিস্থিতি এখন দ্রুত সেদিকেই মোড় নিচ্ছে! ডিকের দিকে কড়া চোখে তাকাল চ্যান্স ফ্যারো। গরিলার মত গর্জাল, দাড়িভর্তি গালের একপাশে ঝোলানো সিগারটা চালান দিল আরেক পাশে এবং পরক্ষণে কি যেন উড়ে এসে *ছপাৎ* করে পড়ল ডিকের ঠিক বুটের ডগার কাছে। প্রায় আট ফুট দূর থেকে পিক ফেলেছে ফ্যারো। মেঝেয়ে পিক পড়ার শব্দটা বিকট শোনাল নীরব স্যালুনে।

ফ্যারোই প্রথম নীরবতা ভাঙল, পাহাড়চূড়ায় বজ্রপাতের মত প্রচণ্ড শোনাল তার কণ্ঠস্বর। 'কে এসেছে, দেখো!' গর্জে উঠল সে। 'ওই খালি-পা-হিরো নিশ্চয়ই! একটা ইনজুনের সঙ্গে লড়াই করার মুরোদ নেই, পালিয়ে এসেছে এখানে। এমন বিরাট কিছু নও তুমি, খালি একটা শার্ট গায়ে তীর ধনুকঅলা বাকদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছ!'

বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে সরাসরি ফ্যারোর দিকে তাকাল জর্জ লকলিন, গলা খাদে নামিয়ে ডিকের উদ্দেশে বলল, 'ওর দিকে নজর দিয়ো না। ওটা আসলে

BanglaBook.org

একটা দু'পেয়ে পোলক্যাট। সারাক্ষণ বদ চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে ব্যাটার মাথায়। আমার ভাইঝির দিকে এমনভাবে তাকায় যে বলার না! একরাতে তো আমাদের কিচেনে ঢুকে পড়েছিল সে, শেষে মারিয়া একটা কপার-পট দিয়ে বাড়ি মেরে তার চোখ বন্ধ করে ঠেকিয়েছিল তাকে!'

ফ্যারোর গলা দিয়ে ঘরঘর একটা আওয়াজ বের হলো। পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে। কেবল শার্ট পরে আছে জর্জ লকলিন, নিরস্ত্র সে। রোমশ হাতে ধীরে ক্রস বডি ড্র করার প্রয়াস পেল ফ্যারো, যেন নিরস্ত্র লোকের দিকে অস্ত্র তাক করতে মজা পাচ্ছে দানবটা। কিন্তু তার পয়েন্ট ফোর-ফোর খাপমুক্ত হবার আগেই এগিয়ে গেল ডিক হাওয়ার্ড, সরাসরি বিশাল গুণ্ডাটার দিকে তাকাল।

'আমার ঝগড়ায় অন্য কাউকে জড়াই না আমি,' শান্ত কণ্ঠে বলল ডিক, 'তুমি আমাকে অপমান করতে চেয়েছ, তো অস্ত্র তাক করতে হলে আমার দিকেই করো।' ডিকের চেহারা দেহের ক্ষতের জন্যে কিঞ্চিৎ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, সক্রোধে কথা বলায় আরও শাদা হয়ে গেল। 'তোমাকে খেপানোর মত কিছু করিনি আমি, অন্তত আমার জানামতে; তোমার মুখেই শুনতে চাই ব্যাপারটা। তোমার নাম পর্যন্ত জানি না! তবে আমার নাম বনি।'

ডিকের একথা কানে যাওয়ামাত্র ফ্যারোর চোয়াল পুরোপুরি ঝুলে পড়ল, যদিও এটা ওর আসল নাম নয়। বিশাল লোকটা নিমেষে কুঁকড়ে যেন এতটুকু হয়ে গেল। পয়েন্ট ফোর-ফোর এর বাঁট থেকে হাতটা সরিয়ে নিল স্যাঁৎ করে, যেন ওটা আগুনের মত তেতে গেছে হঠাৎ! আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এক কদম পিছিয়ে গেল সে, রক্তলাল চোখে নগ্ন আতঙ্ক নিয়ে তাকাল ডিকের দিকে।

'কি নাম বললে—*বনি*?' প্রায় ফিসফিস করে জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ, *বনি* বলছি,' জবাব দিল ডিক, 'তাতে কোন আপত্তি আছে তোমার?'

ফ্যারোর হাত থেকে হুইস্কির গ্লাস খসে পড়ল প্রায়। বারের ওপর দিয়ে ওটাকে ঠেলে দিল বিশালদেহী ঠগ, আরেকটু সরে গেল সে। 'আসলে বোধ হয় খামোকাই উল্টোপাল্টা আচরণ করে বসেছি আমি!' বিড়বিড় করে বলল এবার ফ্যারো, 'বুঝতেই পারছ আমি ক্লান্ত। ভেবেচিন্তে পিক ফেলিনি তোমার দিকে। আমার কোন দোষ নিয়ো না, *মিস্টার বনি*! তোমার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই!'

ফ্যারোকে হঠাৎ ঘুরে স্যালুনের সদর দরজা গলে উধাও হতে দেখে হাঁ হয়ে গেল স্যাম লফটিসের চেহারা। 'আরে, ব্যাপার কি!' বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল সে, 'অবশেষে খ্যাপা ষাঁড়টাকে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করার মত লোক পাওয়া গেল! তুমি যেই হও না কেন, মিস্টার বনি, এখানে তোমাকে একটা চাকরি দেয়া উচিত আমার—অন্তত আয়নাটার দাম যতদিন না মেটাতে পারছি ততদিনের জন্যে হলেও!'

BanglaBook.org

রুমালে মুখ মুছে কৃশ হেসে ডিকের দিকে তাকাল জর্জ লকলিন। 'ভাগ্যিস ফরেস্টের কাপড় ছিল তোমার পরনে,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল সে, 'নইলে ব্যাটা ঠিক বুঝে ফেলত তোমার কাছে কোন অস্ত্র নেই। মনে হচ্ছে দু'জনই আজ ভাগ্যের ওপর একটু বেশি চাপ দিয়ে ফেলেছি আমরা, ল্যাড! এবার এসো, ড্রিংকটা সেরে ফেলি—বিপদের কথা মুছে যাক মন থেকে!'

ফ্যারো আর ডিকের মোলাকাতের কথা শুনে কলজে শুকিয়ে গেল মারিয়ার। ওকে সাবধানে থাকার অনুরোধ জানাল মারিয়া, বদমাশটা নইলে পেছন থেকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে. কিন্তু ডিক বলল ড্রাইগাল্‌শ করে ফ্যারো ওকে হত্যা করবে, একথা ও বিশ্বাস করে না। জর্জ লকলিন ওয়াদা করল গানস্লিংগার যদি তেমন কিছু করে তাহলে সে প্রতিশোধ নেবে।

সে রাতে সন্তুষ্ট চিত্তে ঘুমোতে গেল ডিক। মারিয়া ওর কথা ভেবে উদ্বিগ্ন, কথাটা জানতে পেরে উষ্ণ হয়ে উঠেছে ওর মন। পরদিন সকালে যখন স্কুলের দরজা খুলল সে, তখনও বেশ খুশি, মানে প্রায় একই আকারের কয়েকজনসহ পঁয়ত্রিশটা ইবলিশের সামনে পড়লে যতটা খুশি থাকা সম্ভব আরকি!

ছাদের খানিকটা অংশ উধাও, এমনি এক কামরার একটা অ্যাডোবে বিল্ডিংয়ে ক্লাস নিল ডিক। আগের আত্মহত্যাকারী মাস্টার মশাই গলায় দড়ি দেয়ার আগে বইপত্রে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, স্কুলে শৃঙ্খলারও অভাব লক্ষ্য করল ডিক। দুটো ঘাটতি পূরণের ত্বরিত ব্যবস্থা নিল সে। ব্ল্যাকস্মিথ জর্জ টারনারের কাছ থেকে বাইবেল চেয়ে আনল, *গাসপেল* অংশটাকেই পাঠ্য হিসাবে বেছে নিল; ঘোষণা করল· হাজার হাজার সন্ন্যাসীর জন্যে মঙ্গল বয়ে এনেছে এটা, সুতরাং ড্রাগন স্প্রিংসের খুদে পাপীদের জন্যেও মঙ্গলজনক হতে বাধ্য।

মাস্টারি শুরু করার দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিন, তখনও সম্পূর্ণ সেরে ওঠেনি ডিক, টনিভার নামের দুই যমজ ভাইকে আচ্ছাসে ধোলাই দিল। দু'জনই সতেরো বছরের তাগড়া যুবক, ক্লাসে সব ঝামেলার মূলে ছিল তারাই। ডিক বুঝতে পারল শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারলেও ঠিকমত পড়াতে পারছে না ও, তবু আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেল ও, সমস্যার কথা ক্লাসের বাইরে কাউকে জানতে দিল না। ফলে সন্ধ্যাগুলো বেশ নিরিবিলি মারিয়া লকলিনের সান্নিধ্যে কাটাতে পারল, তাকে সাহায্য করারও অবকাশ মিলল ওর।

আক্ষরিক অর্থেই মারিয়া লকলিনকে সাহায্য করল ডিক হাওয়ার্ড, থালাবাসন ধোয়া-মোছার কাজে। অন্যান্য কাজ ছাড়াও হোটেলের সন্ধ্যার খাবার পালা শেষ হবার পর ডাইনিংরুম পরিষ্কার করে এঁটো থালাবাসন কিচেনে এনে ধোয়ামোছার কাজও মারিয়াকে করতে হয়। সে যখন বলল সত্যিকার ভদ্রলোক চুপ করে বসে মেয়েদের কাজ করা দেখে না, কাজটা মেয়েদের হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত,

BanglaBook.org

তখন চট করে একটা তোয়ালে হাতে এগিয়ে গেল ডিক। কিচেনে পার্টটাইম চাকরি নিয়েছে বলে ওকে অনেক ব্যঙ্গ করল জর্জ লকলিন। কিন্তু পরোয়া করল না ডিক, অব্যাহত রাখল কাজটা, নিজের পক্ষে সাফাই গাইল পর্যন্ত। ক্রিসমাস ঈভ-এ ডিকের বিয়ের প্রস্তাবে সায় দিল মারিয়া লকলিন। তখনই প্রথমবারের মত ডিক জানাল ওদের কাছে নিজের আসল পরিচয় চেপে গেছে ও। ব্যাপারটা সে খোলাসা করার আগেই মারিয়া বলল ওর নাম জেরেনিমো কি মগনাস কলোরাডো যাই হোক কিছু এসে যায় না। পরমুহূর্তে ডিকের আলিঙ্গনে ধরা দিল সে, নাম-পরিচয় গুরুত্ব হারিয়ে ফেলল।

স্থায়ী একটা কাজ জুটলেই তরুণ প্রেমিক যুগল বিয়ে সেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। খরচ মেটানোর জন্যে টাকা জমাতে হবে। একদিকে ভাইঝিকে হারানোর শঙ্কা অন্যদিকে ড্রাগন-স্প্রিংসে যে-কোন মূল্যে স্কুলটা চালু রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ জর্জ লকলিন প্রথমটায় দোটানায় ভুগল, শেষে অবশ্য স্থির করল ডিক—মহৎ একটা পেশার অস্থায়ী সদস্য হলেও—ভাইঝির বর হিসাবে উৎরে যাবে। ডিকের মাস্টারির একমাস যেদিন পূর্ণ হলো, ওর জন্যে চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করল জর্জ লকলিন, অভিভাবকদের কড়া গলায় আগেই জানিয়ে দিল যদি ওর তরুণ বন্ধুকে তার সেবার বিনিময়ে ঠিকমত সম্মানী দেয়া না হয় তাহলে সে নিজে টাউনমার্শালের শূন্য পদে যোগ দেবে এবং ছেলেপেলেরা যাতে চব্বিশ ঘণ্টা যার যার বাড়িতে আটক থাকে ব্যক্তিগতভাবে তা নিশ্চিত করবে। এতে কাজ হলো চাঁদার টাকা জড়ো করে ডিকের হাতে তুলে দেয়ার পর সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল কোন ব্যাঙ্কের টপহ্যাণ্ডের মাসিক বেতনের চেয়েও বেশি টাকা পড়েছে ওর হাতে। মনে মনে হিসাব কষে বুঝতে পারল আসছে মে মাসের গোড়াতেই বিয়ের খরচ মেটানোর জন্যে প্রয়োজনীয় টাকা জমানো যাবে!

শীতকালটাকে অস্বাভাবিক দীর্ঘ মনে হতে লাগল ডিক আর মারিয়ার কাছে, দু'জনেই ঘর বাঁধার জন্যে উদগ্রীব। কিন্তু জর্জ লকলিনের কাছে উল্টো হয়ে দাঁড়াল ব্যাপারটা, ঝড়ের মত পালিয়ে যেতে লাগল সময়—যেন ডানাঅলা কোন পাখি! ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে ফেডারেল ক্যাভালরির একটা কলাম ড্রাগন স্প্রিংস হয়ে এগিয়ে গেল সামনে, দু'সপ্তাহ পর ফিরে আসতে দেখা গেল ক্লান্ত ট্রুপারদের, বিদ্রোহ দমন করেছে ওরা; পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে বিদ্রোহী চিরিকাহুয়াদের একটা দলকে, প্রাণ হারিয়েছে তাদের সর্দার সর্দারের লাশ তার ঘোড়ার পিঠে ফেলে বিদায় নিল সৈন্যরা এরপর টেলি আর টেলিগ্রাফিক কমিউনিকেশন সিস্টেম পুনস্থাপনের ব্যবস্থা হলো পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসার এসব লক্ষণ দেখে খুশি হয়ে উঠল জর্জ লকলিন। স্কুলঘর মেরামত কাজে ওকে সাহায্য করতে শহরবাসীদের বাধ্য করল সে। শীত শেষ হবার আগেই কাজটা

শেষ হলো। বসন্তের প্রথম দিনে শহরে হাজির হলো ছোটখাট গড়নের এক আগন্তুক।

ওল্ডটাইমারদের কাছে নাকি দাদা শুনেছে, আগন্তুক যখন পুবদিক থেকে আসছিল তখন রক্তের মত লাল রঙ নিয়ে পাটে বসার জোগাড় করছিল সূর্য। ড্রাগন-স্প্রিংসের প্রায় প্রত্যেকটা লোক বেরিয়ে এসেছিল সেদিন, অদ্ভুত ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করার জন্যে। এমারেল্ড হোটেলের সামনে জর্জ লকলিনের সঙ্গে ডিক হাওয়ার্ডও দাঁড়িয়েছিল, শুকনো বালির ওপর ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল সে, আগুন-রাঙা আকাশ থেকে নজর নামিয়ে খর্বকায় তরুণকে শুকনো প্যাকাটি একটা পনির পিঠে এগিয়ে আসতে দেখল। দীর্ঘযাত্রায় জানোয়ারটা ক্লান্ত, মন্থর পায়ে এগোচ্ছে। তরুণের চোখজোড়ার দিকে না তাকালে বোধ হয় দ্বিতীয়বার তাকে দেখার প্রয়োজন মনে করত না ডিক।

ফ্যাকাসে শীতল চোখজোড়া শীতের মেঘের মত ধূসর। পাতলা বরফে যেভাবে রোদ প্রতিফলিত হয় তেমনি আলো ঠিকরে যাচ্ছে তার চোখেও। সুগঠিত চেহারার গভীরে বসানো চোখজোড়া, কঠিন চোয়াল, মুখটাও কঠিন; কিন্তু গালের ত্বক দেখে একেবারে বাচ্চা ছেলে বলে মনে হয় তাকে। ছেলেটার মাথার ঘন সোনালি চুল অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে, রেশমের মত কোমল, কোন মাতালের দাড়ি যেন; অগোছাল চুলের ডগা ফ্ল্যাট ক্রাউণ্ড হ্যাটের কিনারার তল দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। ঝাড়ুর কাঠির মত হাতের সঙ্গে বাতাসের ঝাপটায় বাড়ি খাচ্ছে ছেঁড়াফাড়া জ্যাকেটের হাতা। ছেলেটার কাছে কোন অস্ত্র নেই, লক্ষ্য করল ডিক।

আগন্তুক স্যয়েব্যাকড হ্যামারহেডেড পনি হাঁকাচ্ছে। ফার্স্ট অ্যাণ্ড লাস্ট চ্যান্স স্যালুনের সামনে দাঁড়িয়েছিল চ্যান্স ফ্যারো। বেঁটে আগন্তুক তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরতেই জোরে হেসে উঠল সে। একটা গোপন কাজ শেষ করে সবে ফিরে এসেছে ফ্যারো, ওর সঙ্গে এড পাওয়েল আর চার্লি ওয়ান নামে এক মোহাভে ব্রেভ ছিল। লম্বা শক্তপোক্ত গান-স্লিংগার পাওয়েল দেখতে হুবহু নেকড়ের মত, আর চার্লি ওয়ান কৃষ্ণকায়, তার চোখজোড়া বিড়ালের চোখের মত; কোমরের দু'পাশে জোড়া পিস্তল ঝুলিয়ে রেখেছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় চারজনকে হত্যা করেছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। দু'জনেই ফ্যারোর চ্যালা, যেচে ঝাগড়া বাধানোর মত যথেষ্ট হুইস্কি গিলেছিল ওরা সেদিনও।

'আরে, চিড়িয়াটাকে দেখো!' টিটকারির সুরে বলে উঠল ফ্যারো, 'এ ব্যাটা ঘোড়া হাঁকাচ্ছে তো? নাকি অন্য কিছু? দু'জোড়া পা আর পশম দেখে যদিও ঘোড়া বলেই মালুম হচ্ছে তবে বলা যায় না, শিঙ ওপড়ানো রামছাগলও হতে পারে!'

BanglaBook.org

ফ্যারোর দিকে পনি ঘোরাল তরুণ, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলল, 'এক বন্ধুর কাছে একটা বইয়ের কথা শুনেছিলাম আমি—ফ্রান্সের এক তলোয়ারবাজকে নিয়ে লেখা। তার ঘোড়া দেখেও এভাবে হেসেছিল একজন, তাকে সে বলেছিল: ঘোড়াকে দেখে হাসা আর তাকে দেখে হাসা সমান কথা!' আচমকা পনির পেটে স্পারের খোঁচা মারল আগন্তুক, কদাকার জন্তুটা এক লাফে সামনে বাড়ল, সোজা গিয়ে ফ্যারোর বুকে ঢুঁ মারল। 'আমার বেলায়ও সেই কথা খাটে, অ্যাসিগো!' মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল আবার।

হিংস্র ভঙ্গিতে বেঁকে গেল ফ্যারোর ঠোঁটজোড়া, হাত বাড়িয়ে আগন্তুকের একটা বাহু চট করে ধরে ফেলল সে, হ্যাঁচকা টানে তুলে নিল স্যাডল থেকে। সশব্দে মাটি স্পর্শ করল তরুণের বুটজোড়া, পরক্ষণে শূন্যে উঠে গেল আবার। ভিড় ঠেলে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ডিক হাওয়ার্ড, দেখল: তরুণের দু'চোখে যন্ত্রণা আর লাঞ্ছনার ছাপ পড়েছে, কিন্তু শক্ত হয়ে চেপে বসা ঠোঁট থেকে একটা শব্দও বের হচ্ছে না।

'তোমার হাতই ছিঁড়ে ফেলব আমি আজ, শয়তান!' ধমকে উঠল ফ্যারো, কিন্তু ডিক গিয়ে ছেলেটার কাঁধে হাত রাখামাত্র ওকে ছেড়ে দিল সে, যেন তরুণ উত্তপ্ত ইস্পাতের একটা টুকরো! ফ্যারোর মুখের ওপর একটা ঘুসি বসিয়ে দিল ডিক।

দাদা বলেছে, তখন সে অনেক ছোট থাকলেও ওল্ডটাইমারদের মুখে সেই হাতাহাতি মারপিট থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রত্যেকটা ঘটনা বারবার শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল তার, ফ্যারো সম্ভবত ধরে নিয়েছিল অনায়াসে ডিককে নাস্তানাবুদ করতে পারবে, কিংবা গানফাইটে কতল করবে। নেকড়ের মত দাঁত বের করে হেসে নিজের গানবেল্ট খুলে ফেলল সে, আত্মবিশ্বাস ঠিকরাচ্ছে দু'চোখে, এড পাওয়েলের দিকে বাড়িয়ে দিল অস্ত্র, পরক্ষণে দু'হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডিকের ওপর।

ডান হাতের একটা আপারকাটের সাহায্যে আক্রমণ ঠেকাল ডিক, ফ্যারোর মুখে লাগল আঘাতটা, পরক্ষণে বাম হাতে আরেকটা ঘুসি মারল ও প্রতিপক্ষের শরীরে। ককিয়ে উঠল ফ্যারো। মুখের ওপর আরেকটা ঘুসি লাগতেই থুতুর সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে এল তার। ঝড়ের মত ক্রমাগত ঘুসি খেয়ে চলল এবার গানম্যান। ডিকের কাছে আসার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল সে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে খাটো বলে বারবার ঈলের মত পিছলে যেতে লাগল ডিক, বিদ্যুৎগতিতে চলাফেরা করছে ও।

মারপিটে অভিজ্ঞ হলেও ফ্যারোর সবগুলো আঘাত এড়াতে পারল না ডিক। প্রচণ্ড ঘুসিতে ওর মুখ রক্তাক্ত করে তুলল বিশালদেহী গানম্যান। বাম চোখ বুজে

BanglaBook.org

গেল ওর। আরও জমে উঠল মারপিট। পরপর দু'বার ওকে মাটিতে ফেলে দিল ফ্যারো। ডিক একবার মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় হিংস্র ভঙ্গিতে লাথি মারতে তেড়ে এল লোকটা, রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত, প্রমাদ গুনছে সবাই, কিন্তু ডিক ঠিক সময়ে গড়িয়ে সরে গেল। ঝটপট উঠে দাঁড়িয়ে হাত চালাল আবার। উন্মত্ত আক্রোশে লড়ে চলল চ্যান্স ফ্যারো। শক্তি মিইয়ে এল তার ক্রমশ! মারপিটের জোশ থাকল না আর শেষ পর্যন্ত। মওকামত ওর পেটে প্রচণ্ড একটা ঘুসি হাঁকাল ডিক হাওয়ার্ড। মাটিতে আছড়ে পড়ল দানবটা। মাটিতে মুখ দাবিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রইল সে, হাঁপাচ্ছে, উঠে দাঁড়ানোর কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

পরাজিত প্রতিপক্ষের দিকে না তাকিয়ে সরে এল ডিক হাওয়ার্ড, ফার্স্ট অ্যাণ্ড লাস্ট চ্যান্স স্যালুনের দিকে পা বাড়াল। বালি আর রক্তে ঢাকা চেহারা মারিয়াকে দেখাতে চায় না। স্যালুনের পেছনে হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নিতে চাইল আগে। হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ্য করল অদ্ভুতদর্শন সেই পনিটা মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সোনালি চুল তরুণকে দেখা গেল না কোথাও। ক্লান্তিতে ছেলেটা কোথায় গেছে তাও ভাবতে পারল না ও।

মুখ ধুয়ে বারের একপাশে রাখা ড্রাম থেকে পানি খাচ্ছিল ডিক, জর্জ লকলিন ঢুকল স্যালুনে। সোজা ডিকের কাছে চলে এল। একটু যেন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তার তামাটে চেহারা, কিন্তু যখন কথা বলল অবিচল শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

'আসছে ওরা, ল্যাড,' জানাল সে, 'তিনজন একসঙ্গে। আমরা নিরস্ত্র। ভাগ্য ভাল হলে হয়তো ফ্যারোর পপগানটা কেড়ে নিয়ে ওর কান বরাবর একটা গুলি পাঠাতে পারব, যদি বালির ভেতর দিয়ে তার মুখে গুলি করতে নাও পারি!'

সবার আগে ঢকল ফ্যারো, ঠিক তার পেছনে এড পাওয়েল আর চার্লি ওয়ান। হাঁটার সময় একটু একটু টলছে দানবটা, ফোঁস ফোঁস শব্দে হাঁপাচ্ছে এখনও, শিসের মত একটা আওয়াজ বেরোচ্ছে নাক দিয়ে। তবে মার খেয়ে মাতলামি টুটে গেছে, তার চোখে এখন রক্তের নেশা। বার বরাবর এগিয়ে এসে ডিকের ফুট দুয়েক তফাতে থামল সে। দুই সঙ্গী সরে গিয়ে রণক্ষেত্রে ট্রুপারদের অবস্থান নেয়ার কায়দায় জায়গা বেছে দাঁড়াল।

'হাতের কাজ সেরেছ তুমি,' হাঁপিয়ে বলল ফ্যারো, রক্তচোখে তাকিয়ে আছে ডিকের দিকে, 'এবার দেখা যাবে পিস্তলে কেমন কাজ দেখাতে পারো। তুমি এ-শহরে আসার পর প্রথমে আমি একটু ধোঁকা খেয়ে গিয়েছিলাম বটে, বনি হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়েছিলে কিনা! আমি জানতাম নিউ মেক্সিকো টেরিটোরিতে ফাস্ট ড্র-এ ওস্তাদ বনি নামের এক ছোকরা আছে। তুমিই সে—মনে করেছিলাম। কিন্তু তোমার বদনসিব, আজ সকালেই স্টেজ ড্রাইভারের কাছে শুনেছি আসল বনি—

BanglaBook.org

গানস্লিংগার—স্যান হুয়ানে জেলে পচছে। তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি আমি, ধোঁকাবাজ!'

চার্লি ওয়ানের দিকে ইঙ্গিত করল ফ্যারো। ইবলিশের মত হাসল ইণ্ডিয়ান, তার জোড়া পিস্তলের একটা খাপমুক্ত করে মেঝের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল ডিকের দিকে। লাটিমের মত ঘুরতে ঘুরতে পিছলে এল অস্ত্রটা, ধাতব শব্দ নীরব বাররুমে প্রতিধ্বনি তুলল। ডিকের বুটের ডগার কাছে থেমে গেল পিস্তলটা। মারিয়া লকলিনের হবুবরের দিকে তিনজোড়া চোখ চেয়ে আছে, যেন খোদ আজরাইল। কিন্তু ডিকের রয়েছে তারুণ্যের অপরাজেয় অহঙ্কার—ভয় বা অনুতাপ ছাপিয়ে প্রবল হয়ে উঠল তা। সামনে ঝুঁকে চার্লি ওয়ানের ঠেলে দেয়া পিস্তল তুলতে গেল, ঠিক এই সময় সোনালি চুল যুবককে নিঃশব্দে স্যালুনে পা রাখতে দেখতে পেল।

সন্তর্পণে এগিয়ে এল ছেলেটা, বেড়ালের মত নিঃশব্দে, এড পাওয়েলের এত কাছে এসে দাঁড়াল যে হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারে। ছেঁড়া জ্যাকেট খুলে ফেলেছে তরুণ, সরু কোমরে একটা পয়েন্ট থ্রী এইট গোঁজা। অ্যামোস টলিভারের দোকান থেকে সংগ্রহ করেছে, টাউন গানস্মিথ তখন রাস্তার মারপিট দেখায় ব্যস্ত ছিল। ছেলেটার ফ্যাকাসে চেহারা প্রায় নির্বিকার, কিন্তু ধূসর দু'চোখের ভয়াল দৃষ্টি কোনদিন ভুলবে না ডিক।

'এক মিনিট, বিগম্যান,' কায়দা করে মৃদু কণ্ঠে ফ্যারোকে বলল তরুণ, রক্তচক্ষু স্থির হয়ে থাকল প্রতিপক্ষের ওপর, 'আগে আমার সঙ্গে ফয়সালা করতে হবে তোমাকে।'

ওরা তিনজনই ফাস্টগান ছিল, কিন্তু তরুণ আগন্তুক তাদের চেয়েও ক্ষিপ্রতর। বল ছোঁড়ার মত সহজ ভঙ্গিতে পয়েন্ট থ্রী এইট ড্র করল সে, এত দ্রুত যে তার হাতের গতি ধরাই গেল না। ফ্যারো বা পাওয়েল পিস্তল বের করার আগেই আগুন ওগরাল যুবকের পিস্তল, রক্তিম বজ্রপাত হলো যেন; ফ্যারো তার পয়েন্ট ফোর-ফোর বের করে আনার আগেই আবার অস্ত্রের গর্জন শোনা গেল স্যালুনে।

প্রথমে এড পাওয়েলকে ঘায়েল করল তরুণ, চট করে একপাশে সরে গেল, তারপর গানস্লিংগারের দু'চোখের মাঝখানে গুলি করল। বেপরোয়া ভঙ্গিতে গুলি চালাল চার্লি ওয়ান। ফ্যারোর হাতের ফাঁক দিয়ে তাকে গুলি করতে বাধ্য হলো তরুণ, নিখুঁত নিশানায় চার্লির কোমরের হাড় গুঁড়িয়ে দিল। এরপর দুটো গুলি পাঠাল সে ফ্যারোর দিকে। দানবের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ইণ্ডিয়ান। জর্জ লকলিন পরে বলেছে—ব্যারেলে রাখা মাছকে গুলি করা হয়েছিল যেন সেদিন, তিনজনের মধ্যে কেবল চার্লি ওয়ানই প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল।

ঝামেলা চুকে গেলে পিস্তলটা আবার যথাস্থানে গুঁজে রাখল তরুণ, তারপর

BanglaBook.org

ডিকের দিকে তাকাল, হিংস্রভাব মিলিয়ে গেছে দৃষ্টি থেকে; এমনভাবে কথা বলল যেন বাচ্চা ছেলে মুরুব্বীর সঙ্গে বাক্য বিনিময় করছে। 'এবার, মিস্টার, দয়া করে যদি বলতে,' বলল সে, 'কি করে বনি নামটা ব্যবহার করছ তুমি? প্রশ্নটা করার অধিকার আমার আছে মনে হয়! মানে নামটা আমারই কিনা!'

গুলির শব্দে তখনও কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল ডিকের, বিস্মিত চেহারায় মুখ তুলে তাকাল ও, তারপর বারুদের ধোঁয়া ভেদ করে দেখল যুবককে।

'গত বছর ক্যানসাসে খালি হাতে মারপিট করার সময় আমার হাতে মারা যায় একজন,' ক্লান্ত স্বরে বলল ডিক, 'লোকটা হার্টের রোগী ছিল, জানতাম না আমি। মেজাজ সামলে রাখতে পারলে হয়তো মারপিটটা এড়ানো যেত, কিন্তু পারিনি। তারপরই আমি শপথ নিয়েছিলাম পারত পক্ষে আর কোনদিন মারপিটে জড়াব না। তো গত ফল-এ অ্যালামোগোরদো হয়ে যাওয়ার সময় তোমার নাম আমার কানে আসে, তখন ভাবলাম এখানে বনি নাম নিয়ে থেকে গেলে ভয়ে আর আমার সঙ্গে লাগতে আসবে না কেউ। জানতাম উইল বনিকে *বিলি দ্য কিড* হিসাবে জানে সবাই।'

হাসল তরুণ, হ্রস্ব ম্লান হাসি। 'এতদিন স্যান হুয়ানে জেলে আটকে ছিলাম আমি,' জানাল সে, 'জেলে থাকতেই শুনতে পাই এখানে নাকি একলোক আমার নাম ভাঁড়িয়ে বসবাস করছে। ব্যস, জেল থেকে বেরিয়েই হাতের কাছে প্রথম যে ঘোড়াটা পেয়েছি সেটায় চেপে রওনা দিয়েছি এদিকে, কোন অস্ত্র ছাড়াই। আপনমনে বলছিলাম, *অ্যারিজোনায় গেলে দেখবে, বিলি, কি কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছ তুমি ওখানে!*'

ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ডিক, সামনে ঝুঁকল তরুণ, ফ্যারোর পয়েন্ট ফোর-ফোরটা নিয়ে গুঁজল ওয়েইস্টব্যাণ্ডে, পা বাড়াল দরজার দিকে। ড্রাগন স্প্রিংসের প্রায় সব বাসিন্দা ততক্ষণে ভিড় জমিয়েছিল স্যালুনে এসে, দ্রুত সরে গিয়ে বিলি দ্য কিডকে পথ করে দিল তারা, দরজার কাছে থামল একবার ছেলেটা, ডিকের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'সত্যি, দারুণ চলে তোমার হাত দুটো, হিংসা হচ্ছে আমার! তোমার জায়গায় আমি হলে ক্যানসাসের সেই লোককে নিয়ে আর একটুও মাথা ঘামাতাম না। দুনিয়ার নিয়মেই সব ঠিক হয়ে যায়, তুমি একজন লোকের প্রাণহানির কারণে যদি এখানে না আসতে তাহলে একজোড়া বদমাশকে খতম করার সুযোগ হত না আমার। আর আমি ওদের না মারলে একের পর এক অনেক নিরীহ ভাল মানুষকে হত্যা করতো ওরা। সো লঙ, *অ্যামিগো!* ভাল থেকো!'

অনেক দিন আগের কথা এসব। বিয়ের বহুদিন অনেক পরে, মারিয়ার কোলে তখন ওদের প্রথম সন্তান, ও জানতে পারে প্যাট গ্যারেট বলে এক লোক ফোর্ট সামনার-এ বিলি দ্য কিডকে হত্যা করেছে। আউট-ল হওয়া সত্ত্বেও ডিকের জীবন

BanglaBook.org

বাঁচিয়েছিল বলে ছেলেটার জন্যে অশ্রু ফেলেছিল মারিয়া।

দীর্ঘদিন সংসার করেছে ডিক হাওয়ার্ড আর মারিয়া। সে সব সময় বলত একটা লোক যত খারাপই হোক না কেন তার মধ্যেও কোন না কোন ভাল গুণ থাকে। বিচিত্র নিয়মে দুনিয়াটাকে পরিচালিত করেন খোদা, অলৌকিক সব ব্যাপার ঘটে যায় তাঁরই ইশারায়। আমার দাদা ছিল মারিয়ার সপ্তম সন্তান, সে-ই আমাকে এসব বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে, সে বিশ্বাস আজও অটুট রয়েছে আমার।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সন্ধি

ওয়্যাগনের টেইল-গেইট আটকাচ্ছিল বার্ট ক্রেগ, ওকে দেখে রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল ওয়াইলি হার্পার। অ্যালগোসা শহরের বাসিন্দারা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। এই প্রথম মুখোমুখি হতে যাচ্ছে হ্যাট র‍্যাঞ্চের মালিক আর লোন-ট্রি উপত্যকার স্কোয়ার্টার।

একটানা পনেরো বছর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দু'হাজার একরজোড়া একটা রেঞ্জে রাজত্ব চালিয়ে এসেছে র‍্যাঞ্চার ওয়াইলি হার্পার তার দুর্ধর্ষ একদল রাইডারদের সাহায্যে। ক্রমে বেড়ে উঠেছে সম্পদ আর ক্ষমতা। মাঝে মাঝে অবশ্য দু-চারজন নির্বোধ নেস্টর ওর রেঞ্জে বসতি করার চেষ্টা চালিয়েছে, তবে বেশির ভাগকেই শেষ পর্যন্ত কবরে আশ্রয় নিতে হয়েছে; বাকিরা কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। শুধু ক্রেগই ব্যতিক্রম। রেঞ্জের এক বিরান কোণে এক চিলতে উর্বর জমি দখল করে নিয়েছে লোকটা। ঘাস কিংবা পানির অভাব নেই ওখানে।

সুঠামদেহী লোক ওয়াইলি হার্পার, হাঁটার ভঙ্গিতে রাজকীয় ভাব। ক্রেগ তার কর্তৃত্ব অস্বীকার করেছে বলে আত্মসম্মানবোধে আঘাত পেয়েছে। লড়াই করে ওর সঙ্গে পেরে ওঠার সাধ্য ক্রেগের নেই, তবু যে কেন গোঁয়ার্তুমি করছে বুঝতে পারছে না র‍্যাঞ্চার।

সে কাছাকাছি যেতেই সোজা হয়ে দাঁড়াল ক্রেগ। নেস্টরের মাথা ভর্তি চুলের রঙ মরচে পড়া লোহার মত, কিন্তু তার তীক্ষ্ণ কালো চোখ দেখে অবাক হলো ওয়াইলি হার্পার। ছিপছিপে একহারা গড়ন ক্রেগের, একটু যেন ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, সতর্ক।

'হাউডি, হার্পার। তোমার সঙ্গে দেখা করার কথাই ভাবছিলাম আমি। ইদানীং তোমার বেশ কিছু গরু স্যাণ্ডি পয়েন্টের দিকে পানি খেতে গিয়ে কোরাবালিতে আটকা পড়ে যাচ্ছে, লোক পাঠিয়ে একটা বেড়া দেয়ার ব্যবস্থা করো।'

'পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ,' চট করে রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিল র‍্যাঞ্চার, তারপর কাজের কথা পাড়ল। 'তোমাকে এখন থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, ক্রেগ, এরই মধ্যে আমার রেঞ্জ থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে যেতে হবে তোমাকে

সিগারেট ঝুলছিল ক্রেগের ঠোঁটে, লম্বা একটা টান দিল সে। 'দেখো, মিস্টার হার্পার, তুমি খুব ভাল করে জানো, আমাকে এসব কথা বলে লাভ নেই। যাবার ইচ্ছা থাকলে অনেক আগেই চলে যেতাম। জায়গাটা যেহেতু আমাদের পছন্দ, আমরা থাকছি—তুমি চাও বা না চাও।'

BanglaBook.org

'বোকামি কোরো না!' অধৈর্য স্বরে বলল ওয়াইলি হার্পার। 'তোমার টিকে থাকার কোন আশা নেই। আজ অনেক বছর এই রেঞ্জে গরু চরাচ্ছি। এত সহজে হুট করে আসা তোমার মত তুচ্ছ এক নেস্টরের কাছে কোন জায়গা ছেড়ে দিচ্ছি না আমি। চল্লিশ জন দুর্ধর্ষ কাউবয় রয়েছে আমার সঙ্গে, যদি বেশি বাড়াবাড়ি করো, আমি—'

'খামোকা কয়েকটা লোক প্রাণ হারাবে। শোনো, মিস্টার হার্পার, তোমার এই রেঞ্জটা তো আসলে সরকারী খাস জমি, আর খুব বেশি জায়গা তো চাইছি না আমি, তো আমাকে অযথা জ্বালাতন না করলেই কি ভাল হয় না!'

'আমার কথা বোঝার চেষ্টা করো!' লড়াই করার ইচ্ছা ওয়াইলি হার্পারের নেই। অতীতে অনেক লড়াই করেছে সে। 'ওই সামান্য জমির ওপর নির্ভর করে টিকে থাকতে পারবে না তুমি!'

'গরুর পাশাপাশি কিছু শুয়োর পুষব বলে ভাবছি আমি,' চোখ ছোট করে হার্পারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল বার্ট ক্রেগ। 'আর কয়েক একর জমিতে শস্য চাষ করব।' ওয়্যাগনে তোলা বস্তাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'বীজ কেনা হয়ে গেছে।'

'শুয়োর! এই কাউ-কান্ট্রিতে শুয়োর পুষবে!'

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই মাঝে মধ্যে স্বাদ বদলাতে চাইবে এখানকার লোকজন।'

'রাখো ওসব বাজে আলাপ!' ধমকে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি ভাল চাও তো ভেগে যাও এখান থেকে!' ক্রমে অধৈর্য হয়ে উঠছে ওয়াইলি হার্পার। নির্দেশ দিয়ে তা পালিত হতে দেখে অভ্যস্ত সে, আলোচনায় নয়। শহরের প্রতিটি লোক ওকে দেখছে এখন, বুঝতে পারছে র‍্যাঞ্চার।

'দেখো, মিস্টার হার্পার, ওই জায়গাটা আমাদের খুব ভাল লেগেছে। আমরা সৎ প্রতিবেশী হিসাবে বসবাস করতে পারি। কিন্তু তুমি যদি খামোকা চোটপাট দেখাতে থাকো খারাপের দিকে মোড় নেবে আমাদের সম্পর্ক।

'আমার হারানোর কি আছে? কিন্তু তোমাকে অনেক কিছু হারাতে হতে পারে। লড়াই চাই না আমি, কিন্তু তুমি লাগতে এলে চুপচাপ বসে থাকব তা ভেব না। উপযুক্ত জবাবই দেব, কথাটা মনে রেখো, মিস্টার হার্পার। লড়াই কাকে বলে বুঝতে পারবে।'

রাগে কাঁপছে ওয়াইলি হার্পার, ঘুরে দাঁড়াল সে। কিছুটা হতাশ। ব্যাপারটা সত্যি সত্যি লড়াইয়ের দিকে গড়াতে পারে ভাবেনি র‍্যাঞ্চার; কিন্তু এ লোকটা গোঁ ধরে বসে থাকলে, ওর দেখাদেখি আরও লোক হাজির হবে এখানে। টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। খাবারের অভাব দেখা দিলেই ওর গরু জবাই করে খেতে শুরু করবে। অতীতেও এমন হয়েছে। আসল কথা, ওকে বিস্মিত করেছে এই তরুণ; আতঙ্কিত, উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত ছিল তার, অথচ কোনটাই ঘটেনি।

BanglaBook.org

'বস্,' বলল তার ফোরম্যান অলি ফ্রিম্যান, 'একটা ধোলাই দেব নাকি ব্যাটাকে, তাহলেই ঢিট হবে। অবশ্য মেরে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যায়!'

'না!' প্রতিবাদ করল ওয়াইলি হার্পার। 'ওর স্ত্রী বিধবা হয়ে যাবে, এতিম হবে ছেলেটা!'

'ওটা তো ক্রেগের শালা!' বলল টার্নার। 'মাত্র বছর দুই আগে বিয়ে হয়েছে ওদের।'

'ওকে আমার হাওলা করে দাও,' আবার বলল ফ্রিম্যান। 'নিজেকে বিরাট কিছু মনে করছে ব্যাটা, ধারণাটা ভেঙে দিই।'

'একটা জিনিস বড় অদ্ভুত ঠেকছে আমার কাছে,' মন্তব্য করল টার্নার। 'এই নিয়ে তিনদিন ওয়্যাগন নিয়ে শহরে আসতে দেখলাম ওকে, অথচ একবারও ওর কেবিন থেকে ট্র্যাক আসার আলামত পাইনি।'

'মানে?' জানতে চাইল ওয়াইলি হার্পার।

'সেটা তুমিই বোঝার চেষ্টা করো, বস্। আমি জানি না।'

উৎখাত করার ইচ্ছা থাকলেও ওয়াইলি হার্পারের বুঝতে কষ্ট হলো না যে ক্রেগকে কায়দা করা কঠিন হবে। ব্যাপারটা খুন-খারাবীর দিকে গেলে চারদিকে মহা শোরগোল পড়ে যাবে।

লোন-ট্রির ছোট উপত্যকায় একটা পাথুরে ক্লিফের দেয়াল ঘেঁষে পাথর দিয়ে তার কেবিন তৈরি করেছে ক্রেগ। সদর দরজা ছাড়া ওটার কাছাকাছি যাবার আর কোন পথ নেই। লোকে বলে অস্ত্র চালাতে ওস্তাদ বার্ট ক্রেগ। তারপরও ওকে কাবু করার একটা উপায় আছে—খোলা মাঠে যদি পাকড়াও করা যায়!

পরদিনই চেষ্টা চালাল হ্যাট র‍্যাঞ্চের রাইডাররা।

উইলো গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গেল আটজন রাইডারের দলটা, তারপর দ্রুত আক্রমণ শানাল। এতক্ষণ খেতের ঠিক মাঝখানে ছিল ক্রেগ; ছড়ানো-ছিটানো কিছু পাথুরে স্তূপ, ঝোপঝাড় আর বিক্ষিপ্ত কিছু গাছপালা ছাড়া আশপাশে গা ঢাকা দেবার মত কোন জায়গা নেই।

'পাওয়া গেছে ব্যাটাকে!' বিজয়ীর সুরে চিৎকার করে উঠল ফোরম্যান ফ্রিম্যান। 'এবার টেরটি পাবে বাছাধন!'

হার্পার যাতে কেবিনে ফিরে যেতে না পারে প্রথমেই তার ব্যবস্থা করল ওরা। তারপর শত্রুর অবস্থানের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু কোথায় বার্ট ক্রেগ?

যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে লোকটা!

আচমকা গর্জে উঠল একটা রাইফেল। হুড়মুড় করে লুটিয়ে পড়ল একটা ঘোড়া, আরোহীরও একই অবস্থা হলো। আবার শোনা গেল গুলির শব্দ। হাওয়ায় ভাসল অলির টুপি। একটু আগে ক্রেগ যেখানে ছিল সেই জায়গাটা অতিক্রম করার সময় কাউকে দেখতে পেল না রাইডাররা। একেবারে ফাঁকা! এ যে অবিশ্বাস্য

BanglaBook.org

ব্যাপার!

পাঁই করে ঘুরল ওরা সবাই। 'পাথরগুলোর পেছন থেকে এসেছে গুলি!' বলল একজন।

'না, গুলি এসেছে ওই ঝোপের আড়াল থেকে!'

এবার কেবিন থেকে ছুটে এল রাইফেলের গুলি। উন্মাদ হয়ে গেল যেন একটা ঘোড়া, নাচতে শুরু করল। কোনমতে ওটাকে সামাল দিল সওয়ারী। তারপরই রাইফেলের এলোপাতাড়ি গর্জনে আতঙ্কিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল ঘোড়াগুলো। পাগলের মত আশ্রয় খুঁজতে লাগল রাইডাররা।

'এ কি করে সম্ভব!' চেঁচিয়ে বলল ফ্রিম্যান। 'পরিষ্কার দেখেছি আমরা ওকে! চোখের সামনে ছিল!'

পরদিন সকাল। নিজের কামরায় পায়চারি করছে ওয়াইলি হার্পার। রাইডাররা ব্যর্থতার খবর নিয়ে ফিরে এসেছে গতকাল, মেজাজ খিঁচড়ে আছে। অবশেষে প্রশস্ত বারান্দায় বেরিয়ে এল ওয়াইলি হার্পার। হঠাৎ একটা জিনিস নজর কেড়ে নিল।

পোর্চের কিনারায় প্রকাণ্ড সাইজের তিনটা তরমুজ দেখা যাচ্ছে, পাশে একবস্তা শস্য। বস্তাটার গায়ে একটা চিরকুট সাঁটা।

'মাংসের সঙ্গে তরমুজগুলো খেতে আশা করি ভালই লাগবে। তোমার রাইডারদের এখন থেকে সামলে রেখো। এইবার কোনমতে পালিয়ে বেঁচেছে ওরা। এরপর হয়তো সুযোগ নাও মিলতে পারে।'

তিক্ত কণ্ঠে খিস্তি করে উঠল ওয়াইলি হার্পার। অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তরমুজগুলোর দিকে। অবশেষে মেজাজ খানিকটা ঠাণ্ডা হলে বুঝল তরমুজগুলো নেহাত খারাপ লাগবে না খেতে।

অলি ফ্রিম্যানের কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়েছে ওয়াইলি হার্পার। চোখের সামনে থেকে নিমেষে উধাও হয়ে গেছে লোকটা, বলেছে অলি। সন্দেহ নেই, ঝোপের মধ্যেই লুকিয়েছিল পাহাড়ী লোকটা। কিন্তু ওরা তাকে খুঁজে পেল না কেন? অলি তো আনাড়ি নয়! ওকে খুঁজে পাওয়া উচিত ছিল তার।

তিনদিন পর আবার হামলা করতে গেল ওরা। এবারও নেতৃত্বে রয়েছে অলি ফ্রিম্যান, সাতজন রাইডার গেল তার সঙ্গে। সবার অজান্তে কেবিনের কয়েকশো গজের মধ্যে চলে এল ওরা, তারপর ঘোড়া লুকিয়ে রেখে পায়ে হেঁটে এগোল। কোন কথা নেই কারও মুখে। চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত ঘাপটি মেরে রইল ওরা। অবশেষে আবার সামনে বাড়ল। কেবিনের ভেতর আলো জ্বলতে দেখা গেল। ঘেসো উঠানের ওপর দিয়ে সতর্ক পায়ে কেবিনের দিকে এগিয়ে

BanglaBook.org

যেতে লাগল হানাদার বাহিনী। উঠানের মাঝামাঝি এসেছে এমন সময় আচমকা হোঁচট খেলো ফ্রিম্যান, টলে উঠে পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল একটা বন্দুক।

নিমেষে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সবাই। খিস্তির তুফান চলছে ওদের মুখে। আরেকটু হলেই সেরেছিল! আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে গুলিটা শটগান থেকে ছোঁড়া।

ঘাসের ভেতর হাত চালিয়ে খুঁজল ফ্রিম্যান। 'তার!' বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল সে। 'হতচ্ছাড়া একটা তার!' মুখ তুলে তাকাল। নিভে গেছে কেবিনের আলো।

হিংস্র হয়ে উঠল অলির চেহারা। সামান্য এক নেস্টরের কাছে বুদ্ধির খেলায় হেরে যাবে! চট করে উঠে দাঁড়াল সে, অন্যরাও অনুসরণ করল। ফোরম্যানের কাছে এল রেড। 'এখন আর ওখানে গিয়ে লাভ নেই,' বলল সে। 'হারামজাদা নির্ঘাত আমাদের জন্যে ওত পেতে বসে থাকবে।'

কথাটার সত্যতা উপলব্ধি করল সবাই। আসলেই কিচ্ছু করার নেই এখন। পাথুরে ক্লিফের গায়ে এমনভাবে কেবিনটা বানিয়েছে ক্রেগ যে উঠানের ওপর দিয়ে যাওয়া ছাড়া ওটার কাছাকাছি যাবার আর কোন উপায় নেই। কোরাল, ঘোড়া, খড় ইত্যাদি সব কেবিনের পেছনে একটা বক্স-ক্যানিয়নে রেখেছে ক্রেগ। কেবিনের পাশ দিয়েই ওখানে যেতে হবে। প্রতিপক্ষের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে আরও কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। আর পাথুরের কেবিন লক্ষ্য করে গুলি করা মানে অযথা কার্তুজের অপচয়, বিপজ্জনকও। উদ্দেশ্য পূরণ হবার সম্ভাবনা হাজার ভাগের এক ভাগ। উল্টে অগ্নি ঝলক দেখে ওদের অবস্থান টের পেয়ে যাবে নেস্টর ব্যাটা—খোলা মাঠে রয়েছে ওরা! চমৎকার টার্গেট প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাবে হারামীটা।

বিরক্ত রাইডাররা গজগজ করতে করতে যার যার ঘোড়ার কাছে ফিরে এল, র‍্যাঞ্চের পথ ধরল আবার।

রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে রয়েছে ওয়াইলি হার্পার। ক্রেগের বিরামহীন প্রতিরোধ অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করছে তো বটেই, এদিকে অনেকেই আবার তার পক্ষে চলে যাচ্ছে। ওর লইয়ার পর্যন্ত প্রসঙ্গটা নিয়ে ঘোরানো মন্তব্য করেছে। ওর কথায় এতটুকু কৌতুক বোধ করেনি হার্পার বরং আরও খেপে গেছে। রক্তপাত ছাড়া ক্রেগকে হঠানো যাবে বলে ভেবেছিল ওয়াইলি, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে হত্যা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। দশ বছর আগে হলে হয়তো এ-ব্যাপারে দ্বিধা করত না সে। কিন্তু সময় বদলে গেছে। আজকাল বড় আউটফিটের মালিক কারও সঙ্গে বাড়াবাড়ি করলে সেটা ভাল চোখে দেখে না কেউ।

অলি ফ্রিম্যানকে লেলিয়ে দেবার কথা ভেবেছে ওয়াইলি হার্পার, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। বিকল্প একটা উপায় না থেকে পারে না। লোন-ট্রি আর শহরের মাঝখানে কোনমতে লোকটাকে আটকে রেখে তার কেবিন-টেবিন সব পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারলেই সব ঝামেলা চুকে যায়!

BanglaBook.org

হ্যাট রাইডারদের লোন-ট্রি উপত্যকায় ব্যর্থ হামলার পর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ক্রেগের তরমুজ পাঠানোর কথা কিভাবে যেন জানাজানি হয়ে গেছে। আবার যেদিন শহরে এল ওয়াইলি, স্টোরমালিক এড ওয়েলিস কথায় কথায় জানতে চাইল, 'তরমুজগুলো কেমন ছিল, ওয়াইলি। হজম হয়েছে তো?'

হাসি উবে গেল ওয়াইলি হার্পারের। 'নেস্টর ব্যাটাই ঝামেলা করতে চাইছে! অনেক আগেই তাকে আমার জায়গা ছেড়ে চলে যাবার জন্যে বলে দিয়েছিলাম আমি!'

'কিন্তু তাতে দেখা যাচ্ছে কাজ হয়নি। আচ্ছা, ওকে থাকতে দিলে ক্ষতি কি? প্রতিবেশী হিসাবে খারাপ হবে না লোকটা। ওকে আমার ভালই লেগেছে।'

'দেখো, এড, ক্রেগকে যদি ওখানে থাকতে দিই, কয়েকদিনের মধ্যে স্কোয়ার্টারে গিজগিজ করতে শুরু করবে পুরো রেঞ্জ। তাছাড়া, খরার সময় ওখানকার পানির প্রয়োজন হবে আমার।'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়েলিস। 'জানি আমার নাক গলানো ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু সবাই বলছে দু'হাজার একরেরও বেশি জমি ভোগদখল করছ তুমি, ওই সামান্য জমিটা ক্রেগকে ছেড়ে দেয়া উচিত তোমার। আর পানির কথা বলছ, পানি কিংবা ঘাস কোনটারই অভাব হবার কথা নয় তোমার, যদি অতিরিক্ত গরু না পোষো। অবশ্য এমনিতেও জমির তুলনায় অনেক বেশি গরু রয়েছে তোমার রেঞ্জে।'

'আমাকে পরামর্শ দিচ্ছ কিভাবে র‍্যাঞ্চ চালাতে হবে! পঁচিশ বছর ধরে গরুর ব্যবসা করছি আমি, তুমি সামান্য আলুর ব্যাপারী এসেছ আমাকে কাজ শেখাতে!'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল এড ওয়েলিস। 'দুঃখিত, হার্পার। আগেই স্বীকার করেছি এটা তোমার নিজস্ব ব্যাপার, তুমিই ভাল বুঝবে।' নিজের কাজে ফিরে গেল সে।

রাগত দৃষ্টিতে এড ওয়েলিসের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল ওয়াইলি হার্পার। নিজের ওপরই রাগ লাগছে। খামোকা কেন এভাবে এডের সঙ্গে মেজাজ দেখাতে গেল! পনেরো বছরের পুরানো বন্ধুত্ব ওদের! কিন্তু সে বেশি গরু পুষছে, এ-কথাই বা বলতে গেল কেন ওয়েলিস? অবশ্য এবার যদি খরা হয় তাহলে হয়তো এডের কথাই সত্যি বলে প্রমাণিত হবে। হতচ্ছাড়া নেস্টরই দায়ী এত কিছুর জন্যে! ভাবল ওয়াইলি হার্পার। লোকটা যদি হুট করে এখানে হাজির না হত, কোন ঝামেলাই ছিল না।

রাস্তা বরাবর পোস্ট অফিসের দিকে এগোল ওয়াইলি। ভেতরে ঢুকতে যাবে, হঠাৎ সস্ত্রীক বেরিয়ে এল বার্ট ক্রেগ।

ক্রেগের বয়স তিরিশের মত। ওর স্ত্রীর বয়স বছর দশেক কম হবে, আন্দাজ করল র‍্যাঞ্চার। মেয়েটা সুন্দরী, কমনীয় চেহারা। ওয়াইলিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে বিস্ফারিত হলো মেয়েটার চোখ। ওকে ভয় পেতে দেখে আরও খেপে গেল র‍্যাঞ্চার। কেমন মানুষ সে, ওকে দেখেই আতঙ্কে কুঁকড়ে যাচ্ছে একটা মেয়ে?

BanglaBook.org

ক্রেগ স্ত্রীকে কি বলেছে তার সম্পর্কে।

'ক্রেগ,' চট করে বলল ওয়াইলি, 'এখনও যাওনি?'

হাসল বার্ট ক্রেগ। 'হাউডি, মিস্টার হার্পার। না, যাইনি, তেমন ইচ্ছাও নেই। সরকারী খাস জমি ওটা, মিস্টার হার্পার, ওখানে তোমার বৈধ কোন দাবি নেই। তাছাড়া ইতিমধ্যে ক্লেইম ফাইল করে ফেলেছি আমি। আমরা এখানে শান্তিতে বসবাস করতে চাই। আমাদের অযথা জ্বালাতন করতে যেয়ো না।'

অনেকেই ওদের কথপোকথন শুনছে, বুঝতে পারছে ওয়াইলি হার্পার। মানসম্মান বলে একটা কথা আছে! ক্রেগদের থাকার অনুমতি দিয়ে চমৎকার একটা নজির স্থাপন করতে পারত, বিরাট ইমেজ গড়ে উঠত তার; কিন্তু এতগুলো বছর সামন্তদের মত জীবন কাটিয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে, চট করে অভ্যাস বদলানো কঠিন। ক্রেগকে তার আসল অবস্থা বুঝিয়ে দিতে হবে—চট করে সিদ্ধান্ত নিল ওয়াইলি হার্পার।

'দেখো, ক্রেগ। আমি আর সময় দিতে পারছি না। আমার জমি জবরদখল করে বসে আছ তুমি, আমি চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদেয় হও। শেষে পরিণামের জন্যে আমাকে দায়ী করতে পারবে না। তোমাকে তাড়ানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব আমি।'

'ব্যাপার কি, মিস্টার হার্পার?' হঠাৎ নরম হয়ে এল ক্রেগের কণ্ঠস্বর, কিন্তু ওর বলার ঢঙে এমন কিছু ছিল, চমকে উঠল ওয়াইলি হার্পার। 'নিজের লড়াই নিজে করার তাকৎ নেই বুঝি তোমার? অলি ফ্রিম্যানের আড়ালে থাকতে থাকতে কি মারপিট কিভাবে করতে হয় ভুলে গেছ?'

ক্রেগের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল ওয়াইলি হার্পার। এতদিন ওকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস করেনি কেউ, কারও সঙ্গে লড়াইও করতে হয়নি। স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী লোক সে, খালি হাতে মারপিট করার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু ক্রেগের আচরণে এমন কিছু আছে, উপলব্ধি করল ওয়াইলি, ওকে হারানো কঠিন হবে। যদিও লড়াকু হিসাবে সুনাম আছে তার, কষ্ট করেই খ্যাতিটা অর্জন করতে হয়েছিল।

'অযথা মারপিট করি না আমি, ক্রেগ। তোমার সঙ্গে হাতাহাতি মারপিট করতে চাই না।'

এখন আর হাসছে না বার্ট ক্রেগ। 'মিস্টার হার্পার, আমি কখনও যেচে কারও সঙ্গে লাগতে যাই না, যদিও নানান জায়গায় একাধিকবার বাধ্য হয়ে বিপদের মোকাবিলা করতে হয়েছে আমাকে। তোমার সঙ্গেও জাগতে চাইনি আমি, অথচ তোমার রাইডাররা এরইমধ্যে দু'বার আমার কেবিনে হামলা চালিয়েছে।

'শোনো, মিস্টার হার্পার, আবার মানুষ হত্যা করতে চাই না আমি। কিন্তু তুমি যদি অস্ত্র ব্যবহার করতে চাও, আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকব না। আমার সঙ্গে

BanglaBook.org

পিস্তল আছে, তোমার আছে তো? থাকলে এসো এখুনি ফয়সালা হয়ে যাক।'

পেটের ভেতর প্রজাপতির পাখা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পেল যেন হার্পার। বুড়িয়ে যাচ্ছে নাকি সে? 'না,' সরাসরি জবাব দিল। 'আমি নিরস্ত্র, তবে—'

এতক্ষণ চুপচাপ দর্শকের ভূমিকা পালন করছিল শেরিফ কলিনস, এবার এগিয়ে এল। 'থামাও এসব! আমি যতদিন এই কাউন্টির শেরিফ, বন্দুকবাজি নিয়ে কথাবার্তা চলবে না!' কঠিন চেহারায় ক্রেগের দিকে তাকাল সে। 'আমার কথা বুঝতে পেরেছ, ক্রেগ?'

'বুঝেছি,' শান্ত কণ্ঠে বলল ক্রেগ। 'তুমি যখন এসেছ, ওয়াইলি হার্পারকে বলে দাও, সে যেন তার রাইডারদের আমার ওদিকে না পাঠায়। দু'বার সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে ওরা ইতিমধ্যে।'

'এ-ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ আমি,' আড়ষ্ট স্বরে জবাব দিল কলিনস। 'তুমি যদি অভিযোগ আনতে চাও, আমি আইনানুগ ব্যবস্থা নেব।'

'না। নিজের লড়াই নিজে করতে চাই আমি, শেরিফ। অন্য একটা বিষয়ের দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আইন অনুযায়ী ক্লেইম ফাইল করে লোন-ট্রিতে কেবিন তুলেছি আমি, কিন্তু তোমার সামনেই আমাকে ওখান থেকে চলে যাবার জন্যে হুমকি দিয়েছে হার্পার। পরে যদি আদালত পর্যন্ত গড়ায় ব্যাপারটা, তোমাকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড়াতে হবে।'

স্ত্রীর দিকে ফিরল এবার ক্রেগ। 'চলো, হানি, খামোকা দেরি হয়ে গেল!'

ক্রমশ পাতলা হয়ে এল জনতার ভিড়। শেষ পর্যন্ত রইল শুধু কলিনস আর হার্পার।

কয়েক মিনিট কোন কথা হলো না। অবশেষে নীরবতা ভাঙল ওয়াইলি হার্পার। 'বোকাটা যদি স্বেচ্ছায় বিদেয় হত! ঝামেলা করতে চাই না আমি, জিম, কিন্তু উপায় কি, ওখানকার পানি দরকার হবে আমার।'

'পানির তো কোন অভাব নেই তোমার, জমিও রয়েছে প্রচুর, ওয়াইলি। আমার মনে হয় তোমার নিজেকে একটু সামলে চলা উচিত।'

'যাতে আমাকে ফতুর করে ছাড়তে পারে ক্রেগ?'

'একটা কথা কেন বুঝতে পারছ না, ওয়াইলি? তোমার ক্ষতি করার কোন ইচ্ছা ক্রেগের নেই। এখানে শান্তিতে থাকতে চায় সে। মাঝে মধ্যে মাংস দেবার শর্তে ওকে জায়গাটা ছেড়ে দিলেই তো ঝামেলা মিটে যায়।'

কলিনসের পরামর্শ বাস্তবসম্মত। শেরিফ কলিনস ভাল মানুষ।

'কিন্তু ওকে এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, জিম,' বলল র‍্যাঞ্চার। 'আমার মুখের ওপর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে, ছোকরা পাওয়েলদের পর আর কেউ এত বড় দুঃসাহস দেখায়নি!'

পাওয়েলদের তিন ভাইকে নিজ হাতে হত্যা করেছিল ওয়াইলি হার্পার। এটা

BanglaBook.org

চোদ্দ বছর আগের কথা। কিন্তু এখনও, নিজেকে বোঝাল হার্পার, আগের মতই শক্ত হাতে কাজটা সারতে পারবে ও।

'নিজেই ঝামেলা ডেকে আনছ, ওয়াইলি,' বলল শেরিফ। 'বন্ধু হিসাবে তোমাকে একটা ভাল পরামর্শ দিতে চাই আমি। ক্রেগ লোকটাকে সহজ শিকার মনে করতে যেয়ো না। গোবেচারা কেউ নয় সে।'

র‍্যাঞ্চে ফেরার পথে শেরিফের কথা উল্টেপাল্টে দেখল ওয়াইলি হার্পার। অবশেষে স্বীকার করতে বাধ্য হলো, ক্রেগ সম্পর্কে তার মূল্যায়নও কলিনসের মতই। ক্রেগের হাবভাব প্রথম থেকেই হার্পারকে সতর্ক করে দিয়েছে। নিরীহ মানুষ নয় বার্ট ক্রেগ। এটা পরিষ্কার। কি যেন বলছিল ক্রেগ? আবার মানুষ হত্যা করতে চায় না! তার মানে?

হঠাৎ টার্নারের কথা মনে পড়ল ওয়াইলির। কেবিন থেকে শহরে আসলেও তার ওয়্যাগনের কোন ট্র্যাক নাকি দেখা যায় না!

কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ওয়াইলি হার্পারের। ট্রেইল ছেড়ে সরে এল সে। পাহাড় টপকে কাউন্টি-রোড ধরল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্রেগের বাকবোর্ডের ট্র্যাক পেয়ে গেল। নেস্টরের স্যাডলহর্সটা বাকবোর্ডের পেছনে বাঁধা ছিল। ট্র্যাক অনুসরণ করে তিন মাইল এগোল র‍্যাঞ্চার, তারপর মিলিয়ে গেল সব চিহ্ন।

বিভ্রান্ত ওয়াইলি হার্পার রাস টেনে ঘোড়া থামাল, উল্টো পথ ধরল আবার। খানিকটা পেছনে আসতেই দুমড়ানো ঘাস দেখে ক্রেগের বাঁক নেয়ার জায়গাটা চিনতে পারল সে। ট্র্যাক অনুসরণ করে একটা অনুচ্চ টিলা পেরিয়ে এল, একটা ড্রাইওঅশের কাছে পৌঁছুল। কেবিন বড়জোর মাইল পাঁচেক দূরে, কিন্তু ওয়াইল্ড-হর্স মেসার বিশাল কাঠামো পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে: প্রায় চারশো ফুট উঁচু, আটমাইল দীর্ঘ এবং কমপক্ষে দু'মাইল চওড়া। ক্রেগ এ-পথে ঘরে ফিরে থাকলে লম্বা পথ ঘুরতে হবে তাকে।

ঘোড়া ঘুরিয়ে ট্রেইলে ফিরে এল ওয়াইলি হার্পার। র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে এগোল। ভুরু কুঁচকে বোঝার চেষ্টা করছে ব্যাপারটা কি। ট্রেইলের বিপদ এড়াতে এতটা পথ ঘুরে যাবার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু মেসা টপকানো প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। মেসাটার উত্তর প্রান্তে কখনও যাওয়া হয়নি হার্পারের, তবে দক্ষিণ প্রান্তের কাছাকাছি বেশ কয়েকবার গেছে, চ্যাপ্টা পাথরের ধস খাড়া প্রাচীরের সৃষ্টি করেছে ওখানে, কমপক্ষে একশো ফুট উঁচু।

লোকটা হয়তো নেহাত নির্বোধ। আচ্ছা, লোন-টি তো ওর র‍্যাঞ্চ থেকে বেশ দূরে, ওখানে সাধারণত গরু পাঠানো হয় না, ওটা কেবল জরুরী অবস্থার কথা ভেবেই ধরে রেখেছিল। সুতরাং জায়গাটা ক্রেগকে ছেড়ে দিলে ক্ষতি কি? কোন অসুবিধে হবার কথা নয় ওর। বিরক্তির সঙ্গে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল সে। জায়গাটা

BanglaBook.org

ওর, নিজের অধিকার যে কোন মূল্যে বজায় রাখবে।

ক্রেগকে অনুসরণ করে আরও খানিকটা এগোলে বিস্মিত হত হার্পার। এই ধরনের এলাকায় বহুদিন বসবাস করলেও অনেক কিছু দৃষ্টির আড়ালে থেকে যেতে পারে। পায়ে হেঁটে মেসার প্রাচীর ঘেঁসে এগোলে, কোন কাউহ্যাণ্ড যেটা করার কথা চিন্তাও করতে পারে না হার্পার দেখতে পেত, প্রথম দর্শনে যা মনে হয়, মেসার দেয়ালটা আসলে নিরেট নয়।

লোন-ট্রি ক্যানিয়নে কেবিন বানানোর কয়েকদিন পর হরিণ শিকারে বেরিয়েছিল বার্ট ক্রেগ। এক চিলতে ঘেসো জমিতে ঘোড়াটা ছেড়ে রাইফেল হাতে একটা ছোট ক্রিক ধরে মেসার পাদদেশে ওটার উৎসের দিকে এগোচ্ছিল। চলার পথে একবার থেমে ক্রিক থেকে পানি খেয়ে মুখ মুছতে মুছতে পশ্চিমে তাকাতেই হঠাৎ দেখল মেসার দেয়ালের ফোকরটা। ক্রিক থেকে ওদিকে চলে যাওয়া একটা আবছা গেইম-ট্রেইলও চোখে পড়ল ওর।

ফোকরের কাছাকাছি যাবার পর কিছু দূর মেসার দেয়াল ঘেঁসে এগিয়েছে ট্রেইলটা, দেয়ালের এক জায়গায় এক টুকরো পাথর এমনভাবে পড়ে আছে, খুব কাছ থেকে না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না ওখানে একটা গহ্বর আছে।

অস্পষ্ট ট্রেইলটা ধরে চ্যাপ্টা আর ভাঙাচোরা পাথর স্তূপের ভেতর দিয়ে ঝোপঝাড় ভেঙে এগোতে এগোতে এক জায়গায় পৌঁছে ক্রেগ দেখল হঠাৎ দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে ট্রেইলটা এখানে একটা ফাটল মেসাটাকে আক্ষরিক অর্থেই দু'টুকরো করে দিয়েছে। সামনে কমপক্ষে একশো ফুট চওড়া একটা মাঠ। মাঠের ওপর দিয়ে আবার এগিয়েছে ক্রেগ। এক জায়গায় এসে আধমাইল চওড়া হয়ে গেছে মাঠটা, তারপর আবার সংকীর্ণ হতে শুরু করেছে। উত্তর প্রান্তের দিকে চলে গেছে ট্রেইলটা। ওটার একেবারে নিচের দিকে প্রায় এক একর জায়গা জুড়ে একটা লেক দেখতে পায় ক্রেগ নিবিড় অ্যাসপেনের জঙ্গলে ঘুলেছে ওপাশের মুখটা। বেরিয়ে আসতেই দূরে অ্যালগোসা শহরের ধোঁয়ার রেখা দেখতে পেয়েছিল বার্ট ক্রেগ। কেবিনে যাতায়াতের একটা শর্টকাট পথ তো পাওয়া গেছেই, বুঝতে পেরেছিল সে, সেই সঙ্গে অতিরিক্ত একটা চারণভূমিও মিলেছে।

কয়েক মাইল পশ্চিমের বার-সেভেন র‍্যাঞ্চ থেকে বিশটা বকনা বাছুর কিনে সেই ঘেসো জমিতে ছেড়ে দিয়েছে ক্রেগ ফোকরের দুই প্রান্তে দুটো বেড়াও বসিয়েছে

মেসার অভ্যন্তরের ট্রেইল ব্যবহার করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে ক্রেগ। ট্র্যাক গোপন রাখাই ওর উদ্দেশ্য পাথরের স্তূপ পর্যন্ত এমনভাবে সব ট্র্যাক মুছে ফেলে যে হঠাৎ করে মনে হবে হাওয়ায় উবে গেছে ঘোড়া, গাড়ি সব! অ্যাসপেনের বনে ফোকরের মুখে একটা ওপড়ানো গাছ কায়দা করে বসিয়ে

BanglaBook.org

দিয়েছে সে, ইচ্ছামত নাড়াচড়া করা যায়, তবে প্রথম দেখায় ওদিকে বাকবোর্ড যেতে পারে কল্পনাই করতে পারবে না কেউ।

র‍্যাঞ্চে পৌঁছে বাকবোর্ড থেকে অ্যানকে নামতে সাহায্য করল বার্ট ক্রেগ। এক মুহূর্ত ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটা। 'ওরা আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে, বার্ট?'

'আশা তো করি। কিছুটা ঝামেলা পোহাতে হবে অবশ্য। অলি ফ্রিম্যান গোলমাল করবেই, হার্পারের অনুমতি পাক বা না পাক। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।'

পরের কয়েকদিন মেসার অভ্যন্তরের ফোকর চষে বেড়াল ক্রেগ। বরফ ঢাকা কয়েকটা গুহার খোঁজ পেল, একটাতে আবার পাথুরের হাতুড়িও মিলল। বেশির ভাগ সময় একা ঘুরে বেড়ালেও দু-একদিন জনি রায়ান কিংবা অ্যানকেও সঙ্গে নিল। মেসার ভেতরের মাঠটা নিয়ে অনেক ভেবেছে সে। অ্যালগোসা এখন আর কাউটাউন নয়, শহরের বেশ খানিকটা দূরে খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। খনিজ-পদার্থের মজুদ খুব বেশি নয় অবশ্য, তবু অচিরেই মাইনিং টাউনে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে অ্যালগোসা।

পাহাড়ী অঞ্চলে বড় হয়েছে বার্ট ক্রেগ। মাংস নয়, দুধ মাখন আর পনিরের জন্যেই গরুর কদর ছিল সেখানে। ওর জানামতে অ্যালগোসায় পোস্টমাস্টার ছাড়া আর কারও দুধেল গরু নেই।

ওয়াইলি হার্পারের মতিগতি কিছুই বুঝতে পারল না ক্রেগ। নতুন করে আর হামলা করতে আসেনি তার রাইডাররা। শহরে তেমন একটা যায় না ক্রেগ; কেবিন যাতে ফাঁকা না থাকে সেদিকে নজর রাখছে। শহরে গেলে অবশ্য নতুন নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। বেশি প্রশ্ন করে না ও, চুপচাপ শুনে যায় কেবল।

ওর শালা জনি রায়ানের বয়স তেরো হলেও প্রচণ্ড পরিশ্রমী ছেলে। জনির সাহায্য পাওয়ায় গরুর ব্যবস্থা করতে কষ্ট হয়নি ক্রেগের। নানা ভাবে সুরক্ষিত করে তুলেছে কেবিনটা। শহরে গেলে রিভলভার সঙ্গে রাখে ক্রেগ, তবে সম্ভাব্য ঝামেলার জায়গাগুলো এড়িয়ে চলে। কয়েক জনের মুখে পাওয়েলদের দুশ্চিন্তার কথা শুনেছে ও। বুঝতে কষ্ট হয়নি হার্পারের সঙ্গে ওর একটা শোডাউনের অপেক্ষা করছে সবাই।

কিন্তু ওয়াইলি হার্পারের রাইডারদের আর দেখা পেল না ক্রেগ! ওকে যতক্ষণ বিরক্ত করা না হচ্ছে ততক্ষণ ক্রেগ সন্তুষ্ট।

দিন দিন বাড়ছে সূর্যের তেজ। মেঘ পালিয়ে যাচ্ছে যেন দেশ ছেড়ে

হ্যাট র‍্যাঞ্চে উদ্বিগ্ন ফোরম্যানের পাশাপাশি নিজের সোরেল হাঁকিয়ে এগোচ্ছিল ওয়াইলি হার্পার। 'তোমার কি মনে হয়, অলি, পুরো রেঞ্জের অবস্থাই কি এরকম খারাপ?'

BanglaBook.org

'ভাল জায়গা যে নেই তা নয়, গভীর ক্যানিয়নগুলোর ওঅটর-হোল এখনও শুকিয়ে যায়নি, তবে স্পারের কথা বাদ—শুকিয়ে চৌচির হয়ে গেছে ওটা।'

নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। অবশেষে সতর্ক কণ্ঠে অলি জানতে চাইল, 'আচ্ছা, বস্, আমাদের কিছু গরু বিক্রি করে দিলে কেমন হয়? ঘাসের ওপর থেকে কিছুটা হলেও চাপ কমত।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল ওয়াইলি হার্পার। 'না। দামে পোষাবে না—এখন গরু বিক্রি করলে বিরাট অঙ্কের লোকসান হয়ে যাবে।'

চুপ রইল অলি ফ্রিম্যান। সে গানম্যান হলেও গরুর ব্যবসা ভালই বোঝে। জানে, সস্তায় গরু বিক্রি করে দেয়া কঠিন, কিন্তু এ-ও বোঝে ওগুলোর শরীরে মাংসের আস্তরণ থাকতে থাকতে বিক্রি করে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, নইলে শেষে অখাদ্য হয়ে যাবে সব। কিন্তু বসকে আর পরামর্শ দেয়ার সাহস হলো না তার। গরুর সংখ্যার ওপর বরাবর ওয়াইলি হার্পারের বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে।

'লোন-ট্রি উপত্যকাটা হাতে পেলে হত এখন,' বলল সে। 'তুমি শুধু একবার মুখ ফুটে বলো, ক্রেগের দফারফা করে ছেড়ে দিই!'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না ওয়াইলি হার্পার। প্রায় দশ সেকেণ্ড কেটে গেল। রোদে পুড়ে বাদামী হয়ে যাওয়া রেঞ্জের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে র‍্যাঞ্চার। এ-ধরনের পরিস্থিতি অন্তর থেকে কামনা করেনি সে। ক্রেগের স্ত্রীর চোখের দৃষ্টি সেদিন আহত করেছিল ওকে, যদিও কাউকে কিছু বলেনি। বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছি নাকি আজকাল? ভাবল ওয়াইলি হার্পার, বয়সের দোষ! এই অবস্থায় ক্রেগের সঙ্গে লাগতে গেলে ফলাফল কি হবে বলে দেয়ার দরকার পড়ে না। আচ্ছা, ও মারা গেলে এই শত শত একর জমির কি গতি হবে? আর যদি ক্রেগ প্রাণ হারায়, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ওই চমৎকার মেয়েটা?

'না,' অবশেষে বলল সে। 'এখন নয়।'

ক্রেগের কোন সাড়া নেই।

গা ঢাকা দিয়ে পর পর দু'দিন লোন-ট্রি উপত্যকায় গেল হার্পার। একবার একটা রিজের চূড়া বরাবর এগোতে এগোতে ক্রেগের কেবিনের ওপর নজর বোলাল দীর্ঘ সময় ধরে।

আগের চেয়ে এখন ভাল লাগছে উপত্যকাটা। পানির অভাব কোন কালেই ছিল না ওখানে, এখন আবার শস্যের খেত করেছে ক্রেগ, ওপাশে আলফালফার মাঠও চোখে পড়ছে।

ক্রেগ নির্বোধ নয়। মনের মত করে নিজের জন্যে একটা ঘর গড়ে তুলেছে সে। খড়ের গাদার দিকে নজর গেল র‍্যাঞ্চারের। ওর গরুর জন্যে ওগুলো পাওয়া যেত যদি···হঠাৎ একটা সন্দেহ দোলা দিয়ে গেল ওয়াইলির মনে। আচ্ছা, ক্রেগ রাসলিং শুরু করল না তো? আগের নেস্টরদের মত গরু চুরি করে খাদ্যের অভাব মেটাচ্ছে

BanglaBook.org

সে-ও? তার র‍্যাঞ্চে যদি হ্যাট র‍্যাঞ্চের ছোটখাট একপাল গরু পাওয়া যায়? ওরই গরু হয়তো ঘাস খাইয়ে তাগড়া করে তুলছে সে! ঝটপট উপসংহারে পৌঁছুল ওয়াইলি হার্পার। ঘোড়া ঘুরিয়ে সরে এল সে। আর কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে না!

লোন-ট্রি উপত্যকার পাথুরে কেবিন।

খাবার টেবিলে বসে অ্যানের দিকে চোখ ফেরাল বার্ট ক্রেগ। 'ক'দিন ধরে একটা কথা ভাবছি। আমাদের যদি এখন একটা 'জার্সি বুল' থাকত, কয়েক মৌসুমের মধ্যেই একটা চমৎকার দুধেল গরুর পাল তৈরি করে ফেলতে পারতাম।'

চিন্তিত চেহারায় ওর দিকে তাকাল অ্যান ক্রেগ। 'আঙ্কল ফ্রেডের দেয়া টাকাগুলো খরচ করার কথা বলছ, তাই না?'

'তোমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তুমি আর জনি যা বলবে তাই হবে। হাজার হোক তোমার আঙ্কলের টাকা!'

'কিন্তু টাকাগুলো আমাদের দিয়ে গেছে আঙ্কল! তোমার আপত্তি আছে, জনি?'

'আমিও একই কথা ভাবছিলাম, সিস, আগে কখনও এ-প্রসঙ্গে কথা বলেনি বার্ট, কিন্তু আমার মাথায় অনেকদিন থেকেই চিন্তাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল। অ্যালগোসায় দুধ আর মাখনের ভাল কাটতি হবে। মাংসেরই কেবল অভাব নেই।'

'ঠিক আছে,' সায় জানাল অ্যান। 'পছন্দসই ষাঁড় পেলেই কিনে নিয়ো।'

'কাল একবার শহরে যাব আমি,' বলল ক্রেগ।

পরদিন সকাল দশটায় শহরে পৌঁছুল বার্ট ক্রেগ। এবং তার ঠিক বারো মিনিট আগে ওয়াইলি হার্পার, অলি ফ্রিম্যান বারোজন রাইডার সঙ্গে নিয়ে লোন-ট্রি উপত্যকায় ক্রেগের র‍্যাঞ্চে চড়াও হলো। আগেই প্রস্তুতি নেয়া ছিল। বিনোকিউলারের সাহায্যে রিজের ওপর থেকে র‍্যাঞ্চের দিকে নজর রাখছিল অলি ফ্রিম্যান, ক্রেগকে বেরিয়ে যেতে দেখার পর চটপট নেমে এসেছে, এগিয়ে গেছে সবার সঙ্গে।

উঠানে এসে কাউকে দেখতে পেল না ওরা। রাগত চেহারায় চিৎকার করল ওয়াইলি হার্পার। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল অ্যান ক্রেগ। 'কি চাও, মিস্টার হার্পার? এবার মেয়েদের সঙ্গে লড়াই শুরু করলে নাকি?'

লাল হয়ে গেল র‍্যাঞ্চারের চেহারা, কিন্তু চোয়ালজোড়া আরও চেপে বসল তার। 'কারও সঙ্গে লড়াই করতে আসিনি আমি, এখানে তল্লাশি চালাতে এসেছি। হতচ্ছাড়া ক্রেগ আমার গরু চুরি শুরু করেছে—নিজের চোখে কয়েকটা গরু দেখেছি আমি।'

'এখানে অন্য কারও গরু নেই! এখুনি এখান থেকে চলে যাও তোমরা!'

শটগান তোলার জন্যে চট করে ঘুরল অ্যান। সঙ্গে সঙ্গে স্যাডল থেকে

BanglaBook.org

ঝাঁপিয়ে পড়ল অলি ফ্রিম্যান। ব্যারেল সোজা করার সুযোগ পেল না অ্যান, অস্ত্রটা জাপটে ধরল সে, কেড়ে নিল হ্যাঁচকা টানে। 'এই যে, সুন্দরী, এবার ভাল কোন লোক দেখে ঝুলে পড়ো, কেমন?'

চটাশ করে অলির গালে চড় বসিয়ে দিল অ্যান। পরমুহূর্তে পাল্টা আঘাত করল ফ্রিম্যান। আগেই পিছিয়ে গিয়েছিল অ্যান, কপালে লাগল তবু আঘাতটা, পড়ে গেল।

'অলি!' ক্রোধে লাল হয়ে গেছে ওয়াইলির চেহারা। 'ফর গডস সেক, ম্যান! স্যাডলে ওঠো, জলদি! আমার সামনে মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলেছ, তোমার সাহস তো কম নয়!'

আঙুলের ইশারা করল সে। 'যাও, স্যাডলে ওঠো! কই?'

অ্যানের দিকে তাকাল ওয়াইলি হার্পার, বলল, 'আমি দুঃখিত, ম্যাম, কিন্তু বন্দুকের দিকে হাত বাড়ানো উচিত হয়নি তোমার।'

'চুপচাপ বসে আমাদের গরু ছিনতাই করতে দিলেই ভাল হত, না? যেচে ঝামেলা বাধাতে চাইছ তুমি, মিস্টার হার্পার! আমার চেয়ে ভাল করে বার্টকে চেনো না তুমি। বার্ট ক্রেগের মা নসেস কান্ট্রির বিখ্যাত লাউরি পরিবারের মেয়ে। ওদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে ফুলারদের কি অবস্থা হয়েছিল আশা করি অজানা নেই তোমার।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওয়াইলি হার্পার তাকিয়ে রইল অ্যানের দিকে। ক্যাটল-কান্ট্রিতে এমন লোক পাওয়া যাবে না যে পঁচিশ বছর মেয়াদী সেই রক্তক্ষয়ী ফিউডের কথা জানে না। তুচ্ছ একটা ঘোড়া নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে ফুলাররা একজন লাউরিকে হত্যা করার পরই ফিউডের শুরু হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ফুলারদের কেউই রেহাই পায়নি।

হঠাৎ অনেকদিন আগের একটা ঘটনা ওয়াইলি হার্পারের চোখের সামনে ভেসে উঠল। ফাইনাল-শুট-আউটের একজন প্রত্যক্ষদর্শী সে। সেবার গরু কেনার উদ্দেশ্যে টেকসাসে গিয়েছিল ওয়াইলি হার্পার। ওখানে চারজন ফুলারের একটা দল দু'জন লাউরিকে কোণঠাসা করে ফেলে। ওদের একজনের নাম ছিল বিল লাউরি, তার সঙ্গে আনুমানিক ষোলো বছর বয়সের এক কিশোর ছিল। বিল লাউরির পিঠে গুলি করে ফুলাররা, বিল মারা যাওয়ামাত্র রুখে দাঁড়িয়েছিল সেই কিশোর।

ঘোরার ওপরই ড্র করে সে, বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল তার হাতে; এমন ড্র জীবনে দেখেনি ওয়াইলি হার্পার, মনে রাখার মত! কিশোরের প্রথম গুলিটা ঠিক পেটে গিয়ে বিঁধে ছিল এড ফুলারের। প্রথম গুলির তিরিশ সেকেণ্ড পর আবার স্যাডলে চেপে শহর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ছেলেটা, অক্ষত। তার পেছনে তখন তিনটা লাশ, আর একজন মৃত্যুর অপেক্ষা করছে।

সহসা সেই কিশোর আর বার্ট ক্রেগের চেহারা মিলেমিশে এক হয়ে গেল।

BanglaBook.org

কোন সন্দেহ নেই! এজন্যেই প্রথম থেকেই চেনা চেনা ঠেকছিল বার্ট ক্রেগকে!

কিন্তু এখন আর পিছু হটার উপায় নেই। 'আমি এখানে অপেক্ষা করছি, পিট, তোমরা যাও, গরুর খোঁজ শুরু করো। সব গরু জড়ো করে বের করে নিয়ে যাবে এখান থেকে।'

'ওগুলো আমাদের গরু! নগদ টাকায় কিনেছি!'

অলি ফ্রিম্যানও রয়ে গেল বসের সঙ্গে। 'বস্, ক্রেগকে সামলানোর কাজটা আমার হাতে ছেড়ে দাও। ওকে আমি চাই!'

'বোকার মত কথা বোলো না!' উদ্বিগ্ন ওয়াইলি হার্পারের মেজাজ চড়ে গেল। 'ওটা শেরিফের কাজ!'

একটু থেমে সে আবার বলল, 'তাছাড়া, ওর মোকাবিলা করার সাধ্য তোমার নেই। এই বার্ট ক্রেগকে এককালে লাউরি কিড নামে চিনত সবাই।'

'দূর, ওসব আমি পরোয়া করি না! আরে ওই—'

'মিস্টার হার্পারের কথা মিথ্যা নয়,' জবাব দিল অ্যান। 'ও যখন জানবে আমার সঙ্গে বাজে ব্যবহার করছ তুমি, গায়ে হাত তুলেছ, তোমাকে রেহাই দেবে না। এখন পালিয়ে গেলে ভাল করবে, ও কিছু জানার আগেই দেশ ছেড়ে ভাগো!'

সশব্দে হাসল ফ্রিম্যান। 'তুমি আবার কবে থেকে আমার ভালমন্দ দেখতে শুরু করলে, অ্যাঁ?'

'তোমার ভাল-মন্দে আমার কিছু আসে যায় না। একটা সস্তাদরের গুণ্ডা তুমি, শুধু বড় বড় কথা বলতে জানো, আসলে কয়োটের চেয়েও ভীতু, মিস্টার হার্পারের ছায়ায় এতদিন টিকে আছ! আসলে আমি চাই না আমার স্বামী আবার কাউকে হত্যা করুক!'

ক্রেগের গরু তাড়িয়ে চলে গেল হার্পার দলবলসহ। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল অ্যান, আতঙ্ক আর উদ্বেগে এতটুকু হয়ে যাচ্ছে মনে মনে। একটু পর গাছপালার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল জনি রায়ান। 'ওদের আমি দেখেছি, সিস, কিন্তু কি করব বুঝতে পারছিলাম না। এক কাজ করি, আমি বরং শহরে গিয়ে ক্রেগকে সবকিছু জানাই।'

'না।' এখন পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছে অ্যান। 'এখানে থাকো তুমি। দেখো, ওরা যেন আবার আমাদের ঘরে আগুন দিতে না আসে। আমি শহরে যাচ্ছি, শেরিফ কলিনসের সঙ্গে আলাপ করতে হবে।'

ওর ঘোড়ায় স্যাডল চাপাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জনি। পোশাক পাল্টে তৈরি হলো অ্যান, মাথা আঁচড়াল। একটা স্ট্রং-বক্স খুলে কিছু কাগজপত্র বের করে নিল।

বিস্মিত দেখাল শেরিফ কলিনসকে। 'এ সব কি বলছ, ম্যাম! অবিশ্বাস্য! চুরির দায়ে

BanglaBook.org

কিছুতেই হার্পারকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চার সে।'

'তবু ওর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করিয়েছি, আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে আসো।' গরু কেনার রসিদ শেরিফকে দেখাল সে। 'গরুগুলো আমাদের র‍্যাঞ্চ থেকে জোর করে নিয়ে এসেছে হার্পার। আর আমার গায়ে হাত তুলেছে ফ্রিম্যান।' ভুরুর ওপর ক্ষতচিহ্নটার দিকে ইঙ্গিত করল অ্যান।

'শেরিফ, বার্ট ক্রেগের আসল নাম লাউরি! ও ওয়াইলি হার্পারের নাগাল পাবার আগেই তাকে জেলে ঢোকানো দরকার—নইলে প্রাণ হারাবে বেচারা!

'ওখানে আসলে কি ঘটেছে, ম্যাম? অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল শেরিফ কলিনস। সব শুনে আবার বলল, 'তাই নাকি? ক্রেগই লাউরি কিড?'

অ্যান সম্মতি জানাতেই দরজার দিকে পা বাড়াল শেরিফ। 'আমার সঙ্গে চলো, ম্যাম, যদি আপত্তি না থাকে। আমি চাই না এখানে রক্তপাত হোক!'

লোকে বলে লাউরি কিড সব মিলিয়ে ন'জন লোক হত্যা করেছিল। অবশ্য স্থানীয় লোকজন বার্ট ক্রেগকে শান্তিপ্রিয় লোক হিসাবেই দেখে এসেছে, একটু গম্ভীর হলেও সবাই তাকে পছন্দ করে। আজ পর্যন্ত কারও সঙ্গে কোন ব্যাপারে তার বাদানুবাদ হয়নি। কিন্তু ওকে চিনতে ভুল হয়নি শেরিফের। পশ্চিমে এই ধরনের লোক অনেক। যতক্ষণ কেউ না ঘাঁটাচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা চুপচাপ নিজের কাজে ডুবে থাকবে, কিন্তু, যেই একটু বেচাল করল কেউ,. ব্যস, নরক দেখিয়ে আনবে!

আচমকা দোরগোড়ায় হাজির হলো ক্রেগ। 'কি ব্যাপার, অ্যান? তোমাকে এখানে ঢুকতে দেখে প্রায় ছুটে এলাম!' একটু থেমে আবার জানতে চাইল, 'একি! তোমার কপালে কি হয়েছে?'

ভাবলেশহীন চেহারায় সব শুনল ক্রেগ, তারপর দরজার দিকে ফিরে দাঁড়াল।

শেরিফ কলিনস বলে উঠল, 'ক্রেগ, ব্যাপারটাকে আইনের হাতে ছেড়ে দাও।'

'ঠিক আছে। কিন্তু অলিকে আমার চাই। আমি ওর ব্যবস্থা করব।'

'এখানে সবাই তোমাকে পছন্দ করে, ক্রেগ। কেন একটা লোককে হত্যা করে সেই সুনামটা নষ্ট করতে চাইছ?'

'বাধ্য না হলে ওকে হত্যা করব না, তবে এমন দশা করব, তার মনে হবে মরে গেলেই ভাল হত!'

শেরিফ কলিনস, বার্ট ক্রেগ আর অ্যান যখন হ্যাট র‍্যাঞ্চের উঠানে ঢুকল তখন ফোরম্যান অলি ফ্রিম্যানের সঙ্গে কথা বলছিল র‍্যাঞ্চার হার্পার। এরই মধ্যে অ্যানের কপালের ক্ষতস্থান ফুলে লালচে হয়ে গেছে।

'হার্পার,' বিনীত সুরে বলল কলিনস, 'তোমার নামে একটা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে এসেছি আমি। অলির নামেও অভিযোগ আছে—রাসলিংয়ের।'

ক্রেগকে জরিপ করছিল অলি। ওর দৃষ্টিতে যেন মৃত্যু-নেশা। 'মারবে নাকি

BanglaBook.org

আমাকে?' খেঁকিয়ে উঠল সে।

'বাড়াবাড়ি কোরো না,' শান্ত কণ্ঠে বলল ক্রেগ, 'পস্তাবে!'

ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে গেছে হার্পারের চেহারা। 'অ্যারেস্ট করবে আমাকে? রাসলিংয়ের জন্যে?'

'হ্যাঁ,' বলল কলিনস। 'তুমি লোন-ট্রি র‍্যাঞ্চ থেকে যেসব গরু তাড়িয়ে এনেছ ওগুলো কেনার রসিদ আমাকে দেখিয়েছে মিসেস ক্রেগ। বার-সেভেন থেকে নগদ টাকায় কেনা।'

হতবাক হয়ে গেল হার্পার। 'দেখো, ভুল হয়ে গেছে— আমি ভেবেছিলাম—!'

'আসলে সমস্যা কি জানো?' বলল ক্রেগ। 'কিছুই ভেবে দেখোনি তুমি। চিন্তা ভাবনা না করায় একদিকে যেমন মাথা মোটা হয়ে গেছে তেমনি নিজের ওপর ফাঁপা একটা আস্থা জন্মেছে—তোমার স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

'হার্পার, আমি তোমার দিক থেকে কেবল শান্তির আশ্বাস চেয়েছিলাম। তুমি জানো, এই রেঞ্জের এক ইঞ্চি জমির ওপরও তোমার বৈধ মালিকানা নেই, তবু ইচ্ছামত এতদিন ধরে জায়গাটা ব্যবহার করছ; এই মুহূর্তে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত পাঁচ হাজার গরু চরিয়ে রেঞ্জের সর্বনাশের ষোলোকলা পূরণ করছ।

'সত্যি কথা শুনতে চাইলে বলি, হার্পার, টেক্সাসে খবর পাঠানোর কথা ভাবছি আমি, আমার অন্তত দু'ডজন বন্ধু হাজির হবে এখানে, বৈধ পন্থায় ক্লেইম ফাইল করবে ওরা। ওদের সবাই লড়াকু মানুষ। নিজের ঘর বাঁচাতেই হিমশিম খেয়ে যাবে তুমি!'

'দেখো, ক্রেগ, আমি না হয় একটা ভুল করেছি, তাই বলে নিশ্চয়ই আমাকে পথে বসাতে পারো না তুমি! তারচেয়ে এক কাজ করো না, তোমার ক্ষতির একটা লিস্ট করে দাও আমাকে. আমি সব ক্ষতি মিটিয়ে দেব। তোমার আপত্তি নেই তো, শেরিফ?'

হাত নাচাল কলিনস। 'ক্রেগ অভিযোগ তুলে নিলে আমার কি বলার থাকতে পারে!'

ওয়াইলি হার্পারের দিকে তাকাল বার্ট ক্রেগ, মনের ভেতর কোন ক্রোধ অনুভব করছে না। শান্তিতে থাকতে চায় ও, অ্যানকে নিয়ে।

'লোন-ট্রি নিয়ে আর ঝামেলা করবে না তো?'

'না। আর ঝামেলা হবে না। তোমার তুলনা হয় না, ক্রেগ, ইচ্ছা করলে আজ আমাকে শেষ করে দিতে পারতে তুমি।'

খিস্তি করে উঠল ফ্রিম্যান। 'কি হলো তোমার, বস্? সামান্য একটা গুণ্ডার কাছে হার মানছ? আমি বরং—'

থেমে গেল সে। ক্রেগ ঘুরতে যাচ্ছে দেখে এই সুযোগে ড্র করার চেষ্টা করল।

দ্রুত অথচ সাবলীল ভঙ্গিতে ড্র করল ক্রেগ। ওর প্রথম গুলি চুরমার করে দিল

BanglaBook.org

অলির বাহু আর কনুই, আধ পাক ঘুরল লোকটা; পরের গুলিটা রক্তাক্ত করে দিল একটা কান, সেদিকে হাত বাড়াল গানম্যান; এবার অন্য কানের লতিও গায়েব করে দিল ক্রেগ।

ঘুরে দাঁড়াল ফ্রিম্যান, এলোপাতাড়ি পা ফেলে দৌড়ুতে শুরু করল। উদ্যত পিস্তল হাতে তাকে ধাওয়া করল বার্ট ক্রেগ। 'ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে যাও, ফ্রিম্যান! আবার তোমার চেহারা দেখলে খুন করে ফেলব!

'তুমি কঠিন লোক নও—কঠিন লোকের মোকাবিলা করার তাকৎ কোন কালেই ছিল না তোমার। মেয়েদের সঙ্গে চোটপাট দেখাতে পারো, ব্যস! স্যাডলে চাপো এবার, দূর হয়ে যাও!'

ইচ্ছা করে ঘুরে দাঁড়াল ক্রেগ, নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এল। স্যাডলে উঠে শেরিফের দিকে তাকাল সে। 'ধন্যবাদ, কলিনস।'

অ্যান ওর সঙ্গে যোগ দিলে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ক্রেগ। 'হার্পার, তোমার লোকদের বলো আমাদের গরু ফিরিয়ে দিয়ে আসতে। সময় করে একদিন চলে এসো তুমি, আমাদের ওখানে সাপারের আমন্ত্রণ রইল।'

আরও কিছুদূর এগোনোর পর অ্যানের উদ্দেশে ক্রেগ বলল, 'আমার মনে হচ্ছে প্রতিবেশী হিসাবে খারাপ হবে না হার্পার। মেজাজটা একটু গরম, তবে ওর জায়গায় আমি থাকলে হয়তো এই রকম কিছুই করতাম।'

একটু বিরতির পর আবার বলল, 'জলদি করো, জনি বোধ হয় চিন্তা করছে—একা একটা দুর্গ সামলাতে হচ্ছে বেচারাকে!'

ওরা উঠানে ঢুকতেই হাতের ভাঁজে রাইফেল ফেলে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল জনি।

সূর্য বিদায় নেয়ার তোড়জোড় করছে, শান্তির আশ্বাস চারদিকে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ইঙ্গিত

লিভারি আস্তাবলের দেয়াল ঘেঁষে রাখা খড়ের গাদায় বসে মনোযোগ দিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল লোকটা—একহারা গড়ন, মেদহীন পেটা শরীর; চোখজোড়া ছোট ছোট; হালকা দাড়ির আস্তরণ গালে। প্যাগোসায় আগন্তুক সে, কিন্তু এখন পর্যন্ত লোকজনের সঙ্গে পরিচিত হবার ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখা যায়নি তার।

'বাজি ধরে বলতে পারি মরে এতক্ষণে ভূত হয়ে গেছে,' বলল লোম্যাক্স, 'টাকা হাতে পাওয়ার পর আর ওকে বাঁচিয়ে রাখতে যাবে কেন ডাকাতরা?'

'মারা যাক কি বেঁচে থাকুক, কি এসে যায় তাতে—আমরা তো পথে বসেছি—ওর সঙ্গে আমাদের সব টাকা উধাও হয়ে গেছে!'

'বাটলারকে খুন করা হয়েছে নাকি?' প্রশ্ন করল লোম্যাক্স, লালচে কঠিন চেহারার রগচটা মানুষ সে, তার নীল চোখে এখন উৎকণ্ঠার ছাপ। 'তবে তো ওর কাছ থেকে কোন তথ্য পাওয়ার আশা নেই!'

'সমস্যা তো এখানেই,' বলল ব্র্যাক, 'আমাদের হাতে কোন তথ্য বা সূত্র নেই। আমাদের ব্যাঙ্ক থেকে পনেরো হাজার ডলার নিয়ে শহরের পথ ধরেছিল ওরলি, নিক বাটলার ওর বডিগার্ড হিসাবে ছিল। বাটলার মারা গেছে। ওর পিস্তল থেকে দু'বার গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। লাপাত্তা হয়ে গেছে ওরলি।

'ওরলি যে আমাদের টাকা নেয়নি এটা পরিষ্কার,' বলল লোম্যাক্স, 'তাহলে বাটলারকে পেছন থেকে গুলি করে হত্যা করত, কারণ সে জানত বাটলার চালু গানম্যান। অযথা সামনে থেকে গুলি চালানোর ঝুঁকি নিতে যেত না!'

'জুড ওরলি তেমন লোকই না,' প্রতিবাদ জানাল লকহার্ট, 'শতকরা একশো ভাগ সৎ এবং বিশ্বাসী।'

ধুলো মলিন কালো হ্যাট মাথায় আগন্তুক এবার পায়ের ওপর পা তুলে দিল, তারপর বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওদের কি ট্রেইলিং করছে কেউ এখন?' কণ্ঠস্বরে কর্কশ অস্বাভাবিক সুর ধ্বনিত হলো।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লোম্যাক্স। প্রথমবারের মত আগন্তুকের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। 'ট্রেইল থাকলে তো!' বলল সে। 'কাজটা যে বা যারাই করে থাকুক স্রেফ হাওয়ায় উবে গেছে। ট্রেইলের খোঁজ করেছি আমরা। শহর অভিমুখী রাস্তার ওপর পড়েছিল বাটলারের লাশ, ব্যস, এ ছাড়া আর কোন কিছু চোখে পড়েনি আমাদের।'

'ট্রেইল নেই, এটা হতেই পারে না,' জোরের সঙ্গে বলল আগন্তুক। 'কিন্তু

BanglaBook.org

এখানে দাঁড়িয়ে তোমরা সারা জীবন গলাবাজি করলে কি টাকা ফেরত আসবে নাকি! স্কাউটিং করছ না কেন? একটা না একটা ট্র্যাক সব সময়ই পাওয়া যায়!'

'কিন্তু খুঁজব কোথায়?' বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বেন। 'শুরু করার জন্যেও তো একটা জায়গা দরকার। আর বলেছি তো ট্রেইল বলে কিছু নেই অকুস্থলে!'

স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ পড়ল এবার আগন্তুকের চেহারায়, তবে ধৈর্য হারাল না। আস্তে আস্তে খড়ের গাদা থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'আমার টাকা খোয়া গেলে আমি ঠিকই তার খোঁজে বেরিয়ে পড়তাম!' কথাটা বলে সে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর রাস্তা বরাবর স্টার স্যালুনের উদ্দেশে হাঁটা ধরল।

'দাঁড়াও! অ্যাই, থামো!' চেঁচিয়ে উঠল কাস লকহার্ট। 'আরে, শুনে যাও এদিকে!'

আবার ঘুরল আগন্তুক, ধীর কদমে ফিরে এল ওদের কাছে। বিস্মিত চেহারায় বাকি সবাই লকহার্টকে দেখছে।

'কি নাম তোমার, ফ্রেণ্ড?' জিজ্ঞেস করল লকহার্ট।

'এর আগে যেখানে ছিলাম সেখানে আমাকে সবাই হ্যাণ্ডি ডাকত, তোমরাও এ—নামেই ডাকতে পারো।'

'ঠিক আছে, হ্যাণ্ডি,' বলল লকহার্ট, 'অনেক তো বড় বড় বুলি আওড়ালে এইমাত্র—টাকাটা তোমার হলে নাকি ঠিকই খুঁজতে বেরুতে! ঠিক আছে, ওই টাকার সঙ্গে আমার চার হাজার ডলার ছিল, র‍্যাঞ্চের সব গরু বিক্রি করে পেয়েছিলাম টাকাটা। ধরে নাও ওই চার হাজারের অর্ধেক এখন তোমার—যদি উদ্ধার করতে পারো। আউট-লরা তোমার দুই হাজার ডলার ছিনিয়ে নিয়ে গেছে—এবার দেখা যাক কিভাবে তুমি তার হদিস করো!'

কোমরের বেল্টে বুড়ো আঙুল গুঁজল হ্যাণ্ডি। 'টাকা খোয়া যাওয়ায় তোমার পথে বসার দশা হয়েছে বলছিলে, সত্যিই কি তাই?' জানতে চাইল সে।

'খালি আমি একা নই,' বলল লকহার্ট, 'টাকাগুলো যদি উদ্ধার করা না যায় পথের ফকির হয়ে যাব আমরা সবাই।'

'ঠিক আছে, লকহার্ট,' বলল হ্যাণ্ডি, 'তোমার কথা বলার ধরন আমার ভাল লেগেছে। একটা শর্তে আমি ওই দুই হাজার ডলার নিতে রাজি হতে পারি। টাকা উদ্ধার করতে পারলে আমাকে তোমার র‍্যাঞ্চের ফুল পার্টনার করে নিতে হবে। তোমার র‍্যাঞ্চের নামটা যেন কি?'

'এস এল ব্র্যাণ্ডটা আমার,' বলল লকহার্ট।

লাফিয়ে উঠল লোম্যাক্স, 'আরে, বলে কি, এত থাকতে—'

দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ছিল সিগো লকহার্ট, হাতজোড়া কোমরে রাখা, হ্যাণ্ডির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল সে। এ লোক একজন রাইডার সন্দেহের অবকাশ নেই তাতে; হাবভাবে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস ঠিকরে পড়ছে; লকহার্টের

BanglaBook.org

পছন্দ হয়ে গেল হ্যাণ্ডিকে।

'টাকা উদ্ধার করো, আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি!'

'আমার থাকার ব্যবস্থা করে রেখো তাহলে,' বলল হ্যাণ্ডি, 'কয়েকদিনের মধ্যেই আবার ফিরে আসব আমি—টাকাসহ।'

ঘুরে স্টার স্যালুনের দিকে পা চালাল আবার হ্যাণ্ডি। বারে এসে বিয়ারের ফরমাশ দিল। গ্লাসে চুমুক দিয়ে বারের ওপর নামিয়ে রাখল ওটা।

'বাটলারের মৃত্যুটা দুঃখজনক,' কোন প্রশ্ন ছাড়াই কথা বলে উঠল বারটেণ্ডার। লম্বাটে লোকটা গল্পবাজ, বোঝা গেল। লোকটার মাথার চুল খড়ের মত, চোখজোড়া কেমন যেন টলটলে—এখুনি পানি গড়িয়ে পড়বে বুঝি!

'একই কথা তো ওরলির বেলায়ও খাটে,' বলল হ্যাণ্ডি, 'ওকেও হয়তো মেরে ফেলবে আউট-লরা—তখন ওর ছেলেপিলের ভাগ্যে দুর্গতির বোঝা নেমে আসবে!'

'ওরলির ছেলেপিলে? আরে ওর কোন ছেলেপিলে নেই—অন্তত আমি যদ্দূর জানি!'

'কিন্তু ওর মেয়েমানুষটার কি হবে?'

'তার কথা তুমি জানো তাহলে?' বলল বারটেণ্ডার। 'যদ্দূর শুনেছি তাতে আমার ধারণা এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না ক্লডিয়া। একটা জিনিস নাকি মেয়েটা! সন্দেহ নেই বুড়ো জুড ওরলিকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছিল সে এতদিন। ওই মেয়ের প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছিল ওরলি। মেয়েটাকে দেখার জন্যে সারাক্ষণ কেমন যেন উতলা হয়ে থাকত!'

'ক্লডিয়া? চেরিহিলের সেই মেয়েটা না?'

'চেরিহিল? আরে না, বোধহয় অন্য কারও কথা ভেবেছ তুমি! ক্লডিয়ার কোন জুড়ি নেই এদিকে। স্প্যানিশরা নাকি এমনিতেই দেখতে দারুণ হয় বলে শুনেছি, যদিও আমি আজতক নিজের চোখে দেখিনি কাউকে, ক্লডিয়া নাকি সেই তুলনায় অসাধারণ!'

বিয়ার শেষ হলে খানিক কথাবার্তা বলে ধীর পায়ে স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল হ্যাণ্ডি। সিগো লকহার্টকে দেখতে পেল না কোথাও; কিন্তু বোর্ডওঅকে পা রাখতেই ঝড়ের মুখে পড়ে গেল সে।

পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি আকারের একটা ঝড়, ধ্বংস ডেকে আনার মতই তার গড়ন! অ্যান লকহার্ট। মেয়েটার মাথায় লাল রঙের চুল, নাকের ডগায় অসংখ্য তিল যেন জড়াজড়ি করে বসে আছে; ঠোঁটজোড়া স্বাভাবিক অবস্থায় হয়তো সুন্দরই লাগবে, কিন্তু এ মুহূর্তে সরু একটা রেখার মত পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে। ওঅক বরাবর গটগট করে এগিয়ে এল সে, মুখোমুখি হলো হ্যাণ্ডির।

'এই যে, শোনো! বাবাকে উল্টা পাল্টা বুঝিয়ে র‍্যাঞ্চের অর্ধেকটা নাকি হাতিয়ে নেয়ার ফন্দি করেছ তুমি? আরে হতচ্ছাড়া, মড়াখেকো, কাকের

BanglaBook.org

ছানা—তোমার চোখজোড়া খুলে নেব বলে দিচ্ছি!'

'সেটা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছ তুমি, ম্যাম,' হালকা ঢঙে বলল হ্যাণ্ডি। 'কিন্তু সমস্যাটা কোথায়? তোমরা টাকা ফেরত চাও না নাকি?'

'চাই না মানে? অবশ্যই চাই! কিন্তু সেজন্যে বাবাকে অমন একটা অদ্ভুত চুক্তিতে বেঁধে ফেলার কোন অধিকার নেই তোমার! তাছাড়া, টাকাটা উদ্ধার করতে পারবেই, এমনটা ভাবছ কি করে—তুমি নিজেই যদি আউট-লদের একজন না হও?'

'র‍্যাঞ্চেই থাকো তুমি?' মসৃণ কণ্ঠে জানতে চাইল হ্যাণ্ডি।

'নইলে কোথায় থাকব? শেয়ালের গর্তে?' ঝাঁঝিয়ে উঠল মেয়েটা।

'কি করে বলি, ম্যাম! তবে শেয়ালের গর্তে তুমি থাকতে গেলে ও বেচারাও দুঃখে পালিয়ে বাঁচবে! সে যা হোক, এসএল র‍্যাঞ্চ আমার চমৎকার বাসস্থান হতে যাচ্ছে, বুঝতে পারছি বেশ।'

রাস্তায় নেমে রেইলে বাঁধা গম্ভীর চেহারার হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা বাকস্কিনের জিনের পেটি শক্ত করে বাঁধল হ্যাণ্ডি।

'আমি ওল্টানো ডিম পোচ, নরম বেকন, ডোনাট আর কালো কড়া কফি খুব পছন্দ করি, ম্যাম। আজ থেকে আমার পথ চেয়ে থেকো, ফিরে এসে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করব আমরা!'

লাগাম টেনে বাকস্কিন ঘুরিয়ে নিল হ্যাণ্ডি, উঠে বসল স্যাডলে; তারপর রাস্তা বরাবর দুলকি চালে এগোতে শুরু করল। ওকে অনুসরণ করল মেয়েটার কণ্ঠস্বর, তার কথাগুলো অশ্লীল না হলেও এমন সুরে উচ্চারণ করছে মনে হচ্ছে যেন খিস্তির তুফান তুলছে।

'একেই বলে প্রাণ চাঞ্চল্য!' বাকস্কিনের উদ্দেশে বলল হ্যাণ্ডি, 'ঠিক আমার যেমন পছন্দ!'

কানজোড়া মাথার সঙ্গে মিশিয়ে দিল বাকস্কিন, যেন বলতে চায়: আগামীকাল কুয়াশা ঢাকা সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো, কাউহ্যাণ্ড, তারপর দেখবে প্রাণ চাঞ্চল্য কাকে বলে!'

হনডো শহরটাকে প্যাগোসার যমজ বলে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যায়; তফাৎ একটাই: এখানকার স্যালুনটার অবস্থান রাস্তা বরাবর আরও দু'বাড়ি সামনে, রেমুডা নামে পরিচিত—বোধ হয় মাত্রাতিরিক্ত স্টাড পোকা চলে বলেই নামটা জুটেছে স্যালুনের ভাগ্যে।

বারটেণ্ডার বিশালবপু, গোলাকার, গোলগাল চেহারা তার। কথাবার্তায় আইরিশ টান সুস্পষ্ট। 'আমি কিন্তু ফাইটিং আইরিশ নই,' বলল সে, 'শান্তিপ্রিয়দের একজন; চল্লিশোর্ধ স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী ফর্সা মেয়েদের আমার ভাল

BanglaBook.org

লাগে।'

'তাহলে তো ক্লডিয়াকে তোমার ভাল না লাগারই কথা,' মন্তব্য করল হ্যাণ্ডি। 'শুনেছি ওই মেয়েটা নাকি হালকা পাতলা, গায়ের রঙ কালো, আর বয়স মাত্র বিশ বছর।'

'দেখো, কাউবয়, মাথায় কোন বদচিন্তা থাকলে ভুলে যাও,' বলল বারটেণ্ডার, 'ক্লডিয়ার নাম উচ্চারণও কোরো না। বয়স কম হয়নি তার, সাইড লাইনের দর্শক হিসাবে আমার চোখে ওর বয়স তিরিশের কোঠায় বলেই মনে হয়। সে যাই হোক, অন্য লোকের সম্পত্তি সে।'

'ওরলির কথা অবশ্য শুনেছি আমি,' মন্তব্য করল হ্যাণ্ডি।

প্রশ্রয়ের হাসি দেখা গেল এবার বারটেণ্ডারের ঠোঁটে, ভাবখানা: *কিছুই অজানা নেই বাবা আমার!* 'ধারণাটা একেবারেই ওরলির মনগড়া,' বলল সে, 'ক্লডিয়া আসলে ম্যাকবারলিনের মেয়েমানুষ। ক্লডিয়া ওরলিকে কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে দিত কারণ বোকা লোকটা প্রায়ই এটা সেটা উপহার দিত ওকে, ব্যস, এর মধ্যে অন্য কিছু নেই!'

'বিশ্বাস করো,' জনশূন্য স্যালুনের চারদিকে একবার নজর বোলাল বারটেণ্ডার, তারপর গলা একেবারে খাদে নামিয়ে আবার বলল, 'মেয়েটার মাথায় যদি বুদ্ধি থাকে তাহলে ম্যাকবারলিনের সঙ্গে অন্তত কোনদিন কোন রকম হঠকারিতা করার কথা চিন্তাই করবে না!'

'ম্যাকবারলিনের নাম শুনেছি আমি,' বলল হ্যাণ্ডি, আসলে শোনেনি, 'ওর সাঙাতদের নামও!'

'শহরে যদি থাক, দিন শেষ হবার আগেই আরও অনেক কিছুই হয়তো শুনতে পাবে,' বলল বারটেণ্ডার, 'গতকাল সদলে ফিরে এসেছে ম্যাকবারলিন। শর্টি ব্র্যাক, উইং বার্ট আর গ্যান ক্যারেরোসহ বেশ কয়েকজন আছে তার সঙ্গে।'

'আর বলো না,' বলল হ্যাণ্ডি, বিয়ারটুকু শেষ করল ও। 'ধরে নাও ক্লডিয়ার কথা কস্মিনকালেও শুনিনি আমি। যতক্ষণ হনডোয় থাকছি ব্লণ্ডিদের সঙ্গেই সময় কাটাব।'

ওর কথায় সায় দিয়ে শব্দ করে হাসল বারটেণ্ডার। স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল হ্যাণ্ডি। একটা চেয়ার দেখে আরাম করে বসল তাতে, বিকেলটা চোখ বুজে কাটিয়ে দেয়ার কথা ভাবছে।

'মানুষের বড় দোষ হলো,' আপনমনে বলল হ্যাণ্ডি, *'নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনে। নিজের অজান্তেই চলার পথে নানা চিহ্ন ফেলে যায়। কোথায় গেছে একজন লোক তার ট্র্যাক যদি না মেলে ব্যাক ট্র্যাক করে এসেছিল কোত্থেকে সেটা ঠিকই বের করে ফেলা যায়। এল প্যাসোতে এক টেণ্ডারফুটের কাছে শোনা সার্চেস লা ফ্যাসিতে এসে দাঁড়ায় ব্যাপারটা। কাউকে যদি খুঁজে বের করতে চাও,*

BanglaBook.org

বলেছিল লোকটা, আগে তার মেয়েমানুষটার খোঁজ করো। ছোকরা ঠিকই বলেছিল, কোন ভুল নেই তার তত্ত্বে!

তিনজন লোককে জোর কদমে ঘোড়া হাঁকিয়ে হ্যাণ্ডির ঘোড়ার পাশে হিচ রেইলে থামতে দেখা গেল। স্যাডল থেকে লাফিয়ে নামল তারা। কালো মত ছিপছিপে গড়নের লোকটাই বোধ হয় ক্যারেরো, ভাবল হ্যাণ্ডি, খাটো পায়ের লোকটা উইং বার্ট আর কঠিন চেহারার কটা-রঙ চুলঅলা লোকটা নিশ্চয়ই শর্টি ব্র্যাক।

তিনজনের উপস্থিতি সম্পর্কে যেন কোন আগ্রহই নেই, এমনি ভাব করে একটা সিগারেটরোল করতে শুরু করল হ্যাণ্ডি। ওর কোমরে বাঁধা হোলস্টারের পিস্তলজোড়া তিনজনের নজর কেড়ে নিল। নিচু কণ্ঠে দু'জনের সঙ্গে কি যেন আলাপ করল একজন। হ্যাণ্ডি ওদের দিকে তাকালই না।

বোর্ডওঅকে পা রাখল উইং বার্ট। 'এই তুমি, লাইভ ওক কান্ট্রি থেকে এসেছ নাকি?'

'তা আসতেও পারি,' বলল হ্যাণ্ডি, 'কিংবা পাউডার রিভার কি রুবি হিলস থেকে; তোমার বেলায়ও তো একই কথা খাটে, কিন্তু কই আমি জিজ্ঞেস করছি না কিছু!'

হাসল বার্ট। 'জিজ্ঞেস করছি না, ফ্রেণ্ড। আসলে তোমাকে চেনা চেনা লাগছে কিনা!'

আর কিছু না বলে ভেতরে চলে গেল তিনজন। দরজা বন্ধ হবার আগে বার্টের কথাগুলো শুনতে পেল হ্যাণ্ডি। 'কোথায় যেন ওকে দেখেছি আমি। কোন সন্দেহ নেই...'

হাতের সিগারেটটার দিকে তাকাল হ্যাণ্ডি। ধূমপানের অভ্যাস নেই ওর, এটা ধরাবার ইচ্ছাও ছিল না। কেবল হাত দুটোকে ব্যস্ত রাখতেই এই ব্যবস্থা। বোর্ডওঅকে ফেলে দিল সিগারেট, লক্ষ রাখল যাতে পাটাতনের ফাঁক গলে নিচের আবর্জনার ওপর না পড়ে, বুটের তলায় পিষে নিভিয়ে ফেলল।

একটা কিছুর গন্ধ পেয়ে গেছে ও, কিন্তু কি সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারছে না এই মুহূর্তে। এখন হয়তো ক্লডিয়ার সান্নিধ্যেই সময় কাটাচ্ছে ম্যাকবারলিন, সম্ভাবনা প্রবল। অধিকাংশ লোক আউট-লদের পিছু ধাওয়া করার সময় দৌড়ে ঘোড়াকে ক্লান্ত করে ফেলে, সময় নষ্ট করে খামোকা। চোরাবে আরাম করে বসে ট্রেইল করাই হ্যাণ্ডির কাছে অনেক সুবিধাজনক বলে মনে হয়, যদিও জীবনের বেশিরভাগ সময় স্যাডলেই কাটিয়েছে ও।

কি ঘটেছে জুড ওরলির ভাগ্যে? এটা অবশ্য পরেও জানা যাবে। কিন্তু টাকাগুলো কোথায়?

ক্লডিয়ার প্রেমে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল জুড ওরলি, অথচ ম্যাকবারলিনের

BanglaBook.org

মেয়েমানুষ সে। ওই মেয়ের সামনে নিজেকে বিরাট কিছু প্রমাণ করার জন্যে সম্ভবত বিরাট অঙ্কের টাকা বহন করার দায়িত্ব পাওয়ার বিষয়টি ফাঁস করে দিয়েছিল, ক্লডিয়া ম্যাকবারলিনের কানে তুলেছে সেই সংবাদ। তারপর যা স্বাভাবিক সেটাই ঘটেছে। অনেকদিন আগে থেকেই সৃষ্টি হয়ে আছে এই ট্রেইলগুলো!

ঘোড়া নিয়ে লিভারি আস্তাবলে চলে এল এবার হ্যাণ্ডি লিভারি আস্তাবল, জানা আছে ওর, ঠিক নাপিতের দোকানের মতই। নানা রকম গুঞ্জন ভেসে বেড়ায় এখানকার হাওয়ায়। কান পেতে শোনার কায়দা জানা থাকলে প্রয়োজনীয় তথ্য জোগাড় করা কঠিন হয় না। বাকস্কিনসহ আস্তাবলে ঢুকল হ্যাণ্ডি, দুটো সিকির বিনিময়ে ওটার রাতের থাকার ব্যবস্থা করল, তারপর জানোয়ারটাকে অবাক করে দিয়ে ওটার শরীর দলাইমলাই শুরু করে দিল।

এই অদ্ভুত আচরণের জুৎসই প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিত বুঝতে পারল না বাকস্কিন। এতদিন কেবল ট্রেইলে কঠোর পরিশ্রমের পরেই এধরনের আদরের স্বাদ পেয়ে এসেছে সে। আজ বলতে গেলে তেমন কোন খাটুনিই হয়নি। তবে দলাইমলাইয়ের ফলে হ্যাণ্ডির প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল ঘোড়াটা, তবু লাফ-ঝাপ দিয়ে খানিক প্রতিবাদ জানানো দরকার বলে ভাবল। যা হোক ভাবনায় ডুবে থাকলেও সাধারণত এ সুযোগ ঘোড়াটাকে দেয় না হ্যাণ্ডি। শান্ত হলো বাকস্কিন, কিন্তু চিন্তাটা তার মাথায় রয়েই গেল।

হনডো-য় আসার আগে একটানা দু'দিন প্যাগোসার লিভারি আস্তাবলের আশপাশে ঘুরেছে হ্যাণ্ডি, ওখানেই জানতে পেরেছে সেকোর ওদিকে ছোটখাট একটা র‍্যাঞ্চ আছে জুড ওরলির—লেযি-ও ব্র্যাণ্ড। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওর জানা হয়ে গেল এখানকার আস্তাবলে লেযি-ও ব্র্যাণ্ডের কোন ঘোড়া নেই; তবু অপেক্ষা করতে লাগল, কান পেতে শোনার চেষ্টা করল।

রাত ঘনিয়ে এলে ফের বাকস্কিনের পিঠে স্যাডল চাপাল ও, তারপর ঘোড়াটাকে তৈরি অবস্থায় আস্তাবলে রেখে বেরিয়ে এল রাস্তায়। অন্ধকার রাত, তবে ফুটঘুটে অন্ধকার নয়, তারাগুলো নিচে নেমে এসেছে বলে মনে হচ্ছে, যেন লম্বা কোন লোক একটা লাঠি বাড়ালেই ছুঁয়ে ফেলতে পারবে! আস্তাবলের দেয়াল বরাবর রাখা একটা বেঞ্চে বসে পড়ল হ্যাণ্ডি। রাস্তার ওদিকে স্যালুন থেকে পিয়ানোর বেসুরো আওয়াজ ভেসে আসছে। যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওটা বাজাচ্ছে বাদক। মাঝে মাঝে অবশ্য শত শত বছর প্রাচীন আন্দালুসির সমভূমির পল্লীগানের সুর তুলছে সে। স্প্যানিশ সুর কানে আসছে হ্যাণ্ডির। স্থির চারদিক। স্যালুন থেকে হাসির আওয়াজ শোনা গেল একবার। মাঝে মাঝে পোকার চিপসের শব্দও শোনা যাচ্ছে।

রাস্তার ও প্রান্তে একটা দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল অবশেষে, লণ্ঠনের আলো এসে লুটিয়ে পড়ল বাইরের অন্ধকারে। তারপর বিশালদেহী এক লোককে

BanglaBook.org

অস্থির পদক্ষেপে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল আবার। বোর্ডওঅকে স্পারের ঝুনঝুন আর বুটের খটাখট শুনতে পেল হ্যাণ্ডি। একটু পরেই রেমুভার ব্যাটউইং ডোরের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে আসা আলোয় বিশাল লোকটাকে ভেতরে পা রাখতে দেখল ও। মাথায় কালো হ্যাট আর গায়ে কালো শার্ট লোকটার, হ্যাণ্ডলবার গোঁফজোড়াও কালো, বাঁকা। ম্যাকবারলিন।

এবার উঠে দাঁড়াল হ্যাণ্ডি। হাত দিয়ে গালের দাড়ি ঘষতে ঘষতে ভাবল এই চেহারায় কোন মহিলার সঙ্গে দেখা করা ঠিক হবে কিনা! কিন্তু—স্যালুনের উল্টোদিকের বোর্ডওঅক বরাবর পা চালাল হ্যাণ্ডি। ম্যাকবারলিন খানিক আগে যে গেট গলে বেরিয়ে এসেছে সেটা ঠেলে ঢুকে পড়ল বাড়ির সীমানায়।

পোর্চে পা রাখতে গিয়ে দ্বিধায় ভুগল ও, তারপর হেঁটে একপাশে চলে এল, জানালার ধারে জন্মানো গোলাপ ঝাড় পাশ কাটাল। জানালা দিয়ে মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে ভেতরে। পরিপূর্ণ একজন নারী। ক্লডিয়া! হ্যাণ্ডির মনে হলো এই মেয়ে নিজের চাহিদা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল এবং তা আদায় করার কৌশলও তার করায়ত্ত।

ইণ্ডিয়ান কায়দায় নিঃশব্দে পেছন দরজার কাছে চলে এল হ্যাণ্ডি। ক্যানভাসে ঢাকা আউটার-ডোর খোলার চেষ্টা করল। খুলে গেল কবাট ভেতরে উষ্ণ পরিবেশ। গরম ভাপ লাগল গায়ে। খাবারের সুবাস লাগল নাকে, কফির গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে!

আলোকিত একটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল হ্যাণ্ডি। আচমকা উদয় হলো ক্লডিয়া, দাঁড়িয়ে পড়ল ও চট করে। দম আটকে গেল ক্লডিয়ার। তবে কোন শব্দ করল না সে 'কে তুমি?' জানতে চাইল। ক্লডিয়া,বুঝতে পারল হ্যাণ্ডি, সহজে বিচলিত হবার নয়

'ড্রিফটিং কাউহ্যাণ্ড, গরম কফির গন্ধে হাজির হয়েছি,' বলল ও, 'ভাবলাম একটু আলাপও করা যাবে তোমার সঙ্গে।'

'তোমার সঙ্গে আমার কিসের আলাপ!' বলল ক্লডিয়া, 'আমার লোক ফিরে আসার আগেই মানে মানে বিদেয় হও এখান থেকে!'

'ম্যাকবারলিনের কথা বলছ···নাকি ওরলি?'

ক্লডিয়ার চমৎকার দু'চোখ একটু যেন ম্লান হয়ে গেল, শীতল সতর্ক দৃষ্টি ফুটে উঠল সেখানে। 'সাধা থাকতে থাকতে কেটে পড়ো! ম্যাকবারলিন ফিরে এসে যদি—'

'ক্লডিয়া, বলল হ্যাণ্ডি, ওকে বাধা দিয়ে, 'তুমি দেখতে অপরূপ এবং বুদ্ধিমতী। নিশ্চয়ই বোঝ যে ওরা টাকা ভাগ করার পর তোমার ভাগ্যে তেমন বেশি কিছু জুটবে না। তোমার কষ্টের কাছে কিছুই হবে না সেটা তোমার মত একটা মেয়ের কাছে এই সামান্য কটা টাকা কিছুতেই যথেষ্ট হতে পারে না।'

'কি বলছ বুঝতে পারছি না আমি।'

'কিন্তু যদি ধরো আমরা দু'জনে টাকাটা ভাগ করে নিই তাহলে! আমরা দু'জনই লোভী, তাই না? অল্প সময়ে অনেক টাকা পেতে চাই। সেক্ষেত্রে অর্ধেকে আমার সন্তুষ্ট হবার কথা নয়। তিন বা চারভাগের একভাগ নেয়ার প্রশ্ন তো অবান্তর। একাই সটকে পড়ার চেষ্টা করব আমি। বুঝতে পারছ কি বলতে চাইছি? তুমি যদি চাও—'

মেয়েটার চোখে এবার শীতল দৃষ্টি ফুটে উঠল। মনে মনে হিসাব কষছে সে, বোঝা যায়। সুন্দরী কিন্তু র‍্যাটলারের মতই ভয়ঙ্কর ক্লডিয়া। মৃদু শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো হ্যাণ্ডির। বুঝতে পারল মেয়েটার সামনে যতক্ষণ আছে মুহূর্তের জন্যেও অসাবধান হওয়া চলবে না। ম্যাকবারলিন কি জানে ডিনামাইট নিয়ে খেলছে সে?

'কফি হলে কেমন হয়, ক্লডিয়া?'

'দিচ্ছি,' বলল মেয়েটা।

দুটো কাপে কফি ঢালল ক্লডিয়া। চেহারায় নিরাসক্ত ভাব ফুটিয়ে তার দিকে খেয়াল রাখল হ্যাণ্ডি।

'এখানে তুমি নতুন,' নিচু প্রায় আন্তরিক কণ্ঠে বলল ক্লডিয়া। হ্যাণ্ডির মনে হলো: কাউহ্যাণ্ডরা ঘোড়ার মুখে বিট পরানোর সময় ঠিক এভাবেই কথা বলে!

'অনেক জায়গাতেই আমি নতুন ছিলাম।'

'তোমার কথা কি আগে শুনেছি আমি?'

'উইং বার্টের ধারণা সে আমাকে চেনে।'

'তাহলে ঠিকই মনে করতে পারবে সে,' বলল ক্লডিয়া, 'কাউকে—কিছুই ভোলে না উইং।'

'তার আগেই সে অতীত হয়ে যেতে পারে,' বলল হ্যাণ্ডি, 'টাকার পরিমাণ অনেক বেশি, ক্লডিয়া, আর ফ্রিসকো শহরটা বিশাল।'

'কোন টাকার কথা বলছ?'

'যেটার পেছনে লেগেছিলাম আমি। কয়েক দিন আগে প্যাগোসায় একটা খবর ছড়িয়ে পড়ে—অনেকগুলো গরু পানির দরে বিক্রি হয়েছে। র‍্যাঞ্চাররা টাকার অভাবে বাধ্য হয়ে গরু বিক্রি করে দিয়েছে। এ খবর শোনার পর জায়গা বেছে অপেক্ষা করছিলাম আমি। কিন্তু রাস্তার একটু বেশি ভেতরে অবস্থান নিয়ে ফেলেছিলাম!'

'তারপর?' ওকে বোঝার চেষ্টা করছে এখন মেয়েটা, ভাবল হ্যাণ্ডি, বিচার করছে।

'কি করে বলব? টাকার চেহারাও দেখতে পাইনি। তবে ওরলি আর তোমার কথা কানে এল তারপর। ম্যাকবারলিনের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের কথা আগেই

BanglaBook.org

জানা ছিল আমার, যেটা ওরলি জানত না। দুইয়ে দুইয়ে সহজেই চার মিলিয়েছি আমি। পনেরো হাজার ডলার—অনেক টাকা!'

'তোমার খাতিরে আমি ম্যাকবারলিনের সঙ্গে বেঈমানী করব ভেবেছ?'

'আমার খাতিরে কে বলল?' পাল্টা প্রশ্ন করল হ্যাণ্ডি। 'তবে ম্যাকবারলিনের কাছ থেকে যা পেতে তার তুলনায় আমার সঙ্গে যোগ দিলে অনেক বেশি টাকা পাবে তুমি। এ প্রস্তাব তোমার পছন্দ হওয়া উচিত।'

ওকে জরিপ করল ক্লডিয়া। 'শেভ করলে কিন্তু দেখতে ভালই লাগবে তোমাকে, আর ঠিকমত পোশাক আশাক গায়ে চাপালে ম্যাকবারলিনের চেয়েও দারুণ দেখাবে!'

'এখন বুঝতে পারছ তো টাকার কি ক্ষমতা?' বলল হ্যাণ্ডি। 'এখনই আমাকে ভাল লাগছে তোমার।' তোমার অবশ্য সেসবের প্রয়োজন হবে না আমার মত—এর আগে আমি কখনও একটা মেয়ের মধ্যে এত রূপের ছটা দেখিনি। এমন রদ্দি একটা শহরে তোমার মত মেয়ের দেখা পাওয়ার পর এখন আমার দৈবে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছে!'

'ম্যাকবারলিন যদি এখানে তোমাকে দেখে দৈবের সাহায্য ছাড়া রেহাই পাবে না, তার সাঙাতগুলোর খপ্পরে পড়লেও রক্ষা নেই। বিশ্বাস করো প্রশ্ন করার আগে গুলি করবে ওরা!'

হাসল হ্যাণ্ডি। 'ম্যাকবারলিনের স্বভাব আমার জানা আছে।'

'ওকে ভয় পাওনি মনে হচ্ছে! আসলে তুমি কে?'

'এদিকে আমাকে লোকে হ্যাণ্ডি ডাকে,' বলল হ্যাণ্ডি, 'কোথাও কোথাও আবার সনোরা জ্যাক নামেও পরিচিত আমি।'

'সনোরা জ্যাক!' দম আটকে যাবার দশা হলো ক্লডিয়ার। 'কিন্তু তুমি—তোমার তো *জেলে* থাকার কথা!'

'হ্যাঁ -হ! একটা ব্যাজার হোল-এ আমার ঘোড়াটার পা আটকে গিয়েছিল বলে সেবার আমাকে ধরে ফেলে ওরা। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ এখন আর বন্দী নই আমি। সাজার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।'

নীরব রইল ক্লডিয়া, জ্যাকের কাপ ভরে দিল আবার। নিঃসন্দেহে মনে মনে বিভিন্ন সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে মেয়েটা।

'টাকাগুলো কোথায়, ক্লডিয়া?' জিজ্ঞেস করল জ্যাক। 'যা করার এখনই করতে হবে। টাকা কোথায় রেখেছ আমাকে বলো, দেখবে সপ্তাহ ঘোরার আগেই লস অ্যানজেলেসে পৌঁছে গেছি আমরা দু'জন, ফ্রিসকোর পথ ধরব তারপর।'

'সেটা করার একটা পথই খোলা আছে,' বলল ক্লডিয়া, 'সাঙ্গপাঙ্গসহ ম্যাকবারলিনকে শেষ করে দিতে হবে তোমাকে।'

'কাজটা বেশ কঠিন।'

BanglaBook.org

কাপের দিকে তাকাল জ্যাক। আধ ঘণ্টাও হয়নি ম্যাকবারলিনের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ ছিল এই মেয়েটা, অথচ এখন তাকেই হত্যার কৌশল বাতলে দিচ্ছে। কোন ফাঁদ নয় তো?

ওর হাতে হাত রাখল ক্লডিয়া। 'সনোরা! সেটাই করো তাহলে। পুরস্কারের টাকাটাও ভাগ করে নিতে পারব আমরা। কেউ ধারণাই করতে পারবে না যে টাকাটা আমার কাছে আছে—ওরা গায়েব হয়ে গেলে ডিসমিস হয়ে যাবে মামলা-টাও। সবাই ভাববে মরুভূমির কোথাও মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে সমস্ত টাকা!'

'কোথায় টাকাগুলো, ক্লডিয়া?' জানতে চাইল জ্যাক, 'টাকা কোথায় বলো আর শটগানটা চালান করো এদিকে।'

শব্দ করে হাসল ক্লডিয়া, চোখজোড়া নেচে উঠল তার। টেবিল পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এল জ্যাকের কাছে। 'ওহ্, না! আগে শটগান দিয়ে আসল কাজ সেরে এসো, ফিরে এসে দেখবে টাকাসহ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি।'

মনে মনে খিস্তি করল জ্যাক। মেয়েটা এমন কিছু বলতে পারে জানা উচিত ছিল ওর। একান্ত বাধ্য না হলে অস্ত্রব্যবহার বা রক্তপাত ঘটানোর ইচ্ছা আদৌ ছিল না ওর। টাকাগুলো লকহার্টের জন্যে জীবন-মরণ সমস্যা, অন্যদের কথা যদি বাদও দেয়, তাই সম্ভব হলে এই টাকা ফিরিয়ে নিতে চায় ও। লকহার্টের র‍্যাঞ্চের অর্ধেক অংশ দাবি করার ব্যাপারটা নিছক স্বপ্নবিলাস। র‍্যাঞ্চার যেই জানতে পাবে ও-ই সনোরা জ্যাক, তারপর আর র‍্যাঞ্চের ত্রিসীমানায় ঘেষতে দিতে চাইবে না ওকে, পার্টনার হিসাবে গ্রহণ করার তো প্রশ্নই আসে না।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে ইতিমধ্যে: ক্লডিয়ার কাছেই আছে টাকাগুলো কিংবা সে জানে ওগুলো কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

ক্লডিয়ার দিকে তাকাল সনোরা জ্যাক। 'তুমি নিশ্চয়ই ভাবনি তোমাকে আমি বিশ্বাস করেছি। আমি আর তুমি—একই পথের পথিক আমরা। দু'জনই অনেক টাকা চাই আমরা। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না, আমাকেও বিশ্বাস করো না তুমি, যদিও একসঙ্গে কাজ করলে শেষ পর্যন্ত আমরা দু'জনই লাভবান হব।'

'আমাকে তাহলে কি করতে হবে?'

'এখুনি টাকাটা বের করে নাও। সমান দুটো ভাগ করে ফেলো। আমি আমার অংশ বুঝে নেয়ার পর তুমি ম্যাকবারলিনকে ডেকে বলবে এখানে হামলা করেছে এক লোক, ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে সে, তার জন্যে আমি তৈরি থাকব।'

মেয়েটার মনের কথা পরিষ্কার পড়তে পারল সনোরা জ্যাক। হারাবার কিছু নেই ক্লডিয়ার। দলের সঙ্গে থাকলে বড়জোর হাজার খানেক ডলার পড়বে হয়তো তার ভাগ্যে, আর ওর প্রস্তাবে রাজি হলে অর্ধেকটাই পেয়ে যাবে প্রথম সুযোগে আর বাকি অর্ধেকও পরে হাতিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা তো থাকছেই।

BanglaBook.org

খারাপ কিছু যদি ঘটেও যায়, অর্থাৎ প্রাণ হারায় সনোরা জ্যাক, সেক্ষেত্রেও ম্যাকবারলিনসহ তার দুএকজন চ্যালার অক্কা পাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আরও বড় হবে তার ভাগ!

সহসা একটা কথা মনে পড়ে গেল জ্যাকের। 'আচ্ছা, ওরলির কি হয়েছে? ওরও ভাগ আছে লুটের টাকায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটা। 'লোকটা বেকুবের হদ্দ ছিল। বাটলারের গতি করা গেলে টাকাসহ সটকে পড়তে পারবে বলে আমাকে জানিয়েছিল সে। উইং বার্ট আর ক্যারেরো লোকটাকে সরানোর কাজ সেরে দেয়। তারপর ওরলি যখন আমার সঙ্গে যোগ দিতে নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির হয় ওর জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল ম্যাকবারলিন। একেবারে পানির মত সহজে কাজটা সারে ও, বাধা দেয়ার সুযোগই পায়নি ওরলি।'

অন্ধকার ছায়া থেকে ক্লডিয়াকে দেখল জ্যাক। হ্যাঁ, পানির মত সহজ কিন্তু ভয়ঙ্কর! ঠিক এই মেয়েটার মত নির্মম, নিষ্ঠুর।

'চমৎকার। এবার এসো, ভাগ বাঁটোয়ারার পালা সেরে ফেলি আমরা!'

এক মুহূর্ত দ্বিধায় ভুগল ক্লডিয়া, তারপর এগিয়ে গেল কামরার একপাশে; বেস প্যানেলের একটা পাটাতন আলগা করে একটা ব্যাগ বের করে আনল। 'এই যে এটায় আছে সব টাকা।'

ওদের পেছনে দরজার কব্জায় মৃদু ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হলো, পরক্ষণে তরুণ অথচ শীতল একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'আমি নেব ওটা!'

অ্যান লকহার্ট!

নিমেষে সনোরা জ্যাকের সারা শরীরে একটা শিরশিরে অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। সর্বনাশ! টাকাগুলো ফিরিয়ে নিয়ে মালিকের হাতে তুলে দিতে চেয়েছে ও, একথা এখন আর মরে গেলেও বিশ্বাস করবে না কেউ!

কামরার ভেতরে এল মেয়েটা, অবিচল ওর হাতের বন্দুক। 'তুমি একেবারে যা-তা!' বলল জ্যাকের উদ্দেশে, 'আমাদের টাকা ফিরিয়ে দেয়ার ওয়াদা করে এখন এখানে এসে দুষ্ট মেয়েলোকটার সঙ্গে হাত মিলিয়েছ। সবকটা অডিট-লকে খুন করার ফন্দি করছ দু'জনে মিলে। সব শুনে ফেলেছি আমি—*সব*। একটা কথাও বাদ যায়নি।'

জ্যাকের দিকে চোখ গরম করে তাকাল ক্লডিয়া। 'আমি মারা যাবার আগে তোমাকে শেষ করে যাব, সনোরা জ্যাক!' বলে উঠল হিসফিস করে।

'সনোরা জ্যাক!' বড় বড় হয়ে গেল অ্যানের চোখজোড়া, *'তুমিই সেই সনোরা জ্যাক?'*

'কোন ভুল নেই তাতে,' বলল জ্যাক, 'তুমি বিশ্বাস করবে না হয়তো, তবে

BanglaBook.org

টাকাটা সত্যিই তোমাদের ফিরিয়ে দিতে চেয়েছি আমি। কোথায় আছে জানার জন্যে এই কৌশলটা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল!'

ক্লডিয়ার ঘৃণা যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে জ্যাক। বাম হাতে ব্যাগটা শক্ত করে ধরল অ্যান, পিছু হটতে শুরু করল সে দরজার উদ্দেশে। এমনি সময়ে সামনের পোর্চে ভারি পদশব্দ শোনা গেল। গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন ভেসে এল, 'ক্লডিয়া, তুমি কোথায়? সবাই আসছে এখানে!'

গলার আওয়াজ শোনামাত্র পেছন-দরজা গলে বেরিয়ে গেল অ্যান লকহার্ট। মুহূর্তের দ্বিধার সুযোগটা লুফে নিল ক্লডিয়া, ঝট করে হাত বাড়াল শটগানের দিকে।

পেছন দরজার দিকে দৌড় লাগাল জ্যাক, গর্জে উঠল ক্লডিয়ার শটগান, কিন্তু ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে ও, চট করে সরে গেল বাম পাশে, পরমুহূর্তে দালানের পাশ ঘুরে ঝেড়ে দৌড় দিল। মাথায় এখন একটাই ভাবনা—শটগানের নাগালের বাইরে চলে যেতে হবে! অ্যান যেন একেবারে ভূতের মত মিলিয়ে গেছে! লাফ দিয়ে সীমানার বেড়া ডিঙাল সনোরা জ্যাক। একই সময় স্যালুনের সামনের বোর্ডওঅক ছেড়ে রাস্তায় নামল তিনজন লোক। ওর ঘোড়াটা রয়েছে এক ব্লক দূরে, লিভারি আস্তাবলে—সৌভাগ্যক্রমে স্যাডল চাপানো অবস্থায়!

একবার বাকস্কিনের পিঠে চেপে বসতে পারলে···*কিন্তু অ্যান ?* অ্যানের কি হবে?

পেছনে ম্যাকবারলিনের হুঙ্কার শোনা গেল। তিন আউট-লকে ওর দিকে দৌড়ে আসতে দেখল সনোরা জ্যাক। একজোড়া দালানের মাঝখানের গলিপথে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, পিস্তলের গর্জন শোনা গেল পেছনে। দালানের পেছনের কোণ ঘুরে দৌড়ে পালাতে গিয়ে একটা লাকড়ির গাদার ওপর হাত পা ছড়িয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ে গেল, নুড়ি পাথরে ঘষটে গেল হাতজোড়া, যন্ত্রণা অনুভব করল।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল সনোরা জ্যাক। চট করে হোলস্টার স্পর্শ করল। *আছে পিস্তলজোড়া!* স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ছুটন্ত একটা ছায়ামূর্তি উদয় হলো দালানের কোণ ঘুরে, কোমরের কাছ থেকে তার দিকে একটা বুলেট পাঠাল জ্যাক। আরেকটু হলেই ফসকে যাচ্ছিল, কিন্তু লক্ষ্য ভেদ করল, চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, পাল্টা গুলি চালাল। পলকে উবু হয়ে গেল জ্যাক, খিঁচে দৌড় দিল, দালানের ছায়ায় ছায়ায় থাকছে!

আর যা হোক আউট-লদের ব্যস্ত রাখা গেছে, ভাবল জ্যাক; আশা করল টাকাসহ নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পেরেছে অ্যান। কিন্তু এত জলদি গেল কোথায় মেয়েটা? ক্লডিয়ার বাড়িতেই বা সে হাজির হলো কিভাবে। ওকে অনুসরণ করেছে নিশ্চয়ই—সেই প্রথম থেকে! তারমানে ওকে একবিন্দুও বিশ্বাস করেনি সে, করার অবশ্য কোন কারণও নেই।

BanglaBook.org

হাঁপাতে শুরু করেছে এখন সনোরা জ্যাক, শেষ দালানটার কোণ ঘুরল ও। পেছনে পায়ের আওয়াজ আর চিৎকার শোনা যাচ্ছে। বিল্ডিংয়ের এপাশে এসে নিজেকে দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিল জ্যাক। লিভারি আস্তাবলের সামনে একজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল, ব্যাপার কি জানতে বেরিয়ে এসেছে অসল্যার!

ওদিকে আধ ব্লক দূরে অস্ত্র হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গ্যান ক্যারেরো, সতর্ক।

'শ্‌শ্‌শ্!' শিস বাজাল সনোরা অসল্যারের উদ্দেশে।

চট করে ঘাড় ফিরিয়ে শব্দের উৎসের দিকে তাকাল অসল্যার।

'স্যাডল চাপানো বাকস্কিনটাকে বের করো, প্রন্তো! ছেড়ে দিলেই হবে!'

দ্রুত ভেতরে চলে গেল লোকটা।

এদিকে দালানের পেছনের ঝোপ ভেঙে এগিয়ে আসছে কেউ একজন, শব্দ শুনে বুঝতে পারল জ্যাক।

রাস্তায় পা রাখল ও, শিস বাজিয়ে ডাকল বাকস্কিনকে।

পাঁই করে ঘুরল ক্যারেরো, উঠে এল তার হাতের পিস্তল। পলকে ট্রিগার টানল জ্যাক। এক কদম পিছু হটল আউট-ল। আবার গুলি চালাল সনোরা। এবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ক্যারেরো। ঠিক তখুনি লাফিয়ে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল বাকস্কিন, এপাশ-ওপাশ দোল খাচ্ছে স্টিরাপজোড়া!

প্রায় উড়ে গিয়ে স্যাডলে উঠে বসল সনোরা জ্যাক, ঝড়ের বেগে হনডো পেছনে ফেলে এল ওর বাকস্কিন। ওর পাশ দিয়ে বাতাসে শিস কেটে অন্ধকারে হারিয়ে গেল একটা বুলেট। ভীষণ শব্দে ডান দিকের কিসে যেন বিঁধল আরেকটা। কিন্তু নাগালের বাইরে চলে এসেছে এখন বাকস্কিন, ছুটছে জোরসে। ছুটতে খুব ভালবাসে ওর ঘোড়া!

কিন্তু ঘটনা এখনও শেষ হয়নি। কটনউডের একটা ঝোপের মাঝে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে ঘোড়া ঘুরিয়ে বৃত্তাকারে এগোল সনোরা জ্যাক। অ্যানের কি হলো? আউট-লরা টাকা উদ্ধার করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে, এবং নির্ঘাত হত্যা করবে অ্যানকে—কারণ ওদের অপরাধের কথা জেনে গেছে মেয়েটা।

কটনউডের ভেতর দিয়ে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল সনোরা জ্যাক, খানিকক্ষণ পর ঢাল বেয়ে একটা কাট-এর দিকে এগোতে দেখা গেল ওকে। চওড়া চ্যাপারেল, অনেকগুলো পথ গেছে এদিক-ওদিক, এঁকেবেঁকে পথ করে চলতে লাগল সনোরা জ্যাক। কাট-এর কাছে পৌঁছে পেছনে তাকাল একবার। শহরের আলো দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার, এছাড়া আর কিছু নজরে এল না। কিন্তু অন্ধকারেও ধাওয়া করা হবে অ্যানকে। তিন-তিনজন ভয়ঙ্কর আউট-ল আর তাদের বিরুদ্ধে একটা মেয়ে। লোকগুলো সশস্ত্র এবং হত্যা করার জন্যে

BanglaBook.org

প্রস্তুত!

কোথায় অ্যান? চোখ কুঁচকে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মেয়েটা কি করেছে আঁচ করার চেষ্টা করল জ্যাক। প্যাগোসায় কিভাবে ফিরবে সে? অবশ্য এই এলাকা ওর চেয়ে অনেক ভাল করে চেনে অ্যান, তার আপন-ভূমি এটা। ট্রেইল ধরে যায়নি সম্ভবত। ওকে অনুসরণ করার মত বুদ্ধি দেখিয়েছে, সবার নজর এড়িয়ে সটকে পড়া তার পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নয়!

কিন্তু ওর পেছন পেছন যাবে ম্যাকবারলিন, শর্টি ব্র্যাক আর উইং বার্ট—ক্লডিয়া ওর কথা জানিয়ে দেবে তাদের। ওকে নয়—মেয়েটাকে ধাওয়া করবে ম্যাকবারলিন। মেয়েটা কেবল টাকা নিয়ে যায়নি বরং ওদের সবাইকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জলজ্যান্ত প্রমাণে পরিণত হয়েছে।

একটা ব্লাফের পাশ ঘেঁষে জন্তুয়া ঝোপের ভেতর দিয়ে এগোল জ্যাক। খাদটা দু'পাশ থেকে চেপে এসেছে এখানে। দু'পাশে খাড়া প্রাচীর, ওকে কেউ দেখে ফেলার আশঙ্কা নেই বলা যায়। স্যাডল থেকে নেমে হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসল জ্যাক, দেশলাই জ্বেলে ট্র্যাক খুঁজল, কিন্তু সাম্প্রতিক কোন ট্র্যাক নজরে পড়ল না।

আবার স্যাডলে উঠে কাট বরাবর সামনে এগোল জ্যাক। অ্যান নিশ্চয়ই অনেকখানি এগিয়ে গেছে। ওর সঙ্গে ম্যাকবারলিনদের লড়াই মেয়েটার কাজে লেগেছে, অন্তত মাইল দুই এগিয়ে যেতে পেরেছে সে, এই সুবিধাটা ঠিক কাজে লাগিয়েছে। ভাল একটা ঘোড়া হাঁকাচ্ছে বোধ হয়, এগিয়ে যাবে একটানা। কিন্তু প্যাগোসা থেকে একটানা বিশমাইল পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে ঘোড়াটাকে, তারও আগে এসএল র‍্যাঞ্চ থেকে শহর পর্যন্ত এসেছে, ক্লান্ত ওটা।

কিন্তু অ্যানের অনুসরণকারীরা হাঁকাবে তরতাজা ঘোড়া; অ্যানের মত এ জায়গা তাদেরও নখদর্পণে।

নিচের দিকে ঢালু হতে শুরু করেছে ট্রেইল, খুদে একটা ক্রিকের ধার ঘেঁষে এগিয়ে গেছে। প্যাগোসার পাশ দিয়ে গেছে বোধ হয় এই ক্রিকটাই; তাই যদি হয় তাহলে শহরে পৌঁছানো তেমন কঠিন হবে না। ট্র্যাকের খোঁজে ফের ট্রেইল পরীক্ষা করল জ্যাক।

খুরের ছাপ! এদিক দিয়েই গেছে একটা ঘোড়া, মিনিট বিশেক আগে সম্ভবত; দেশলাই জ্বালার সময়ই খুরের ঘায়ে সৃষ্ট একটা গর্তে বালি খসে পড়তে দেখল জ্যাক।

আচমকা উত্তপ্ত কি যেন বিঁধল ওর হাতে, জলদি দেশলাই ফেলে দিল জ্যাক, লাফ দিয়ে সরে গেল ট্রেইল থেকে। তারপরই শক্তিশালী রাইফেলের কান ফাটানো আওয়াজ আঘাত হানল কানে।

BanglaBook.org

লাফিয়ে স্যাডলে উঠে বসল জ্যাক, হাত বেয়ে দরদর নামছে উষ্ণ রক্তধারা, টের পাচ্ছে, তবে আঘাতটাকে মারাত্মক বলে মনে হলো না, কারণ আঙুলগুলো সচল রয়েছে এখনও। ট্রেইল ছেড়ে এবার ঝোপের আড়ালে আড়ালে এগোল সনোরা জ্যাক। খানিকক্ষণের জন্যে থামল একবার, অক্ষত হাতে ক্ষতস্থান পরীক্ষা করল। সামান্য চামড়া ছড়ে গেছে, ব্যস। রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে ব্যানডানা দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধল ও, খুব বেশি রক্ত অবশ্য বেরোচ্ছে না।

এদিকে আর থাকা চলবে না ওর। অ্যান ঠিকই পালাতে সক্ষম হবে এবং ওর আসল পরিচয় ফাঁস করে দেবে। সবাই জেনে যাবে মাত্র কয়েকদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে ও। *ভাল মানুষ কি আর জেলের ঘানি টানে,* ভাববে ওরা। আশা করেছিল প্যাগোসায় বাকি জীবন কাটাবে, আর কোনদিন খারাপ কিছু করবে না! সে আশার গুঁড়ে বালি, অন্য রাস্তা দেখতে হবে। শুরু থেকেই অবশ্য অবাস্তব ছিল ওর ভাবনাটা।

অ্যানের সঙ্গে কথোপকথনের কথা মনে হতেই কেমন যেন সংকোচ লাগল জ্যাকের, ওকে নিশ্চয়ই বদলোক ভেবে বসেছে মেয়েটা। ভেবেছে সত্যি সত্যি ক্লডিয়ার দলের সবাইকে হত্যার পরিকল্পনা ফাঁদছিল ও ওখানে বসে!

এখন ঘোড়া নিয়ে এ-তল্লাট ছেড়ে চলে যাওয়াই সবচেয়ে ভাল হবে, গম্ভীর চেহারায় ভাবল জ্যাক। এখানে ওর আর কোন প্রয়োজন নেই।

ওর চিন্তাধারা যেন বুঝতে পারল বাকস্কিন, পিনন-ঢাকা পর্বতমালার গা ঘেঁষে এগোতে লাগল ওটা। বাধা দিল না সনোরা। চলার গতি বাড়াল বাকস্কিন। অনেক দিনের অভ্যাস: হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে হনডোয় ব্যবহৃত গুলির খালি খোসা ফেলে অস্ত্রটা আবার লোড করে নিল।

ট্রেইল খুঁজে পেয়েছে বাকস্কিন, বুঝতে পারল জ্যাক। নিজের ইচ্ছায় সাবলীল গতিতে চলছে ওটা এখন।

সহজে হাল ছাড়বে না ম্যাকবারলিন। এতগুলো টাকা একসঙ্গে খুব শিগগির হাতে পাচ্ছে না সে, যত চেষ্টাই করুক। ক্লডিয়া তাকে সে সুযোগ দেবে না। তার মানে, অ্যানকে ধাওয়া করে ঠিক প্যাগোসায়, এমনকি র‍্যাঞ্চ পর্যন্ত যাবে সে!

প্যাগোসায় তাকে ঠেকাতে যাবে কে? তিনজনের বিরুদ্ধে কে দাঁড়াবে?

কেউ নেই ওখানে, এ মুহূর্তে! আগেভাগে সতর্ক করা গেলে হয়তো জোট বেঁধে ওদের মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিতে চেষ্টা চালাত সবাই, কিন্তু সেই সময় নেই এখন। এতগুলো খুনে পিস্তলবাজের মোকাবিলা প্রায় অসম্ভব—খুন করতে দ্বিধা করবে না ওরা।

কিন্তু এটা সম্পূর্ণই ওদের সমস্যা। একবার সাহায্য করতে গিয়ে গুবলেট করে ফেলেছে। আসলে ক্লডিয়ার কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করাই ঠিক হয়নি,

BanglaBook.org

তারপরও প্রায় সফল হতে যাচ্ছিল ও।

হত্যা করার ইচ্ছা ওর ছিল না। ও ভেবেছিল টাকা হাতে পাওয়ার পর ক্লডিয়াকে বেঁধে রেখে প্যাগোসায় ফিরে যাবে।

অ্যানের কঠিন চাউনি আর তীব্র ভর্ৎসনার কথা মনে পড়তেই নিজের অজান্তে হেসে ফেলল জ্যাক। *আস্ত দজ্জাল মেয়ে!* যার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে সে-বেচারার কপালে দুঃখ আছে!

কিন্তু মেয়েটা আর কারও ঘরনী হবে—সম্ভাবনাটা কিছুতেই মানতে পারল না জ্যাক। তাছাড়া এই মুহূর্তে ওর সম্পর্কে মেয়েটার মনে একটা ভুল ধারণা শেকড় ছড়াচ্ছে, শেকড়টা না উপড়ে আর কোথাও যাওয়ার ব্যাপারে মন থেকে সায় পাচ্ছে না ও। চলে গেলে আজীবন ওর একটা কুৎসিত চেহারা, যেটা ঠিক নয়, আঁকা হয়ে থাকবে মেয়েটার মনের পর্দায়।

মন বা লাল-চুল কোন মেয়ের ভাবনা নেই বাকস্কিনের মাথায়, জোর কদমে ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলল ওটা। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে জ্যাক, স্যাডলে বসে থাকতে অভ্যস্ত, কোন্ দিকে না তাকিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে। আচমকা চোখের সামনে আলোর আভাস দেখে সংবিৎ ফিরে পেল ও।

প্যাগোসার উপকণ্ঠে এসে পড়েছে ও! গত কয়েকদিন এ শহরের লিভারি আস্তাবলে আদর-যত্ন পেয়েছে, সঙ্গত কারণেই আবার তাই এখানে ফিরে এসেছে ঘোড়াটা।

হঠাৎ খুরের বিকট শব্দে সচকিত হয়ে উঠল জ্যাক। তিনজন ঘোড়সওয়ারকে ছুটে যেতে দেখল ও, চতুর্থ আরেকজনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পরক্ষণে নারী কণ্ঠের আর্তচিৎকার এল কানে। একটা দরজা খোলার শব্দ হলো। গর্জে উঠল একটা রাইফেল, কর্কশ কণ্ঠে নির্দেশ শোনা গেল, *'ভাগো! নইলে শেষ করে দেব! এখানে মাথা ঘামাতে এসো না কেউ!'*

দরজা আটকে গেল আবার।

আরেকটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'ব্যাগটা পেয়েছি, শর্টি!'

'মেয়েটাকে কি করবে? নিয়ে যাবে সঙ্গে?'

'আরে, না! ঝামেলা বাড়বে অযথা! সীমান্তের ওপাশে মেয়ের অভাব নেই! এখানেই মেরে রেখে যাব, একটা শিক্ষা হবে সবার!'

অপ্রত্যাশিত একটা খোঁচা খেলো বাকস্কিন, নিমেষে সামনে ছুটল ওটা।

'আরে!' চেঁচিয়ে উঠল একজন। *'সাবধান!'*

ওর প্রায় মুখের কাছে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। সামনে হাজির হলো একটা কালো অবয়ব। গুলি করল ও, অগ্নিঝলক ধেয়ে গেল ছায়ামূর্তির দিকে। এবার ঘোড়া আর সওয়ারীদের জটলার মধ্যে গিয়ে পড়ল জ্যাক। খিস্তি করছে রাইডাররা। মুহূর্তের জন্যে অ্যানকে একবার দেখতে পেল জ্যাক। ওর টুপি উধাও হয়েছে,

BanglaBook.org

হাওয়ায় উড়ছে খোলা চুল; জটলা ভেঙে ঘোড়া দাবড়ে দালান কোঠার দিকে ছুটে যাচ্ছে আশ্রয়ের জন্যে।

জ্যাকের একেবারে কাছে উঁচু হলো একটা মাথা, সিক্সগানের একটা বাড়ি মারল ও গায়ের জোরে। মাটি স্পর্শ করল ঘোড়সওয়ার। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল জ্যাক, তারপরই হড়কে পড়ে গেল স্যাডল থেকে, কোনমতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল।

বিশালদেহী এক লোক তেড়ে এল ওর দিকে, ঠিক সময়ে নিজেকে সামলে নিল জ্যাক। শক্ত পেশীবহুল পেটে সজোরে ঘুসি চালাল ও, একটা আপারকাট হানল তারপরেই। টলে উঠল লোকটা। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল পেছন থেকে। 'অ্যাই, ম্যাকবারলিন, আমার হাতে ছেড়ে দাও শালাকে!'

শরীর ঢিল করে বসে পড়ল জ্যাক, ওর পেছন থেকে গর্জে উঠল একটা পিস্তল, নিমেষে মাটি স্পর্শ করল সামনের আউট-ল।

ঘোঁৎ করে উঠল ম্যাকবারলিন, হাঁপিয়ে উঠে চিৎকার করে বলল, *'গর্দভ! হাঁদারাম কাঁহিকা!* আমাকে গুলি করেছে! খুন করে বসেছে—!'

পাল্টা চিৎকার করল শর্টি ব্র্যাক। *'ও জাহান্নামে যাক, উইং!* ব্যাগটা নিয়ে চলো কেটে পড়ি আমরা!'

গড়ান দিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাল জ্যাক। ওর হাঁটুর নিচে কিসের যেন আঘাত লাগল। গড়িয়ে একপাশে সরে গেল ও, আরেকটা শরীরের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। লোকটা হয়তো মারা গেছে, আবার বেঁচেও থাকতে পারে। পাথরে খসখস শব্দ হলো, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা, হাতে একটা ব্যাগ, সবচেয়ে কাছের ঘোড়ার দিকে ছুটে গেল।

নিজেকে স্থির করল সনোরা, কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে ট্রিগার টানল। ব্যাগ ফেলে চরকির মত পাক খেলো লোকটা।

অন্ধকারে ছোবল হানল অগ্নিশিখা, ওর পাশে শায়িত লোকটার শরীর কেঁপে উঠল আচমকা। বাম হাতে পিস্তল ধরে আছে সনোরা জ্যাক, পাল্টা গুলি চালাল। ঘুরল প্রতিপক্ষ, ঘোড়ার সঙ্গে ধাক্কা খেলো, উঠে বসল স্যাডলে।

পিস্তল উঁচু করল জ্যাক, তারপরই দেখল মাটিতে পড়ে আছে ব্যাগটা। *'জাহান্নামে যাক ব্যাটা!* চলে যাক!'

উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল জ্যাক, কিন্তু একটা পা ঠিকমত সাড়া দিল না। হামা দিয়ে ব্যাগটার দিকে এগিয়ে গেল ও, নোটের মচমচ আর কয়েনের ঝুনঝুন শব্দ শুনল ব্যাগ হাতড়ে। ওটা আঁকড়ে ধরে শিস বাজাল।

ওর কাছে এগিয়ে এল বাকস্কিন, ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। স্টিরাপ আঁকড়ে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল সনোরা জ্যাক, কোন মতে উঠে বসল স্যাডলে। নিকটতম

BanglaBook.org

দালানের উদ্দেশে এগোল, ডান হাতে ধরে রেখেছে টাকার ব্যাগ।

চিৎকার করে সবাইকে ডাকল ও। একটা দরজা খুলে গেল প্রথমে, তারপর খুলে যেতে লাগল সব দরজা। আলো জ্বলে উঠল। একে একে বেরিয়ে এল শহরবাসীরা। অ্যানও আছে। ব্যাগটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল সনোরা জ্যাক। 'আমি আগাগোড়াই চেষ্টা করেছি, চেয়েছিলাম—'

পড়ে যাচ্ছে ও, বুঝতে পারল সনোরা জ্যাক। টের পেল ওকে ধরে ফেলেছে মেয়েটা, আরও কয়েকজন এগিয়ে এল ওকে সাহায্য করতে। 'জ্ঞান হারিয়েছে,' বলল একজন।

বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ মনে হচ্ছে—বৃষ্টি, গোলাপ, কফি আর কিসের যেন মিলিত গন্ধ! চোখ মেলে তাকাল সনোরা জ্যাক। বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাচ্ছে পরিষ্কার। পর্দা টানানো জানালার ওধারে দূরের পিনন-ছাওয়া পাহাড় দেখতে পেল। ঘাড় ফেরাতেই বুটজোড়া চোখে পড়ল এবার, পরিষ্কার করে মোছা, অনেকদিন এত পরিষ্কার দেখা যায়নি ও দুটোকে। বুটজোড়ার কাছেই একটা চেয়ারের সঙ্গে ঝুলছে ওর গানবেল্ট। চেয়ারের ওপর পরিপাটি করে ভাঁজ করা ওর কাপড়। একটা রকিং চেয়ারও দেখতে পেল জ্যাক, খোলা একটা বই উপুড় করে রাখা ওটার ওপর।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল অ্যান লকহার্ট, অ্যাপ্রন পরে আছে। চোখাচোখি হতেই হাসল মেয়েটা। 'এবার তাহলে সত্যি সত্যি জেগেছ! প্রলাপ বকা বন্ধ হয়েছে দেখছি!'

'কি বললে—প্রলাপ বকছিলাম? কোথায় আমি? কি হয়েছিল?'

'বাড়ি—আমাদের র‍্যাঞ্চে রয়েছ তুমি। অনেক প্রলাপ বকেছ—ঘোরের মধ্যে কত অদ্ভুত সব কথাবার্তা যে বলেছ!' একটু যেন রক্তিম হলো মেয়েটার চেহারা। 'সব কটা বদমাশকেই শেষ করে দিয়েছিলে তুমি।'

'ম্যাকবারলিন আর বার্টকে আমি হত্যা করিনি,' বলল জ্যাক, 'বার্ট ভুলে ম্যাকবারলিনকে মেরেছে। ব্ল্যাক পালিয়ে গেছে।'

'বেশি দূরে যেতে পারেনি সে,' জানাল অ্যান, 'মাইল খানেক গিয়েই ঘোড়া থেকে পড়ে যায় সে, কেউ তার খোঁজ পাওয়ার আগেই মারা গেছে।'

'তোমাদের টাকা ফিরে পেয়েছ?'

'নিশ্চয়ই!' ওর দিকে তাকাল অ্যান। 'এই র‍্যাঞ্চের অর্ধেক এখন তোমার।'

'আমি নেব না। উচিত হবে না!'

'অসুবিধে কোথায়? তোমার সঙ্গে বাবার তো এরকমই রফা হয়েছিল! আমরা আমাদের ওয়াদা রক্ষা করতে চাই। তাছাড়া, বাবার কাজকর্মে সাহায্য করার লোক দরকার। একা সবদিক সামলে উঠতে পারছে না মানুষটা। যাক, এখন

BanglaBook.org

বিশ্রাম করো, এ নিয়ে পরে কথা বলব।'

'কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছিলাম?'

'ডোনাট বানাচ্ছিলাম আমি। কেন?'

'ঠিক আছে! থাকছি আমি। ডোনাট আমার বরাবরই দারুণ লাগে!'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কারসাজি

ক্যানিয়নের খাড়া দেয়ালের ছায়া পড়েছে অগভীর গুহামুখে। ঢোকার পথেই দাঁড়িয়ে দু'জন লোক মেঝের বালিতে পড়ে থাকা কঙ্কালটা দেখছে।

হাড়গোড়ের কাঠামোর সঙ্গে আসল পোশাকের মাত্র কয়েকটা ছেঁড়া টুকরো লেপ্টে আছে এখনও। শুকিয়ে বাঁকা হয়ে গেছে চামড়ার তৈরি গানবেল্ট। বুটজোড়াও রয়েছে পায়ের হাড়ের ওপর। মাথার খুলির সামনের অংশ বুলেটের প্রচণ্ড ধাক্কায় উড়ে গেছে; পেছন থেকে ছোঁড়া আরেকটা বুলেট মেরুদণ্ডের খানিকটা নিচে কোনমতে লটকে আছে এখনও, দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

দু'জনের মধ্যে তুলনামূলকভাবে প্রবীণ আর লম্বা লোকটা মুখ তুলে তাকাল সঙ্গীর দিকে। 'এটাই, নিশ্চিত তুমি?' জানতে চাইল সে। 'নিশ্চিত হবার কোন উপায় নেই কিন্তু আসলে, মাইক!'

মাইক করবেটের চেহারায় একটা বিষণ্ন ছাপ পড়েছে। এককালে একসঙ্গে বসবাসকারী একই পরিবারের একজন সদস্যের কঙ্কাল দেখতে হচ্ছে ওকে, এই ভাইটাকে সে ভালবাসত, ভক্তি করত; যুদ্ধের বেশ আগে পশ্চিম যাত্রায় শরিক হবার জন্যে ওকে অনেক অনুরোধ করেছিল মানুষটা!

'আমার বোঝার জন্যে আর কিছু লাগবে না, নিয়ারলি,' বলল মাইক করবেট; 'বাম কনুইটার ভাঙা দাগটা খেয়াল করো। কোমাঞ্চিদের একটা দলের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় হাড়টা ভেঙে যায়; বাফেলো ওয়ালোতে গা ঢাকা দিয়ে তখন আমিই ওটা জায়গামত বসানোর ব্যবস্থা করেছিলাম।

'আর ওই গানবেল্টটা ও নিজের হাতে বানিয়েছিল,' বলে চলল মাইক। 'অসম্ভব ভাল মানুষ ছিল বিল, পাইক, আহত অবস্থায় ওর মত একটা ভাল মানুষকে ট্রেইল করে হত্যা করা হয়েছে, এরচেয়ে জঘন্য আর কিছু হতে পারে না।'

'আমার মনে হয় মেরুদণ্ডে গাঁথা বুলেটটা আগে পঙ্গু, অসহায় করে দিয়েছিল ওকে,' বলল নিয়ারলি পাইক, 'কিন্তু ওর এখানে আসার পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে বলো তো? কেবল আত্মগোপন করার জন্যে একটা জায়গার খোঁজ করছিল নাকি জানত এখানেই আসবে তুমি?'

'তুমি তো জানো, আমাকে এখানে আসার জন্যে আগেই খবর পাঠিয়েছিল বিল। এখানেই মিলিত হবার কথা ছিল আমাদের। তার মানে ওর সঙ্গে দেখা হবার আগে আমি যেন ওর র‍্যাঞ্চে হাজির না হই, সেটাই নিশ্চিত করতে চেয়েছিল সে। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন কারণ আছে! উপত্যকায় বাড়ি বানানোর আগে এখানে

BanglaBook.org

ক্যাম্প করেছিল ও, সেজন্যেই এখানে এসে দেখা করার কথা বলেছিল আমায়।'

'কিন্তু এখন তোমার হাতে আর আগে বাড়ার মত কোন তথ্য নেই,' আবার বলল নিয়ারলি পাইক, 'এতদিন পরে কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়ার আশা বৃথা!'

'দুটো তথ্য রয়েছে আমার হাতে,' বলল মাইক, 'ওর পিস্তলজোড়া দেখা যাচ্ছে না, গায়েব হয়ে গেছে, তার মানে কেউ একজন হাতিয়ে নিয়েছে। আর ওর র‍্যাঞ্চটা আছে। কেউ নিশ্চয়ই থাকছে এখন ওখানে, সুতরাং কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তাকে—সন্তোষজনক জবাব!'

উল্টো ঘুরে পেছনে সরে এল ওরা।

'রহস্য উদ্‌ঘাটনের পর আবার আসব এখানে,' বলল মাইক, 'ওকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করব। এতদিন যখন আছে, আরও কয়েকটা দিন কি সপ্তাহ অপেক্ষা করলে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। এখন আমাদের কাজ হবে একজোড়া আইভরি-বাঁট পিস্তলের খোঁজ করা, ওগুলোর বাঁটের নিচের দিকে তিনটা করে খাঁজ কাটা আছে!'

টয়াবি-গামী ট্রেইলটা বেশ দীর্ঘ, ধূলি-ধূসরিত। মাথার ওপর বৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে জমাট বেঁধে আছে কালো মেঘ। এগিয়ে চলল ওরা দ্রুত তালে। কিন্তু বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে যাবার পরেও বৃষ্টির কোন লক্ষণ মিলল না, গোমড়া মুখেই রইল আকাশটা। মিসৌরির পশ্চিমে চল্লিশ বছর বসবাসের অভিজ্ঞতা রয়েছে পাইকের, তাই সহযাত্রীর মনের অবস্থা বুঝতে বেগ পেতে হলো না তার। শান্তিতে থাকতে চায় সে, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছে আগামী কয়েক সপ্তাহ ঝামেলাই সঙ্গী হয়ে থাকবে ওদের।

বছর দশেক আগে বিল করবেট তার সবচেয়ে ছোট ভাইকে নিয়ে এদিক দিয়ে টেক্সাসে নিজের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছিল, সেই সময় অ্যান্টিলোপ ভ্যালি যেখানটায় বাঁক নিয়ে পর্বতমালার একটা 'নচ'-এর দিকে এগিয়ে গেছে সেই *ভি*-এর মত জায়গাটা আবিষ্কার করে সে। এখানে ঘাস আর পানির কোন অভাব নেই: নিকটবর্তী টিলা আর পাহাড়ে রয়েছে টলটলে পানির হ্রদ আর ঘন বনানী। তখনই বিল তার ভাইকে বলেছিল স্বপ্নভূমির সন্ধান সে পেয়ে গেছে, আবার এখানে ফিরে আসবে—বসতি করার জন্যে—পরিবারের সবার থাকার ব্যবস্থা করবে এখানে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার সময় স্যাভরি ক্রিকের ধারে এই খুদে গুহাতে আশ্রয় নিয়েছিল ওরা দু'জন। এখন সেখানেই বেচারার হাড়গোড় পড়ে আছে অবহেলায়, ফিরে আসার খেসারত দিয়েছে!

টেক্সাসে রয়ে গিয়েছিল তখন মাইক করবেট, বছর তিনেক আগে অবশ্য একটা চিঠি পেয়েছিল ও বিলের কাছ থেকে:

জলদি এসে পড়ো, মাইক। হর্স হ্যাভেনে তোমার নামে জায়গা কিনেছি আমি, পর্বমালার মাঝখানে। তোমার নামে কিনে জ্যাকবস্‌ভিলে

BanglaBook.org

ডিড ফাইল করে রেখেছি। এখানে এখন কিঞ্চিৎ ঝামেলা হচ্ছে। তবে চালু লোকের সাহায্য পেলে মিটে যাবে সব। এখানে আসার পর যদি আমাকে না পাও তাহলে কাস হ্যাযেলের খোঁজ কোরো। সেই গুহায় দেখা করবে আগে আমার সঙ্গে!

মাইক যখন চিঠিটা পায় সেই সময় একটা ট্রেইল-হার্ড নিয়ে উত্তরে যাচ্ছিল, দলে লোকের ঘাটতি ছিল বলে সাড়া দিতে পারেনি ভাইয়ের ডাকে। চিঠিটায় ঝামেলার কথা থাকলেও বিচলিত হয়নি ও, আসলে কথাটার ওপর তেমন জোর দেয়নি বিল। তাছাড়া মাইক জানত ছোটখাট ঝামেলা সামাল দেয়ার যোগ্যতা বিলের আছে।

নিজেদের সম্পদ বাড়ানোর জন্যে টাকার প্রয়োজন, তাই ডজ সিটি থেকে কানাডায় এক পাল গরু পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল মাইক করবেট। কাজটা শেষ হলে দক্ষিণ টেক্সাসের পথ ধরে ও, তবে ডেডউডে যাত্রাবিরতি করেছিল কিছুদিনের জন্যে। একটা সোনার খনির সন্ধান পায় ওখানে, উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সঞ্চয় করেছিল খনির আয় থেকে: অবশেষে আবার টেক্সাসে ফিরে পুরানো সব দায়-দেনা চুকিয়ে ফেলার পর যে ক'টা টাকা অবশিষ্ট ছিল সেগুলো ব্যাংকে জমা করে পশ্চিমের পথ ধরে মাইক করবেট। বহুদিনের পুরানো বন্ধু নিয়ারলি পাইক ওর সঙ্গী হয়।

'বিলকে কবর দেয়া উচিত ছিল ওদের,' অবশেষে মন্তব্য করল পাইক, 'সবারই মাটি পাওয়ার অধিকার আছে!'

'মাটি না দেয়াতেই আমি খুশি হয়েছি,' বলল মাইক, 'এখন আমি নিশ্চিত যে খুন করা হয়েছিল ওকে। বিল খুব ভাল মানুষ ছিল, পাইক, ওকে কোনদিন কারও কাছে হাত পাততে দেখা যায়নি বরং দু'হাতে বিলিয়ে গেছে। হয়তো একটু কঠিন স্বভাবের মানুষ ছিল—কিন্তু দেশটাও তো কঠিনই!'

'আমাদের পরিচয় সম্পর্কে এখনই মুখ খুলব না আমরা,' টয়াবির প্রথম দালানটা নজরে আসতেই আবার মন্তব্য করল নিয়ারলি পাইক। 'পরিচয় গোপন রেখে লোকজনের কথাবার্তা শুনলে হয়তো কোন তথ্য জানা যাবে।'

'বুদ্ধিটা মন্দ না,' বলল মাইক। 'তুমি আমাদের খাবারের জোগাড় করো, আমি এই ফাঁকে একটু ঘুরেফিরে দেখি কিছু জানতে পারি কিনা। অনেকদিন পেরিয়ে গেছে যদিও, তবু কোন ওল্ডটাইমারের মুখ খোলানো গেলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।'

টয়াবি বুমিং টাউন। ক্যানিয়নের খাড়া দেয়ালের মাঝখানে পড়েছে শহরের হাতে গোনা কয়েকটা রাস্তা: ফ্রেইটারস্ আউটফিট, সদ্য আগত স্টেজ, র‍্যাঞ্চ থেকে আসা বাকবোর্ড একেবারে জট পাকিয়ে গেছে। মাইনারদের হেডকোয়ার্টার এ-শহরে, স-মিলের মালিকরাও অফিস খলেছে এখানে।

BanglaBook.org

ডালাস স্যালুনের মালিকের নাম জিম ডালাস। লোকটার ফ্যাকাসে নীল চোখ-জোড়ায় যেন তার সারাজীবনের ধূসর একটা ছায়া পড়েছে। ক্যাম্বারল্যাণ্ডের গ্যাপ কান্ট্রিতে কৈশোর কেটেছে তার, সেখান থেকে কাউন্সিল ব্লাফ হয়ে প্ল্যাটে গিয়েছিল, সেখান থেকে আরও দূরে রকি পর্বতমালার পশ্চিমেও গেছে তারপর; ওখান থেকে অ্যাবিলিন, ডজ, এল প্যাসো, টাসকোসা এবং সবার শেষে স্যানতা ফে হয়ে এখানে ফিরে এসেছে আবার। নানা বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ আছে তার, মনে কোন ভ্রান্তিবিলাস নেই, কারও প্রতি বিশেষ দুর্বলতাও নয়!

একটা গ্লাস মুছছিল ডালাস। আচমকা ওর হাতজোড়া জমে গেল যেন গ্লাসের ওপর। সাধারণত কোন ব্যাপারে বিস্মিত হয় না সে, কিন্তু এ-মুহূর্তে বিস্ময়ে থ হয়ে গেছে প্রায়। অবশ্য তা কেবল মুহূর্তের জন্যে, পলকে আবার সচল হলো তার হাতজোড়া। খড়-রঙা ভুরুর নিচে ওর চোখজোড়া লহমায় তীক্ষ্ণতা হারাল এবং ফের নির্লিপ্ত দৃষ্টি ফিরে এল। তবে তার দৃষ্টির পেছনে, মগজে কাজ চলছে দ্রুত!

দরজা গলে এইমাত্র ঢুকেছে এক লোক, লম্বায় ছ'ফুটের চেয়ে ইঞ্চিখানেক ছোট হবে, কিন্তু বুকের ছাতি অসম্ভব চওড়া, পুরু কাঁধ। তরুণ, একেবারে কাঁচা বয়স, বিশের কোঠায় হবে সম্ভবত, তবে শক্ত সুঠাম দেহের অধিকারী। তীক্ষ্ণ বাদামী চেহারার সঙ্গে আরেকটু বেশি বয়সের একলোকের চেহারার অদ্ভুত মিল লক্ষণীয়। জিম ডালাস সহজে কারও স্মৃতি বা চেহারা ভোলে না।

'হাই,' মোলায়েম কণ্ঠে বলল করবেট, 'অনেক পথ ধুলো গিলতে গিলতে এলাম!'

'বছরের এসময়ে,' সায় দিয়ে বলল ডালাস, বোতল আর গ্লাস নামিয়ে রাখল মাইকের সামনে, 'ধুলোবালির অত্যাচার সইতে হয় আমাদের।'

বারের ওপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে পিট সলটার। আগন্তুকের পেছনে একটা পোকার টেবিলে খেলা চলছে, জুয়াড়ীদের একজনের নাম কাস হ্যাযেল, *বক্সড-এইচ* র‍্যাঞ্চের মালিক। আবার করবেটের ওপর ফিরে এল ডালাসের দৃষ্টি।

'ড্রিফটিং?'

'না, থাকব।'

'কাজ দরকার?'

'না, আমার নিজেরই একটা আউটফিট হতে যাচ্ছে বোধ হয়।'

ডালাসের কণ্ঠস্বর নিরাসক্ত, মোছার জন্যে আরেকটা গ্লাস তুলে নিল সে, বলল, 'তোমার পেছনে টেবিলে বসা বিশাল গুঁফো লোকটা অ্যান্টিলোপ ভ্যালির বেশ ভেতর দিকে অনেক গরু চরাচ্ছে এখন,' করবেটের ওপর স্থির হলো বারম্যানের দৃষ্টি। 'ওখানেই উপত্যকাটা পর্বতমালায় একটা নচ-এর সৃষ্টি করে আবার বাঁক নিয়েছে।'

মুহূর্তে সতর্ক হয়ে উঠল মাইক করবেট। বারটেণ্ডার কি বলতে চাইছে ওকে?

BanglaBook.org

পাহাড়ী নচ-এর ওই রেঞ্জটাই তো ওর ভাইয়ের হওয়ার কথা!

নির্লিপ্ত রইল ডালাসের চেহারা, আরেকটা গ্লাস মুছতে শুরু করেছে।

'অনেক দিন ধরেই তার দখলে রয়েছে নাকি জায়গাটা?'

'বছর তিনেক হবে বোধ হয়। ভালই উন্নতি করেছে।'

বিলের কাছ থেকে বছর তিনেক আগেই শেষ চিঠিটা পেয়েছিল ও, ঝামেলার কথা উল্লেখ ছিল যেটায়। পেছন ফিরে তাকানোর ইচ্ছা হলো মাইকের, কিন্তু নিজেকে বিরত রাখল ও। 'লোক লাগতে পারে তার,' বলল মাইক, 'লোকটার একটা নাম আছে নিশ্চয়ই?'

'কাস হ্যাযেল,' গ্লাসের ভেতরে তাকিয়ে বলল ডালাস, 'এখানে খুব দাপট তার। আঙুল ফুলে যারা কলাগাছ হয় তাদের কিন্তু শত্রু-মিত্রের অভাব থাকে না। বারের ওমাথার শাদা হ্যাট পরা নীল কোট গায়ে লম্বা লোকটার নাম পিট সলটার, লোকে বলে ইচ্ছা করলেই নাকি পিস্তলের বাঁটে গোটা বারো দাগ কাটতে পারে সে।'

করবেটের তুলনায় বেশ লম্বা সলটার, চোখা চেহারা, শিকারী নেকড়ের মত শীতল হাবভাব। করবেট ওর দিকে তাকালে সেও তাকাল, চোখজোড়া ওর ওপর স্থির হয়ে থাকল।

'কালো ব্রড ক্লথের স্যুট গায়ে বিশাল লোকটা,' বলে চলল ডালাস, 'উইল বার্ট, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি। সাহস আছে তার, মানুষ হিসাবে সৎ। কাস হ্যাযেলকে দু'চোখে দেখতে পারে না।'

সলটারের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক কৌতূহল লক্ষ করে বিচলিত বোধ করল করবেট। বারের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে ডালাসকে ও জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তোমার পরিচিত কারও সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে নাকি? সলটারের হাবভাবে মনে হচ্ছে তার ধারণা আমাকে আগেও কোথাও দেখেছে সে।'

হাতে ধরা গ্লাসের ওপর থেকে নজর সরাল না ডালাস। 'দু'তিন বছর আগে বিল করবেট নামে এক লোক থাকত এখানে, তার সঙ্গে অনেক মিল আছে তোমার চেহারার। লোকে বলে করবেট আর সলটারের সম্পর্ক তেমন ভাল ছিল না। অবশ্য সলটার এখানে এসেছে বেশিদিন হয়নি। আমার ধারণা ওই বছর তিনেকই হবে!'

'ধন্যবাদ। তোমার সঙ্গে বিল করবেটের সম্পর্কটা ভাল ছিল ধরে নিতে পারি বোধ হয়?'

'ওর মত মানুষ জীবনে কমই দেখেছি আমি। অসাধারণ। সে যাহোক, তোমার জায়গায় আমি হলে কিন্তু এ-শহরে তার নাম এই মুহূর্তে রাষ্ট্র করে বেড়াতে যেতাম না!'

'ধন্যবাদ,' ড্রিংক শেষ করল মাইক করবেট। 'ও, ভাল কথা, আমার সঙ্গে

BanglaBook.org

আরেকজন লোক আছে লম্বা, একটু বয়স্ক, নিয়ারলি পাইক ওর নাম। এখানে আসতে পারে সে।'

নিরাসক্ত চেহারায় চট করে কামরার চারপাশে একবার নজর বোলাল মাইক করবেট, সুযোগ বুঝে। কাস হ্যাযেল আর উইল বার্টকে দেখল। বার্ট লোকটা বিশাল, গোলাকার চেহারা, অগোছাল অবস্থা; হ্যাযেলও বিশালদেহী, তার সারা শরীরে সচ্ছলতার ছাপ সুস্পষ্ট। কালো একজোড়া গোঁফ তার ঠোঁটের ওপর, শক্ত হাড়ের কাঠামোর ওপর গড়া চেহারা। কোন কিছুকেই যেন পরোয়া করে না সে, এমন হাবভাব। এ ধরনের লোক যে কোন বাধা বিনা দ্বিধায় দলে যায়। ঘুরে স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল মাইক করবেট, পেছনে দোল খেতে লাগল কবাটজোড়া। দ্রুত ভিড়ে মিশে গেল ও। রাস্তা পার হলো। এত তাড়াতাড়ি ওদের মনোযোগ আকর্ষণ করা ঠিক হবে না।

পেছনে একবার নজর ফেরাতেই স্যালুনের দরজায় পিট সলটারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মাইক। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে লোকটা। তাড়াতাড়ি হার্নেসশপে ঢুকে পড়ল ও, মিনিট খানেক বাদে এক পাশের দরজা গলে বেরিয়ে সোজা জেনারেল স্টোরে চলে এল। ব্যস্ত হাতে একজোড়া ব্যাগে রসদ ভরছে নিয়ারলি পাইক। নিচু গলায় কথা বলল সে, তার অ্যাডামস্ অ্যাপেলটা ওঠানামা করল। 'হর্সহ্যাভেনের কেবিনে এখন অন্য লোক থাকে,' জানাল পাইক, 'একটা মেয়ে আর এক ইনজুন গিয়ে উঠেছে ওখানে। ওদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে কাস হ্যাযেল বলে এক লোক।'

জানালা দিয়ে রাস্তায় নজর চালাল মাইক করবেট। 'আর কিছু?' জানতে চাইল।

'এখানকার ক্যাটল রেঞ্জ আসলে মাত্র চারজন লোক নিয়ন্ত্রণ করছে,' বলল পাইক, 'পর্বতমালার উত্তরের অ্যান্টিলোপ ভ্যালির দখলে রয়েছে কাস হ্যাযেল। স্মোকি দখল করে আছে জন শিপি—মনিটরের মালিক; আর বারলি আইভস নামে দুই র‍্যাঞ্চার। ডায়মণ্ড আউটফিটের মালিক নাইল চেজ বাকি এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে। কাউকে ওদের রেঞ্জের ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে দেয় না ওরা। নতুন কাউকে বসতিও করতে দিচ্ছে না, ক্লোজড রেঞ্জে পরিণত করে ফেলেছে।'

'ঘোড়াগুলোকে পেছনে এনে মাল তোলো,' বলল মাইক, 'আমি কার্তুজ জোগাড় করি গে।'

পাইককে পেছনে ফেলে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল করবেট।

এধরনের স্টোরে পুরানো পরিচিত একটা সুবাস পাওয়া যায়, করবেটের ভাল লাগে: মসলাপাতি, সদ্য গুঁড়ো করা কফি, নতুন চামড়া, শুকনো খাবার আর গান অয়েলের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ মিশে গেছে পরস্পরের সঙ্গে।

পয়েন্ট ফোর ফোর-এর একশো রাউণ্ড গুলি কিনল করবেট, একটা নতুন

BanglaBook.org

শটগানের দিকে নজর ফেরাল তারপর। শর্ট ব্যারেল্ড, এক্সপ্রেস-গান টাইপের, শটগান মেসেনজাররা সাধারণত বহন করে থাকে এগুলো। 'ওই স্ক্যাটার-গানটাও দাও,' বলল মাইক, 'সঙ্গে শ'খানেক কার্তুজ দিয়ো।'

ছোটখাট কিন্তু শক্তিশালী গড়নের স্টোরকীপার ঝট করে মুখ তুলে তাকাল। 'এত গোলাবারুদ, নিশ্চয়ই লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছ! একটা শটগানও! আমি অবশ্য এগুলোর ওপর খুব একটা নির্ভর করি না।'

আমুদে হাসল করবেট। 'কোয়েল মারার জন্যে এটাই মানানসই,' বলল ও, 'আমি আবার পাখির মাংস খেতে খুব পছন্দ করি।' শটগানটা লোড করল ও, 'খালি অস্ত্র দেখলে লোকে দুঃখ পায়,' মন্তব্য করল হাসি মুখে। 'নিজের বন্দুক তাই সব সময় লোড করা অবস্থায় রাখি।' শটগানের মাযলটা একটা গ্রসারি স্যাকের মধ্যে ঠেসে দিল করবেট, বারল্যাপের ওপরের অংশটা ট্রিগার গার্ডের সঙ্গে জড়িয়ে নিল। কাঁধে তুলে নিল এবার ব্যাগটা, শটগানের স্টক ওর বাহুর আড়ালে ঢাকা পড়ল। 'লড়াইয়ের কথা বলছিলে তুমি—একান্ত বাধ্য না হলে লড়াই করি না আমি,' একটু হাসল, তারপর আবার যোগ করল, 'ক্যাটল বিজনেসে নামব বলে এখানে এসেছি আমি।'

বিল লিখছিল স্টোরকীপার, ঝট করে মাথা তুলল। 'যদি তাই ভেবে থাকো, আরও বেশি করে গোলাবারুদ নিয়ে যাও! এটা ক্লোজড কান্ট্রি—নতুন কাউকে বসতি করতে দেয়া হয় না!'

'কেতাবে এমন কোন কথা নেই।'

'এখানে কেতাবের কথার দাম নেই। দ্য বিগ ফোর, মানে আসলে কাস হ্যায়েলের মুখের কথাই এখানকার আইন।'

হাসল মাইক করবেট। 'আচ্ছা, বিল করবেট নামে কোন ক্যাটলম্যানের নাম শুনেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল মৃদু কণ্ঠে।

আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল এবার স্টোরমালিক, তাকিয়ে আছে মাইকের দিকে, পাশ ফিরে কি যেন বলতে চাইল, পরক্ষণে বিরত রাখল নিজেকে। সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল করবেট, পা রাখল বাইরে। ঘাড় ফিরিয়ে ডাক দিল নিয়ারলি পাইককে এবং তারপরেই সোজা ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেল। সামনেই এক লোকের বিশাল চওড়া পিঠ দেখা যাচ্ছে, তার কাঁধের ওপরের অংশটা পড়েছে ঠিক ওর চোখ বরাবর। শক্তিশালী বিশাল কাঁধের পেশীর টানে কোট ছিঁড়ে যাবার অবস্থা হয়েছে। একটা সিক্স-শুটার ঝুলছে তার কোমরের হোলস্টারে, বাঁট আঁকড়ে ধরেছে সে। লোকটার সামনে এক তরুণ ইণ্ডিয়ানকে দেখতে পেল মাইক করবেট। লম্বা, ঋজু কাঠামো তার, চেহারা নির্বিকার। নিরস্ত্র।

'তুমি একটা হতচ্ছাড়া গরু চোর,' ধমকে উঠল বিশালদেহী। 'ভাগো! কেটে পড়ো এ-তল্লাট ছেড়ে! তোমাদের মত লোক চাই না আমরা!'

BanglaBook.org

'কারও গরু চুরি করিনি আমি!' প্রতিবাদ করল ইণ্ডিয়ান।

'খবরদার, আমাকে মিথ্যুক বলবে না!' আরও জোরে পিস্তলের বাঁট জাপ্টে ধরল সে, ড্র করবে।

চট করে বাম হাত বাড়িয়ে দিল করবেট, পিস্তলধরা কব্জি চেপে ধরল। চমকে গেল বিশালদেহী, ককিয়ে উঠে, ঘোরার চেষ্টা করল। তাকে ঘুরতে দিল করবেট, তবে সেই সঙ্গে পিস্তলধরা হাতটা হ্যাঁচকা টানে তুলেই ঠেলে দিল পেছনে, গান মায্‌ল পুরোপুরি খাপমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত চাপ বাড়িয়ে চলল।

প্রচণ্ড আঘাত হানল এবার প্রতিপক্ষ, কিন্তু তার বেশি কাছে ছিল করবেট। ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে চলে গেল মারাত্মক ঘুসিটা। লোকটাকে ঠেলে দিল এবার করবেট, বেসামাল হয়ে গেল সে। ধাক্কা খেলো অনিং-পোস্টের সঙ্গে। সজোরে তার কব্জি মুচড়ে দিল মাইক। বিশালদেহীর হাত থেকে পিস্তলটা খসে পড়ল। চট করে এক কদম পেছনে এসে স্যাক থেকে শটগানটা বের করে নিল করবেট।

'ইণ্ডিয়ান লোকটা নিরস্ত্র,' বলল ও, 'কারও প্রাণহানি হোক, আমি তা চাই না।'

শটগানের নীলচে-কালো ব্যারেলে রোদের প্রতিফলন ঘটল, ভোজবাজির মত নিমেষে ফাঁকা হয়ে গেল বিশালদেহীর পেছনের জায়গাটা।

আস্তে আস্তে কব্জি ডলতে শুরু করল লোকটা। 'এর মধ্যে নাক গলানোর কোন প্রয়োজন ছিল না তোমার, স্ট্রেনজার। এই আইভস কারও ফোপর দালালি সহ্য করে না!'

'তোমার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই, আইভস,' বলল করবেট, 'অবশ্য যদি ঝামেলা করার চেষ্টা করো কিংবা আমার ভাইকে হত্যা করে তার র‍্যাঞ্চ জবরদখলকারীদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক থাকলে ভিন্ন কথা!'

নীরবতা নেমে এল রাস্তার ওপর। কেউ একজন এক পা থেকে অন্য পায়ে দেহের ভর চালান করল, ককিয়ে উঠল বোর্ডওঅকের পাটাতন। 'কে—? কি নাম বললে তোমার?'

'আমার নাম করবেট, আইভস। মাইক করবেট। বিল করবেট আমার ভাই। তিন বছর আগে যাকে মনিটরের ওদিকটায় ড্রাই-গাল্‌শ করে হত্যা করা হয়েছে!'

আরেক কদম পিছিয়ে গেল আইভস, এখনও কব্জি ডলছে। দ্রুত চারপাশে নজর চালাল সে, যেন পালাবার পথ খুঁজছে বা আর কারও সাহায্য প্রত্যাশা করছে।

রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে পিট সলটার, তার পাশেই রয়েছে কাস হ্যাথেল। 'মারাত্মক একটা কথা উচ্চারণ করলে তুমি, ফ্রেণ্ড,' বলল সলটার, 'এ ধরনের কথা মুখে আনার আগে প্রমাণ দেখাতে হয়!'

'খুনের প্রমাণ আছে আমার কাছে,' বলল করবেট, 'তবে খুনী বা খুনীদের

BanglaBook.org

পরিচয় উদ্ধার করতে পারিনি এখনও।'

'ভুল হয়েছে তোমার,' সহজ কণ্ঠে বলল কাস হ্যাযেল, আসলে মাইক নয় বরং জনতার উদ্দেশেই কথা বলছে সে, 'বিল করবেট আমার কাছে র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে এখান থেকে চলে গেছে। তুমি যা সত্যি বলে ভাবছ তা ভুল। স্বেচ্ছায় এখান থেকে চলে গেছে বিল।'

অবিচল থাকল মাইকের শটগান। 'হ্যাযেল,' জবাব দিল ও, রাস্তার সবাই শুনল ওর কথাগুলো, 'তুমি একটা মিথ্যুক! আমার কাছে বিলের লেখা একটা চিঠি আছে যেটায় আমাকে এখানে আসার জন্যে বলেছিল ও, চিঠিটায় ঝামেলার কথা উল্লেখ ছিল। র‍্যাঞ্চ বিক্রি করার কোন ইচ্ছাই ওর ছিল না, বরং আরও উন্নত করতে চেয়েছিল।

'মালিকানার ব্যাপারে আমার কথা হচ্ছে,' বলে চলল মাইক, 'টয়াবিবাসীদের সামনে বিক্রির রসিদ দেখাতে হবে তোমাকে। পরশুর মধ্যে উইল বার্টের অফিসে দলিলটা হাজির করতে হবে।'

কোন নড়াচড়া নেই, অটুট নীরবতা বজায় থাকল রাস্তায়। কি পরিস্থিতিতে পড়েছে তা কাস হ্যাযেলের চেয়ে ভাল করে জানে না কেউ। অ্যান্টিলোপ ভ্যালি দখল করার পর কোন কিছু বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি তার সামনে। তার ব্যক্তিত্ব আর শক্তির কারণে শিপি, চেজ আর আইভস জোট বাঁধতে এগিয়ে এসেছে, একটা কম্বাইণ্ড ব্যবসা গড়ে তুলেছে তারা। বাকি ক্যাটলম্যানদের হয় তল্লাট ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে কিংবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে উৎখাত করেছে। ক্রমেই আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে হ্যাযেল, বিস্তৃতি পেয়েছে তার প্রভাব।

এই শহরে কেবল উইল বার্টই প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করে, যদিও হ্যাযেল জানে অসম অনেকেই যুগপৎ তাকে ভয় পায় এবং ঘৃণা করে!

কিন্তু এখন প্রকাশ্য দিবালোকে জনতার সামনে মিথ্যুক অপবাদ দেয়া হয়েছে তাকে। পরোক্ষে তার বিরুদ্ধে খুন আর চুরির অভিযোগ আনা হয়েছে। কথাটা স্রেফ শহরের চৌহদ্দির মধ্যে আটকে থাকবে না। কারসন, অস্টিন এমনকি ইউরেকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে লোকের মুখে মুখে!

'পরশু ঠিক দুপুরবেলা আবার আমাদের দেখা হবে, হ্যাযেল,' বলল মাইক, 'বিল-অভ-সেল সহ হাজির থেকো, কেবল স্বাক্ষরঅলা রসিদই বৈধ বলে মেনে নেব আমি।'

শান্ত চেহারায় শটগান নামিয়ে নিল করবেট। ছুঁড়ে ফেলা স্যাকটা নিয়ে রাস্তা পার হলো। গলির এক কোণে অপেক্ষা করছিল বিভারলি পাইক, ওর হাতের রাইফেলটা প্রস্তুত।

'চমৎকার, সান,' বলল সে, 'দারুণ যুক্তি দিয়েছ তুমি! এখন হয় দলিল দেখাতে হবে ওদের নইলে চুপচাপ সরে যেতে হবে।'

BanglaBook.org

ঘুর পথে হর্সহ্যাভেনের উদ্দেশে এগোল ওরা। দু'জনের একজনও জানে না জায়গাটা ঠিক কোথায়। আন্দাজের ওপর দিক বেছে এগোচ্ছে, ল্যাণ্ডমার্কের সাহায্য নিচ্ছে পথ চেনার জন্যে। টয়াবি থেকে বেরিয়ে উত্তর পুব দিকে এগোল ওরা প্রথমে, তারপর অ্যাকারম্যান ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে চলল। ভোরবেলা অ্যান্টিলোপ পীকের কাছে ক্যাম্প করল।

ওখান থেকে আবার পর্বতমালার দিকে মোড় নিল। পাইন আর অ্যাসপেনের ভেতর দিয়ে ক্রমশ ওপরে উঠতে লাগল। সতর্ক ভঙ্গিতে ঘোড়া হাঁকাচ্ছে। বলে দেয়ার দরকার নেই, নিজেদের অবস্থান ঠিকই বুঝতে পারছে। হ্যাযেলের উদ্ধার পাবার সহজ, সম্ভবত একমাত্র রাস্তা হলো করবেটকে হত্যা করা, যাতে যথাসময়ে ও বার্টের অফিসে উপস্থিত থাকতে না পারে। ও হাজির হতে না পারলে পুরো ব্যাপারটাকে চাপাবাজ এক ড্রিফটারের ফালতু প্যাচাল বলে চালিয়ে দিতে পারবে সে অনায়াসে। এ প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হবে ঠিক, কিন্তু হ্যাযেল বলবে যথাস্থানে যথাসময়ে ঠিকই হাজির ছিল সে, বিক্রির রসিদও ছিল সঙ্গে; করবেট ব্যাটাই তো আসেনি!

গাছপালার ভেতর দিয়ে গিয়ে একটা প্রশস্ত বেসিনে শেষ হয়েছে সংকীর্ণ ট্রেইলটা। ঘাসে ছাওয়া বেসিনের এখানে-ওখানে গাছ আর ঝোপঝাড় দেখা যাচ্ছে। বেসিনের দূর প্রান্তে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একটা কেবিন, ছাদের চিমনি গলে ধোঁয়ার একটা রেখা অলস ভঙ্গিতে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

'বোলতার চাকে ঢিল মেরেছ তুমি, মাইক,' মন্তব্য করল নিয়ারলি, 'এবার নির্ঘাত তোমার খোঁজে পাহাড়ে লোক লেলিয়ে দেবে হ্যাযেল!'

করবেটও এ কথাই ভাবছিল। পাইনের ছায়ায় ঘোড়া থামাল ওরা। কেবিন আর আশপাশটা জরিপ করল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। কোরালের কাছে জিন চাপানো একটা ঘোড়া বাঁধা, আরও তিনটা ঘোড়া রয়েছে কোরালের ভেতর।

দু'জন মানুষকে উদয় হতে দেখল ওরা এবার। একটা মেয়ে বেরিয়ে এসেছে কেবিন থেকে, আর ক্লিফের ধারে পাথর-স্তূপের আড়াল ছেড়ে এল এক ইণ্ডিয়ান। 'ওই ইনজুনটার পক্ষেই দাঁড়িয়েছিলে তুমি টয়াবিতে, মাইক। ওকে চিনতে আমার ভুল হবে না কোনদিন।'

ওদের দেখামাত্র আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল মাইক আর নিয়ারলি। দু'জনের দিকে নজর পড়তেই চট করে আবার কেবিনের দিকে ছুটে গেল মেয়েটা, ইণ্ডিয়ানটা যেন কি বলল তাকে, থামল সে, পেছন ফিরে তাকাল করবেটদের দিকে।

কি আশা করেছিল জানে না মাইক, তবে এমন কিছু নয়, এটা ঠিক। মেয়েটা বেশ লম্বা, চমৎকার গড়ন, ত্বকের রঙ গাঢ়, ফলে তার ধূসর চোখজোড়াকে আরও প্রাণবন্ত, সুন্দর লাগছে। করবেট এগিয়ে যেতেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করল সে। ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো না। মেয়েটার আচরণে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, বেশ

BanglaBook.org

আত্মবিশ্বাসী। ইণ্ডিয়ানের কোমরে এখন পিস্তল ঝুলতে দেখল করবেট।

'হাউডি, ম্যাম,' বলল করবেট, 'আমি মাইক করবেট। এই র‍্যাঞ্চটার মালিক।'

'আমি জানি তুমি কে,' বলল মেয়েটা, 'তবে এখানে তোমার মালিকানার ব্যাপারটা প্রশ্ন সাপেক্ষ, আলাপ করার প্রয়োজন আছে। ভেতরে এসো! প্যাচের কাছে তোমার উপকারের কথা শুনেছি আমি।'

কেবিনে এসে টেবিলে খাবার সাজিয়ে কফি বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মেয়েটা। 'আমি লিন করবেট। লিন, মানে লিনডার সংক্ষেপ, আর করবেট বিয়ের সুবাদে তোমার ভাইয়ের নাম থেকে যোগ হয়েছে।'

'কি বললে।'

'ও নিরুদ্দেশ হবার আগে বিয়ে হয়েছিল আমাদের। র‍্যাঞ্চে গোলমালের খবর শুনে আমাকে শহরে রেখে তড়িঘড়ি এখানে আসার জন্যে রওনা হয় ও, অ্যাম্বুশে পড়ে যায়। গুলি খাওয়ার পর ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে ও, এরপর আর ওর দেখা মেলেনি।'

'কি বলব বুঝছি না!' বলল মাইক, 'কোন চিঠিতে তোমার সম্পর্কে কখনোই কিছুই লেখেনি বিল।'

তিক্ত হাসল লিন করবেট। 'তখন ও আমাকে চিনত না। আমি টয়াবিতে এসেছিলাম কাস হ্যাথেলকে বিয়ে করার জন্যে। কিন্তু ওর সঙ্গে শেষে বনিবনা হলো না আমার। লোকটার মিথ্যাচার সহ্য করতে পারিনি, তাই বিয়ে ভেঙে যায়।

'এতে করে আমার ওপর খেপে ওঠে কাস হ্যাথেল, আমাকে হত্যার হুমকি দেয় সে; লোকজন জড়ো করে আমাকে শহর ছাড়া করার চেষ্টাও চালায়। হ্যাথেলের সঙ্গে আগে থেকেই বিরোধ চলছিল বিলের, ঘটনাটা জানতে পেরে আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে সে।'

মাইকের দিকে তাকাল লিন। 'পৃথিবীতে আপন কেউ ছিল না আমার, স্যান ফ্রানসিসকো থেকে এখানে আসার খরচ জোগাতে গিয়ে কপর্দকহীন হয়ে গিয়েছিলাম। বিলকে আমি বলেছিলাম ওকে ভালবাসি না, তবে ও চাইলে স্ত্রী হিসাবে উৎরে যাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তো আমাদের বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু বিলের কাছে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দেয়ার সুযোগ আর পেলাম না আমি।

'এখন,' আবার বলল মেয়েটা, 'তুমি জানলে হ্যাথেলের প্রতি আমার কেন কোন আগ্রহ নেই, কেন সে আমাকে ভিটেছাড়া করতে উঠে পড়ে লেগেছে।'

'কিন্তু ওর সঙ্গে তোমার প্রথম দেখা হয় কিভাবে?'

'আমার বাবা মারা যাবার পর দেখলাম আসলে আমাদের জন্যে সে কিছুই রেখে যায়নি। পুবে আমার অনেক বন্ধু কাস হ্যাথেলকে চিনত, ওকে আমার কথা জানায় তারা, একটা ছবিও পাঠিয়েছিল। ডাক মারফত তখন বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়

BanglaBook.org

লোকটা। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাকে দারুণ রোমান্টিক আর রোমাঞ্চকর মনে হয়েছিল তখন—সুদর্শন এক ওয়েস্টার্ন র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে বিয়ে হবে, এই আরকি!'

'এই র‍্যাঞ্চের ওপর আমার মালিকানা প্রশ্ন সাপেক্ষ বললে কেন?'

'এটার অর্ধেকের মালিক তুমি হলেও বাকি অর্ধেকের মালিক আমি। তোমাদের র‍্যাঞ্চের পাশের জায়গাটার জন্যে ক্লেইম ফাইল করেছি আমি।

'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ বিয়ের সময় বিলের কাছ থেকেই টাকাটা পেয়েছিলাম। বেশি টাকা পয়সা ছিল না ওর সঞ্চয়ে তবু আমার মনে যেন বন্দীনির অনুভূতি না জাগে কখনও সেটাই নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। আমি নিজেকে অসুখী ভাবলে যখন ইচ্ছা তখনই যেন নিজের পথ বেছে নিতে পারি, এমন একটা চিন্তা ছিল ওর মনে।

'বিল নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর কাস হ্যাযেল হুট করে একটা বিল-অভ-সেলসহ হাজির হলো, বলল সেই নাকি এই র‍্যাঞ্চের মালিক। তার কাছেই প্রথম শুনলাম বিল নাকি আমাদের বিয়ের ব্যাপারে মত বদল করেছে আর র‍্যাঞ্চটা তার কাছে বিক্রি করে চলে গেছে দেশ ছেড়ে। কিন্তু তার কথা তিলমাত্র বিশ্বাস করিনি আমি, আবার বিপরীত কোন প্রমাণও দেখাতে পারিনি তাকে। আমার প্রতি তখন অনেকেই সহানুভূতি দেখিয়েছে। সে যা হোক, বিলের সঙ্গে আমার পরিচয় স্বল্প সময়ের ছিল, কে জানে হয়তো সত্যিই বিয়ের ব্যাপারে নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে। জোর দিয়ে কিছু বলার উপায় ছিল না আমার।'

'তবু থেকে গেলে তুমি?'

'যাবার জায়গা থাকলে তো আর!' বলল মেয়েটা, 'তাছাড়া বিল হয়তো আবার ফিরে আসবে, কে জানে! আবার বিলও তো তোমার আসার ব্যাপারে আমাকে কিছু বলেনি কোন সময়।' একটু থামল লিন। 'ইয়ে, বিল কি ওর কোন চিঠিতে কখনও—মানে—কোন রূপার খনি আবিষ্কারের কথা লিখেছিল? এদিকেই কোথাও নাকি আছে খনিটা।'

'রূপার খনি?' ভুরু কোঁচকাল মাইক, মনে করার চেষ্টা করল। আগেও বেশ কয়েকটা চিঠি পেয়েছিল ও বিলের কাছ থেকে। 'কই মনে পড়ছে না তো তেমন কিছু!'

বাংকহাউসের দিকে গেছে ইণ্ডিয়ানটা, এবার সেদিকে ইঙ্গিত করল মাইক করবেট। 'প্যাচের ব্যাপারটা কি? এখানে ও আসছে কিভাবে?'

'ঠিক বলতে পারব না,' বলল লিন, 'সত্যিই জানি না! হঠাৎ একদিন ঘেয়ো একটা পনি হাঁকিয়ে এখানে হাজির হয় সে, আমার এখানে কাজ করতে চাইল। আমার তখন লোকের দরকার থাকলেও টাকা পয়সার অভাবে কাউকে নিতে পারছিলাম না। ইণ্ডিয়ান লোকটা বলল আমার সঙ্গে কাজ করবে, পরে সুবিধামত মুজুরি বুঝিয়ে দিলেই হবে। আমি ভেবে দেখলাম খারাপ কি! সেই থেকে আছে,

BanglaBook.org

দিনরাত খাটে, খুব বিশ্বস্ত। তবে কাস হ্যাযেলকে আশপাশে দেখলেই উধাও হয়ে যায় সে। লোকটাকে বোধ হয় ভয় পায়!'

'প্যাচ ডাকো কেন তাকে? অ্যাপাচি?'

'হ্যাঁ। আমাকে তার নাম জানায়নি বলে এ নামেই ডাকা শুরু করেছিলাম।'

ইণ্ডিয়ানদের আচার আচরণ অদ্ভুত। নিজস্ব কিছু বিশ্বাস আছে ওদের, সেসব মেনে চলে। এত উত্তর-পশ্চিমে অ্যাপাচির দেখা পাওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ দক্ষিণ-পশ্চিমের মরু এলাকাই বেশি পছন্দ করে ওরা, অবশ্য সব গোত্রেরই ঘরছাড়া বাউণ্ডুলে ধরনের দু-একজন সদস্য থাকে, এ-ও হয়তো সেরকম কেউ।

কাস হ্যাযেল নির্বোধ নয়। অপরাধী অবশ্যই, তবে একই সঙ্গে অসম্ভব ধূর্ত এবং বুদ্ধিমান—এবং এ দুটো গুণের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। লোকটা জানে তার কাছে আদৌ কোন বিল-অভ-সেল যদি থাকেও সেটা নেহাত ভুয়া, তার মানে নিশ্চয়ই অন্য কোন বুদ্ধি আছে তার মাথায়। নির্ঘাত জানে সে বিল করবেট আর বেঁচে নেই এখন, সেজন্যেই এতদিন নিশ্চিন্ত ছিল, মালিকানা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি। কিন্তু কেবল র‍্যাঞ্চ উদ্ধার নয়, তারচেয়ে বেশি কিছু চায় মাইক করবেট। বিলের হত্যাকারীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বদলা নেবে! এতদিন পর প্রমাণ বের করা বেশ কঠিন হবে, তিন বছর কেটে গেছে! তবু ব্যাপারটা নিয়ে যতই ভাবল ততই মাথায় কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ওর। চিরকাল গোছাল স্বভাবের মানুষ বিল করবেট, কোন কিছুই দৈবের ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকত না; সেই বিল স্যাভরি ক্রিকের গুহায় পৌঁছা পর্যন্ত বেঁচে ছিল। আগে মাথায় গুলি খেলে এত দীর্ঘ সময় বাঁচত না। তার মানে প্রথমে পিঠে গুলি খায় বিল করবেট, অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার, এবং গুহা পর্যন্ত পৌঁছা অবধি বেঁচে ছিল সে।

হত্যার প্রথম প্রয়াসের সময় একেবারে অপ্রস্তুত অসহায় অবস্থায় পেয়েছিল খুনী। কিন্তু গুহায় পৌঁছার সময়ও কি অসহায় অপ্রস্তুত ছিল সে? দেহের নিম্নাংশ অচল হয়ে যাবার আগে কতটা সময় পেয়েছিল?

তলে তলে উত্তেজিত হয়ে উঠল মাইক করবেট। উঠে দাঁড়াল ও, বাংক-হাউসের দিকে এগিয়ে গেল। ওর ভাই সব সময় কোন না কোন বার্তা রেখে যাবার চেষ্টা করত আগে, যেখানেই থাক না কেন। চলার পথে নির্দিষ্ট জায়গায় কোন খবর থাকলে রেখে দিত সে। ওর সম্পর্কে তাই কোনসময় অনুমান করার প্রয়োজন হত না! পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করত সে। যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে পুরানো এল-বার র‍্যাঞ্চের পাথুরে স্তূপ বা কোন ফোকর কিংবা পথে কোন গাছের নিচে পাথর কাজে লাগাত আগে।

এবার তার ব্যতিক্রম হবে কেন? জীবনের শেষতম মুহূর্তে ওই গুহায় পৌঁছার জন্যেই আজরাইলের সঙ্গে লড়েছে বিল, নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল একাজ করার!

উত্তেজিত বোধ করলেও নিজেকে শেষ পর্যন্ত শান্ত করল মাইক করবেট।

BanglaBook.org

অনেক পথ চলে ক্লান্ত, বাংকে শোয়ামাত্র গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার পর জাগল ও আবার। কার যেন রাগত কণ্ঠের আওয়াজ এল কানে। চোখ মেলে তাকাল ও। দ্রুত কাপড় পরে রাইফেল তুলে নিল হাতে, পা বাড়াল দরজার দিকে। আইভস আর কয়েকজন রাইডারকে দেখতে পেয়ে দম আটকে গেল। প্যাচকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। আইভসের এক সঙ্গী নিয়ারলি পাইক আর লিনের দিকে রাইফেল নিশানা করে রেখেছে।

দরজার চৌকাঠের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাইফেলটা স্থির করে চড়া গলায় হুমকি দিল মাইক, 'আমাকে খুঁজছ নাকি, বারলি? এই যে, আমি এখানে!'

স্যাডলের ওপর পাঁই করে ঘুরল আইভস। কিন্তু রাইফেলের নল ছাড়া মাইকের উপস্থিতির কোন চিহ্ন দেখল না সে। তার দিকেই তাকিয়ে আছে কালো ব্যারেলটা!

বাংকহাউসের দেয়াল অসম্ভব পুরু, গুলি করে ফায়দা হবে না, বুঝল আইভস। পরিস্থিতি তার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। গোলাগুলি যদি শুরু হয়, প্রথম কার গায়ে গুলি লাগবে সেটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার।

ঘোড়ার খুরের আওয়াজে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হলো তার। বারলির দৃষ্টি অনুসরণ করে মাইকও তাকাল শব্দের উৎসের দিকে। আধ ডজন রাইডার দৌড়ে আসছে এদিকেই, তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে চৌকো গড়নের শাদা গোঁফঅলা বয়স্ক এক লোক। 'কি হচ্ছে এখানে, বারলি?' ঘোড়া থামানোর পর জানতে চাইল সে। 'আমি থাকতে মেয়েটাকে উত্ত্যক্ত করতে দেব না তোমাকে!'

'তুমি এখানে নাক গলাতে এসো না, জন।' বলল আইভস, 'আমি ওই করবেট ব্যাটার সঙ্গে ফয়সালা করতে এখানে এসেছি!'

রাইফেল নামিয়ে ওর শূন্য বাংকের দিকে হাত বাড়াল মাইক করবেট, ওখানে রাখা শটগানটা তুলে নিল। 'কেবল আমার সঙ্গে ফয়সালা করার জন্যে পুরো আউটফিট সঙ্গে আনতে হলো?' উঠানে পা রাখতে রাখতে বিদ্রূপের সুরে প্রশ্ন করল মাইক। 'একজনের বিরুদ্ধে লাগতেই তোমার এত লোকের সাহায্য লাগে?'

'শটগানটা ফেলে দিয়ে দেখো, মেরে ঠিক তক্তা বানিয়ে ফেলব তোমাকে!'

সঙ্গে সঙ্গে শটগানটা পাইকের হাতে তুলে দিল মাইক করবেট। 'ঘোড়া থেকে নামো তুমি, তারপর দেখা যাক কে কাকে তক্তা বানায়।' শাদা-চুল বুড়োর দিকে তাকাল ও। 'আমার অনুমান ভুল না হলে তুমি নিশ্চয়ই জন শিপি?' মাথা দোলাল বুড়ো। 'যাতে ফেয়ার-প্লে হয় সেদিকে একটু খেয়াল রাখবে?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো তুমি!' একটা হাত নাড়ল বুড়ো। 'ওদের কাছ থেকে সরে যাও সবাই! ওদের দু'জনের মধ্যে কেউ বাগড়া দেয়ার চেষ্টা করলে তাকে আমার সঙ্গে রফা করতে হবে, আগেই সাবধান করে দিচ্ছি!'

মহা আনন্দে গান বেল্টের বাকলস্ ঢিলে করে ফেলল বারলি আইভস,

BanglaBook.org

স্যাডলহর্নের সঙ্গে লটকে দিল ওটা। আসলে গানফাইটে নামার জোরাল কোন ইচ্ছা তার ছিলই না, তাই হাত চালানোর সুযোগ মিলে যাওয়ায় দারুণ খুশি হয়েছে। অতীতে কখনও খালিহাতে মারপিটে পরাজিত হয়নি সে, লড়াই শুরু করার জন্যে তাই ব্যাকুল হয়ে গেল।

'তোমাকে ও ভর্তা বানিয়ে দেবে, সান!' সতর্ক করল পাইক, 'ব্যাটার সাইজটা দেখেছ!'

পাইকের কথায় কান দিল না মাইক করবেট। এখন আইভসের দিকেই নিবদ্ধ ওর সমস্ত মনোযোগ, শুধু তার কথাই ভাবছে। চট করে আগে বাড়ল ও, চক্কর দিতে শুরু করল সতর্ক ভঙ্গিতে। বারলির হাবভাবেই বোঝা যায় খালিহাতে মারপিট তার জন্যে ডালভাত। তবে তার প্রথম পরীক্ষামূলক ঘুসিটা লক্ষ্যচ্যুত হলো। তাকে ধোঁকা দিতে আক্রমণের একটা ভঙ্গি করল করবেট, পরক্ষণে চট করে একপাশে সরেই আইভসের মুখের ওপর দড়াম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল। জায়গামত লাগল আঘাতটা। বিশ্রীভাবে কেটে গেল আইভসের ঠোঁট, রক্ত বেরিয়ে এল দরদর করে। পলকে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল মাইক এবং বেঁচে গেল। ডান কানে হালকাভাবে লাগল আইভসের ঘুসি, তাতেই টলে উঠল। তেড়ে এল এবার বারলি, দৈর্ঘ আর ওজনে মাইকের তুলনায় অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে সে। পিছু হটছিল মাইক করবেট, ধাক্কা দিয়ে ওকে বেসামাল করে দিল আইভস; প্রতিপক্ষের গায়ে নিষ্ফলা কয়েকটা ঘুসি মারল মাইক করবেট। তারপরই আচমকা একটা ঘুসি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। গতির টানে সামনে চলে এল বারলি আইভস, সজোরে একটা লাথি চালাল। জায়গামত লাগল না লাথিটা। দ্রুত উঠে দাঁড়াল করবেট, আঘাতের প্রভাবে মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। আইভসের বাম হাতের একটা ঘুসি বাউলি কেটে পাশ কাটিয়েই দু'হাতে পটাপট কয়েকটা ঘুসি ঝেড়ে দিল তার গায়ে। মারপিট করার সময় ছোটবেলায় শেখা কয়েকটা কৌশলই কাজে লাগাতে হচ্ছে ওদের। দু'জনই রাফ-অ্যাণ্ড-টাম্বল স্টাইলে অভ্যস্ত, সীমান্ত এলাকায় মারপিটের এই রেওয়াজ ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছে ওরা, রপ্ত করেছে।

আচমকা এবার সামনে ধেয়ে গেল করবেট। আইভসের বাম হাতের একটা ঘুসি এড়িয়ে তার একপাশে চলে এল, তারপর বাম হাত উঁচিয়ে ঘুসি মারল। কান ফেটে দু'ভাগ হয়ে গেল আইভসের, টলে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ নিল করবেট। একটানা ঘুসি খেয়ে বেসামাল হয়ে গেল লোকটা।

নিজেকে সামলে নিয়ে, বিশাল হাতে পাল্টা আঘাত হানার চেষ্টা করল। আচমকা ঘুসি মারা বন্ধ করল মাইক, পরক্ষণে ঝপ্ করে বসেই আইভসের হাঁটুজোড়া চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল।

প্রচণ্ড শব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ল আইভস, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালের মত গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার। প্রস্তুত ছিল মাইক, ডান হাতে প্রচণ্ড এক ঘুসি

BanglaBook.org

শানাল ও; ব্যাট-বলে সংঘর্ষের মত একটা শব্দ হলো। ফের সামনে বাড়ল করবেট, দু'হাতের আঘাতে আইভসের শরীরটাকে ভর্তা বানানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আইভসের শরীরের নানা জায়গা কেটে গেল, একটা চোখ বন্ধ-প্রায়; তারপরও বিশাল লোকটার নাগালের বাইরে থাকার চেষ্টা করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল করবেট।

দানবের বুকে মাথা দাবাল ও, তারপর দু'হাতে আবার তার শরীরে ঘুসি মারতে শুরু করল, রিভার-বোট-ফাইটার হিসাবে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা বারলি আইভসের। বুড়ো আঙুল টানটান করে মাইকের চোখে খোঁচা মারার চেষ্টা চালাল সে এবার। আবার আইভসের বুকে মাথা দাবাল করবেট, আচমকা মাথা উঁচু করে আঘাত করল লোকটার চিবুকে। টলে উঠল পাহাড়টা। দু'হাতে একসঙ্গে আইভসের চিবুকে ঘুসি মারছে করবেট।

দড়াম করে আবার আছাড় খেলো আইভস। আস্তে, ক্লান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়াল আবার। আগেই পিছিয়ে এসেছে মাইক করবেট, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে। চক্কর মারতে শুরু করল ও আইভসের চারপাশে। হঠাৎ পা পিছলে গেল ওর, মওকা পেয়ে বিয়ার-হাগ কৌশলে ওকে জাপ্টে ধরল প্রতিপক্ষ। প্রচণ্ড ব্যথায় দম আটকে যাবার দশা হলো ওর, নিজেকে মুক্ত করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল, জানে: নইলে দানবটা ওর মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলবে!

আচমকা ইচ্ছা করেই শরীরটাকে পেছনে বাঁকা করে দিল করবেট। মাটিতে আছড়ে পড়ল ও, তবে আইভসের সাঁড়াশী বাঁধন থেকে রেহাই মিলল। উঠে দাঁড়াল ও। আবার ওকে শুইয়ে দিতে তেড়ে এল আইভস, পলকে একটা হাঁটু উঁচু করে তার মুখে আঘাত করল মাইক।

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে মাটি স্পর্শ করল আইভস, রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে তার চেহারা, অপেক্ষা করতে লাগল মাইক করবেট, হাঁপাচ্ছে। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল আইভস। আগে বাড়ল মাইক, তারপর একটা আপারকাট হানল, আইভসের মাথা হেলে পড়ল পেছনে, হাঁটু গেড়ে বসল সে, তারপর লুটিয়ে পড়ল ঘাসের ওপর।

টলমল পায়ে পেছনে সরে এল মাইক করবেট; হাঁপাচ্ছে ও, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। আইভসের ওঠার অপেক্ষা করছে।

'ছেড়ে দাও ওকে, করবেট,' বলে উঠল এবার জন শিপি। 'ও শেষ হয়ে গেছে!' তারপর বিস্মিত কণ্ঠে বলল: 'এমন ঘটনা দেখতে হবে কোনদিন চিন্তাও করিনি!'

কিচেনে করবেটের মুখ ধুয়ে দিল লিন, সযত্নে মুছে ফেলল রক্তের দাগ। 'বিশ্রীভাবে কেটে গেছে বেশ কয়েক জায়গায়!' বলল সহানুভূতির সুরে।

'ও সেরে যাবে,' বলল মাইক, 'বরাবরই সেরে যায়।'

BanglaBook.org

শিপির কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করছে পাইক, শুনতে পেল ও। স্যাডলব্যাগ থেকে বিল করবেটের চিঠিগুলো বের করে র‍্যাঞ্চারকে দেখাল সে। 'এগুলোর লেখক আর যাই হোক জমি বিক্রি করবে না!' জোরের সঙ্গে বলল পাইক।

আস্তে করে লিনের দু'হাত একপাশে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল করবেট, সামান্য টলছে। ওর কঠিন হাতজোড়া ফুলে প্রায় অসাড়। 'শিপি, সময়মত শহরে হাজির থাকতে পারব না আমি। তুমি বার্ট আর হ্যাথেলকে আমি না পৌঁছা পর্যন্ত আটকে রাখতে পারবে? খুব উপকার হবে তাহলে। নিয়ারলি পাইক যাবে তোমার সঙ্গে।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' জানতে চাইল পাইক।

'একটা চিন্তা এসেছে আমার মাথায়,' বলল মাইক, 'আমার ধারণা ঠিক হলে খুনীর পরিচয় জানতে পারব শিগগিরই!'

মাথা দোলাল জন শিপি। 'ঠিক আছে, সাধ্যমত করব আমি।' হঠাৎ পাইকের দিকে ফিরল সে। 'এই অদ্ভুত নাম কোত্থেকে জোটালে তুমি?'

'ইয়ে, মানে, ব্যাপারটা আসলে এরকম, মিস্টার শিপি, বাবা-মা'ই রেখেছিল নামটা। কেনটাকি থেকে মিসৌরির দিকে যাচ্ছিল আমাদের পরিবার, পাইক কান্ট্রিতে বসতি করার পরিকল্পনা ছিল, ওখানে পৌঁছার পর জন্ম নেয়ার কথা ছিল আমার; কিন্তু কয়েক মাইল বাকি থাকতেই থামতে হয় ওদের, আমি জন্ম নিই, তাই এ-নাম রাখে আমার—নিয়ারলি পাইক।'

করবেটের দিকে তাকিয়ে আছে লিন, অন্যরকম ঔজ্জ্বল্য তার দৃষ্টিতে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে যেন। মেয়েরা, ভাবল মাইক, কখনোই পুরুষদের মারপিটের কারণ বুঝে উঠতে পারবে না!

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল আইভস, খানিক দুলল এপাশ-ওপাশ, সোজা হলো শেষে। রক্ত আর ধুলোর একটা মুখোশ সেঁটে দেয়া হয়েছে যেন তার চেহারার ওপর। ঘোড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল সে, তারপর স্যাডলে চাপল, লাগাম হাতে নিয়ে বলল, 'তুমি সত্যিই কঠিন মানুষ, করবেট!' গম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'ক্ষমতার বাইরে হাত দিয়ে ফেলেছিলাম আমি আসলে।'

ওকে চলে যেতে দেখল করবেট, নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল এবার, ইতিমধ্যে জিন চাপিয়ে ওটাকে তৈরি করে নিয়ে এসেছে পাইক। দৌড়ে ওর কাছে এল লিন। 'তুমি যেয়ো না, মাইক! আমার ভয় লাগছে! বাইরে যাবার মত অবস্থা নেই তোমার!'

হাসার চেষ্টা করল মাইক, ঠোঁট ফুলে ঢোল, হাসি ফুটল না। সামনে ঝুঁকে মেয়েটার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'ওদের সঙ্গে তুমিও শহরে চলে যেয়ো। পাইকের সঙ্গে থাকবে। আমাকে যেতেই হচ্ছে।'

BanglaBook.org

অ্যান্টিলোপ ভ্যালির দিকে এগিয়ে চলেছে মাইক করবেট। একটা ডিম-ট্রেইল ধরে

বেঞ্চে চলে এল ও। পাইনের ছায়ায় ছায়ায় এগোল, একেকটা পা ফেলছে ঘোড়া আর ওর মনে হচ্ছে মাথার ভেতর লাফাচ্ছে মগজটা। পাঁজরের কাছে জ্বলছে ক্ষতস্থানগুলো। ব্যথা করছে মাথা। সূর্যটা ইতিমধ্যে তেতে উঠেছে। বাটলার ক্রিকে পৌঁছে জলের কিনারায় উপুড় হয়ে শুয়ে আশ মিটিয়ে পাহাড়ী টলটলে ঠাণ্ডা পানি পান করল করবেট, তারপর মুখ ধুয়ে নিল।

উঠে দাঁড়াতেই সংকীর্ণ ক্রিকের উল্টোদিকে দু'জন অশ্বারোহীর ট্র্যাক নজরে পড়ল ওর। ঝর্নার পানিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথরের ওপর পা ফেলে উল্টোদিকে চলে এল ও। মনোযোগের সঙ্গে ট্র্যাকগুলো পরীক্ষা করল। একেবারে তরতাজা ট্র্যাক যেমন আছে, তেমনি রয়েছে অনেকদিন আগের ট্র্যাকও! সন্দেহ নেই, ঘোড়সওয়াররা যারাই হোক এখানে তারা বহুবার মিলিত হয়েছে। একজন কাউহ্যাণ্ড, অপরজন একটা মেয়ে, কোন সন্দেহ নেই।

ঝর্না পেরিয়ে আবার নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এল মাইক করবেট, কিন্তু স্যাডলে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে রোদের তাপ আর আইভসের সঙ্গে লড়াইয়ের ধকল আর সামলে উঠতে পারল না। সরে এসে বসে পড়ল ঘাসের ওপর, কোনমতে ছায়ায় এসে ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ জেগে উঠল মাইক। সূর্যের দিকে এক নজর তাকাতেই বুঝতে পারল কমপক্ষে ঘণ্টাখানেক পার করে দিয়েছে ঘুমিয়ে। মাথার ভেতরটা এখনও দপ্‌দপ্ করছে যদিও, তবে আগের চেয়ে বেশ ভাল লাগছে। একটু পরে রাইডারদের একজনের ট্র্যাকের দেখা পেল ও আবার। হর্সহ্যাভেনের দিকে গেছে। বেশ পুরানো ট্র্যাক।

স্যাভরি ক্যানিয়নের দিকে বাঁক নিল মাইক করবেট। দু'পাশে খাড়া দেয়াল দেখা যাচ্ছে। ঝর্নার কুলুকুলু আওয়াজ জোরাল হয়ে উঠেছে এখানে। তারপর আবার চওড়া হলো ক্যানিয়ন। সামনে বালিময় একটা তাক দেখতে পেল ও, প্রাচীন কোন গাছের শুকনো ডালপালা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে ওখানে। তারপরেই গুহাটা দেখা গেল।

স্যাডল থেকে নেমে ঘোড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে ক্ষণস্থায়ী ঝিমুনি তাড়াল মাইক করবেট। পরক্ষণে থতমত খেয়ে গেল। মুখ শুকিয়ে এল। তবে সম্পূর্ণ সজাগ ওর স্নায়ু। আশ্চর্য শাদাটে-ধূসর একজোড়া চোখের দিকে তাকিয়ে আছে ও। পিট সলটার!

সলটারের দৃষ্টিতে চাপা বিজয়োল্লাস। 'এখানে আসতে অনেকক্ষণ লাগল তোমার। সেজন্যেই তোমার আগে পৌঁছুতে পেরেছি। এবার ভাইয়ের মত পটল তুলবে তুমিও! আশ্চর্য, খামোকাই কাস হ্যাথেলকে দোষারোপ করেছ তুমি। বুদ্ধিটা ওর হলেও আমাদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কুলিয়ে উঠতে পারেনি। আমরাই টেক্কা মেরেছি।'

BanglaBook.org

'বিলকে তুমিই মেরেছ?' কি বলছে তা নিয়ে ভাবছে না মাইক, নিজের ফোলা বিক্ষত হাত আর পিস্তল চালনায় শত্রুর ক্ষিপ্রতার কথা চিন্তা করছে।

'বিলকুল! আমিই শেষ করেছি ওকে। তার আগেই পিঠে গুলি খেয়ে পঙ্গু অবস্থায় পড়েছিল সে এখানে এসে। হ্যাযেল ওর র‍্যাঞ্চ দখল করতে চেয়েছে বটে, ওটা হাতানোর ফিকিরে ছিল সে। আমরা ওনিয়ে সময় নষ্ট করিনি!

'র‍্যাঞ্চটা তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হই আমরা, কারণ বিল যে রূপার খনি আবিষ্কার করেছে—বল্ড মাউন্টেনের কাছে, সে কথা জেনে ফেলেছিলাম। র‍্যাঞ্চটার ওপর জুয়া খেলে জিতে গেছি আমরা!'

'তুমি নিশ্চিত?'

'কেন নয়? এসবের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা কাস হ্যাযেল ছাড়া কেউ জানে না, আর হ্যাযেল কোনদিন মুখ খুলবে না। যদি খোলেও কেউ তার কথা বিশ্বাস করবে না। আচমকা তুমি হাজির হওয়ায় একটু ঝামেলা হয়ে গিয়েছিল, তবে এখন তার ইতি টানতে যাচ্ছি আমি!'

দ্রুত কাজ করছে করবেটের মগজ। *আমরা* বলে কি বোঝাতে চাইছে লোকটা? ও গুহায় আসবে, এখবর কার কাছে পেল সলটার?

আইভস? হয়তো।

কিন্তু এতদিনেও রূপার খনির দখল নেয়নি কেন ওরা? বিক্রি করে সরে যায়নি কেন? সহজ উত্তর—খনিটার অবস্থান জানে না ওরা!

'আমাকে খুন করতে পারবে না তুমি, সলটার,' বলল ও, 'প্রশ্নই ওঠে না। তোমার বন্ধু আইভসের মত তুমিও ব্যর্থ হবে। তুমিই এখানে, এই গুহায়, প্রাণটা খোয়াবে আজ, সলটার। ওই বালির ওপর!

'খুন-খারাবি করে খামোকাই সময় নষ্ট করেছ তোমরা। এক তোলা রূপাও স্পর্শ করার সুযোগ হয়নি এখনও, কারণ খনিটা কোথায় আছে সেটাই জানো না তোমরা!'

'কিন্তু আমি জানি,' নির্বিকার চিত্তে মিথ্যে বলল মাইক, 'আর আমি মারা গেলে কোনদিনই ওটার হদিস পাবে না তোমরা। কেন? কারণ আর কারও জানা নেই ওটার অবস্থান! *কারও না!*'

'তোমাকে ঠিকই মারব আমি,' কঠিন নির্মম হয়ে উঠল সলটারের চেহারা, 'আর রূপার খনির খোঁজ পাওয়ার ব্যাপারেও জুয়া খেলব!'

দাঁড়িয়ে আছে করবেট, হঠাৎ করে দুর্বল বোধ করছে। 'হাজার হাজার লোক ওই খনিটা খুঁজে ব্যর্থ হয়েছে, বিল ছাড়া কেউ ওটার সন্ধান পায়নি। একটা সূত্র ছিল ওর কাছে। সেই সূত্রটা আর কারও জানা নেই। কেবল আমাকেই জানিয়েছিল!'

ম্লান আলোয় পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল পিট সলটার। আচমকা ভাঁজ হয়ে গেল করবেটের হাঁটুজোড়া, বালির ওপর বসে পড়ল ও, ভর দিল গোড়ালির ওপর।

BanglaBook.org

'দুঃখিত, সলটার, আমার—অবস্থা—খুবই খারাপ—!' কাঁপা একটা হাত ভুরুর কাছে তুলল ও, হাতটা মুখ স্পর্শ করতে যাচ্ছে মনে হলেও সহসা সাপের মত ছোবল হানল যেন—সলটারের চোখের দিকে উড়ে গেল এক মুঠো বালি।

অন্ধ হয়ে গেল সলটার। লাফ দিয়ে পেছনে সরে গেল সে। এক হাতে চোখ কচলাচ্ছে, আরেক হাতে পিস্তল বের করার চেষ্টা করছে। খাপমুক্ত হলো তার পিস্তল; কিন্তু মুহূর্তের দ্বিধার এই সুযোগই চেয়েছিল করবেট। আড়ষ্ট আঙুলে নিজের পিস্তলের বাঁট জাপ্টে ধরে বের করে আনল ওটা খাপ থেকে। অন্য হাত দিয়ে স্থির করে ধরে ট্রিগারে টান দিল।

একই সঙ্গে গর্জে উঠল সলটারের পিস্তল। বালিতে কানা হয়ে গেছে সে, মিস করল।

পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে ছোঁড়া করবেটের প্রথম বুলেট সলটারের ডায়াফ্রামে ঢুকে কোনাকুনিভাবে ওপর দিকে উঠে গেল। পিস্তল ঘোরানোর চেষ্টা করল গানম্যান। দ্বিতীয়বার গুলি চালাল করবেট। এবং তৃতীয়বার।

কুঁকড়ে বালির ওপর লুটিয়ে পড়ল সলটার। পিস্তলের বাঁটের ওপর থেকে আলগা হয়ে গেল তার হাতের মুঠি।

ক্যানিয়নে প্রতিধ্বনি হলো গুলির শব্দের; গুহার স্যাঁতসেঁতে গন্ধের সঙ্গে বারুদের উৎকট গন্ধ মিশে গেছে। এক সময় মিলিয়ে গেল প্রতিধ্বনিও, কেবল পাথরের ওপর দিয়ে পানি গড়ানোর শব্দ শোনা গেল।

মাইক করবেট যখন দুলকি চালে ঘোড়া নিয়ে রাস্তা বরাবর এগিয়ে গিয়ে হোটেলের সামনে থামল। টয়াবি শহরে তখন সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে, জমাট বাঁধতে শুরু করেছে ছায়ারা। দৌড়ে বেরিয়ে এসে ওর ঘোড়ার স্টির‍্যাপ-এর চামড়া আঁকড়ে ধরল নিয়ারলি পাইক। 'তুমি ঠিক আছ তো, বয়?' জানতে চাইল উদ্বিগ্ন স্বরে, 'চিন্তায় আমার মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়েছে!'

'সবাই কোথায়, পাইক?'

'আছে, ভেতরে। এত দেরি করলে যে?'

'ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম।' করবেট ভেতরে ঢুকতেই ওর ওপর স্থির হলো সবার দৃষ্টি। হ্যাযেলের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, ক্ষোভ আর অস্বস্তি বোধ করছে লোকটা। উইল বার্ট, জন শিপি আর জিম ডালানের চেহারায় নিখাদ কৌতূহল। ওর দিকে চেয়ে আছে লিন করবেট, দৃষ্টিতে উদ্বেগ। গম্ভীর চেহারায় মেয়েটার পেছনে বসে ইণ্ডিয়ান।

টেবিলের ওপর হাত রেখে সামনে ঝুঁকল করবেট। 'হ্যাযেল, তোমার সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিলাম আমি। চোর হলেও খুনী নও তুমি!'

'ওই র‍্যাঞ্চটা আমি কিনেছি!' প্রতিবাদ জানাল হ্যাযেল, 'এই দেখো আমার

BanglaBook.org

বিল-অভ-সেল!'

'পরিষ্কার জানি,' বলল করবেট, 'কি জানো তুমি যেমন আমার ভাইয়ের স্বাক্ষর দেখোনি কোনদিন, তেমনি অন্যরাও দেখেনি বলে এতদিন কোনদিক থেকে কোন চিন্তা ছিল না তোমার। কিন্তু আমার সঙ্গে বিলের লেখা সই দেয়া বেশ কয়েকটা চিঠি রয়েছে এবং ওর নিজের হাতে লেখা উইলটাও আছে আমার কাছে। মারা যাবার আগে উইলটা লিখেছে ও। মারা যাচ্ছে বুঝে ফেলেছিল, র‍্যাঞ্চসহ তার সমস্ত সম্পত্তি তাই আমাকে লিখে দিয়ে গেছে বিল—বল্ড মাউন্টেনের সিলভার মাইনসহ!'

'মেয়েটাকে কি দিয়ে গেছে তাহলে, বিলের স্ত্রী সে!'

'এটাও বড় অদ্ভুত ব্যাপার,' লিনের দিকে তাকাল মাইক করবেট, 'ও কোনদিনই বিলের স্ত্রী ছিল না!'

'বলে কি! আমি নিজে ওদের বিয়ে পড়ালাম!' শান্ত কণ্ঠে বলল উইল বার্ট, 'আমারই অফিসে।'

'ওটা অবৈধ বিয়ে ছিল,' বলল মাইক, 'কেননা এখনও সে পিট সলটারের স্ত্রী!'

'কি বললে, ঠিক জানো?'

'অবশ্যই। ওরা দু'জন আসলে ঠগ। ফ্রিসকোয় লোক ঠকানোর ব্যবসা করত। কাস হ্যাযেল একবার ওখানে গিয়ে দু'হাতে টাকা উড়িয়ে এখানে তার বিরাট র‍্যাঞ্চ আর খনি থাকার গল্প বলে বেড়াচ্ছিল সবাইকে, তখন ওকে গাঁথার ফন্দি করে ওরা।

'ওকে বিয়ে করার উসিলায় এখানে হাজির হয় লিন, কিন্তু এসে জানতে পারে হ্যাযেলের সব কথা ভুয়া, তাই আর আগে বাড়েনি সে। হ্যাযেল রুষ্ট হয়েছিল তখন ওর ওপর। ওকে সাহায্য করতে হাজির হয় সলটার। তারপরই বিলের রূপার খনি আবিষ্কারের কথা ওদের কানে যায়।

'কাস হ্যাযেলের মুখ বন্ধ রাখার বিনিময়ে র‍্যাঞ্চটা তাকে ছেড়ে দিয়েছিল ওরা।' লম্বা একটা দম নিল মাইক করবেট। ক্লান্ত, অসম্ভব ক্লান্ত বোধ করছে। এসবের অবসান চাইছে ও এখন, শহর ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছা করছে। 'এই মেয়েটার ছলের কোন অভাব নেই, আরেকটু হলে প্রায় বোকা বনতে বসছিলাম আমিও। বিল একটা কাগজে ওর সম্পর্কে সব লিখে রেখে গেছে, আমাকে জানানোর জন্যে।

'একাকী, নিঃসঙ্গ ছিল বিল, ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে প্রেমের অভিনয় করে গলিয়ে ফেলে লিন, বিলের মনে এমন ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে, যেন ওই হ্যাযেলের খপ্পর থেকে ওকে বাঁচাচ্ছে। বিয়ে হয়ে যায় ওদের। তারপর শহর থেকে ওরা র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে রওনা হওয়ার পরপরই পেছন থেকে বিলের পিঠে গুলি করে সে।

'পেছন থেকে গুলি করার এই ব্যাপারটা শুরু থেকেই ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল আমাকে, কারণ পেছন থেকে কারও হাজির হওয়ার ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর ছিল

BanglaBook.org

বিল, কোন পুরুষের সাধ্য ছিল না একাজ করে, কিন্তু একজন মেয়ের পক্ষে তা সম্ভব ছিল। লিন ওকে গুলি করার পর ঝোপের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসে সলটার ওকে খতম করার জন্যে। কিন্তু ওদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায় বিল।

'ওর ট্রেইলের খোঁজ পেতে পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিল সলটার, ততক্ষণে নিজের ঘোড়া ছেড়ে গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে বিল। দুটো পা-ই তখন অবশ হয়ে গেছে ওর, কিন্তু হাত দুটো সচল ছিল, সব কিছু লিখে ফেলে ও—উইলসহ। গুহায় একটা টিনের বাক্সে লুকিয়ে রেখেছিল।

'একটা স্যাণ্ডস্টোনের গায়ে এলবার ব্র্যাণ্ডটা এঁকে রাখে বিল, ওটার মানে আমরা দু'জন ছাড়া এখানে আর কারও বোঝার কথা নয়।'

'সলটার এখন কোথায়?' জানতে চাইল শিপি, 'চলো, শেরিফকে বলি ব্যাটাকে পাকড়াও করার জন্যে!'

মাইকের দিকে স্থির হয়ে আছে লিনের দৃষ্টি, চোখজোড়া বিস্ফারিত। মেয়েটা জানে, বুঝতে পারল মাইক, কি ঘটেছে বুঝে গেছে লিন!

'আমার অপেক্ষায় গুহায় ছিল সে,' জানাল করবেট, 'তাকে ওখানেই ফেলে এসেছি।'

বিলের লেখা নোট আর উইল অ্যাটর্নির সামনে টেবিলের ওপর রাখল মাইক। 'এই যে সব কাগজপত্র। সলটারকে ফাঁসিতে ঝোলানো আর হ্যাযেলকে লম্বা সময়ের জন্যে জেলের ঘানি টানাতে যথেষ্ট।'

প্যাচের দিকে তাকাল বার্ট। 'এসবে ওর ভূমিকা?'

'লিন আমার সৎ বোন,' হঠাৎ কথা বলে উঠল প্যাচ। 'অতি বদ। শাদা মানুষের বদগুণ, ইনজুনের বদগুণ—সব পেয়েছে। একদম ভাল না ও!'

প্যাচের দিকে তাকাল করবেট, লোকটাকে ওর ভাল লাগছে। 'কাজ লাগবে নাকি তোমার—স্থায়ী একটা চাকরি?'

'হ্যাঁ। আমি ভাল কাজ জানি।'

ঘৃণায় ফুলে বিস্ফারিত হলো দু'চোখ। *খুনের অভিযোগের* চেয়ে যেন *দোআঁশলা পরিচয়* প্রকাশিত হয়ে যাওয়াটাই তার কাছে বেশি বিব্রতকর ঠেকছে! অবাক দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকাল মাইক। মানুষ আর কবে শিখবে যে *জাত-পাত* নয় বরং *সততা আর নিষ্ঠাই* তাকে বিচার করার আসল মাপদণ্ড?

'কিভাবে সব বুঝলে তুমি?' জানতে চাইল বার্ট।

'বিলের পিঠে গুলি খাওয়াটাই আমার মনে প্রথম সন্দেহ জাগিয়ে তোলে,' বলল মাইক, 'তারপর দেখলাম ওর পিস্তলজোড়া উধাও হয়েছে। পরে ওগুলোকে লিনের কেবিনে দেয়ালের পেরেকের সঙ্গে ঝুলতে দেখলাম। বিলের বেল্ট আর হোলস্টারে নাম খোদাই করা ছিল বলে ওগুলো ফেলে রেখে এসেছিল ওরা, কেবল পিস্তলজোড়া নিয়েছে।

BanglaBook.org

'অথচ পিস্তল হাতছাড়া করার কথা ভাবতেও পারত না বিল। কেবিনের হোলস্টারটা ওর নয়; এই সূত্রই আমাকে ঠিক পথে এগোতে সাহায্য করে।

'তারপর বাটলার ক্রিকের যেখানে মেয়েটা নিয়মিত সলটারের সঙ্গে মিলিত হত সেই জায়গাটার খোঁজ পেয়ে গেলাম আমি। আমার মাথা তখন এমন প্রচণ্ড ব্যথা করছিল যে ঠিকমত চিন্তা করতে পারছিলাম না, তবুও মনে পড়ে যায় ট্র্যাকগুলোর একটা লিনের, কেবিনের কাছে দেখেছি। সলটারের ট্র্যাক অচেনা ছিল আমার।

'আমার ভাই ওকে সলটারের সঙ্গে একবার কথা বলতে দেখেছিল, তবে ওদের দু'জনের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে এটা তখন ওর মনে হয়নি।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল করবেট। 'এই হলো ব্যাপার। হ্যাযেলের দিকে তাকাল ও। 'আগামীকাল অ্যান্টিলোপ ভ্যালির র‍্যাঞ্চে উঠব আমি। তোমার জিনিসপত্র শহরে পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

ওদের পেছনে দরজা খুলে গেল হঠাৎ, ছোটখাট অথচ শক্তপোক্ত এক লোক ঢুকল। 'ক্যানসাসের এলসওঅর্থ থেকে আসছি আমি, জ্যাকব কারভার আমার নাম। শহরের বাইরে আমার ছয়শো গরু অপেক্ষা করছে। শুনলাম এটাকে নাকি তোমরা ক্লোজড কান্ট্রি ঘোষণা করেছ, কথাটা কি ঠিক?'

জবাব দিতে যাচ্ছিল শিপি, কিন্তু তার আগেই কথা বলে উঠল করবেট। 'নাহ্! একদম বাজে কথা! গ্রাস ভ্যালির ওদিকটায় খানিকটা জায়গা খালি পড়ে আছে, উত্তর-পশ্চিমে। সৎ আর ভাল পড়শীর জন্যে আমাদের দুয়ার সবসময়ই খোলা। তোমাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা সবাই খুশি!'

কারভার বেরিয়ে গেলে শিপির দিকে তাকাল করবেট। 'মানুষটা ভাল। ক্যানসাসে ওর ব্র্যাণ্ড দেখেছিলাম। ওর মত লোক এখানে বসতি করলে আমাদেরই লাভ!'

বিদায় নিল করবেট। ওকে অনুসরণ করল পাইক। ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল জিম ডালাস। 'এদিককার আবহাওয়া আবার যেন স্বাভাবিক হতে যাচ্ছে,' বলল সে, 'সামনের শীতকালটা চমৎকার কাটবে বলে মনে হচ্ছে আমার!'

উঠে দাঁড়াল সে। 'মনে হচ্ছে দেবদূতের আবির্ভাব ঘটেছে উপত্যকায়—*সত্যি!*'

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org